Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলামি পরিবার গঠনে স্বামী- স্ত্রীর দায়িত্ব

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ফারজানা খানম

রোলঃ 23100120031

৩১ মে, ২০২৬ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলামি পরিবার গঠনে স্বামী- স্ত্রীর দায়িত্ব

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ফারজানা খানম

রোলঃ 23100120031

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " ইসলামি পরিবার গঠনে স্বামী- স্ত্রীর দায়িত্ব " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে ফারজানা খানম, আইডিঃ 23100120031 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: আলী হাসান
তাজবীদ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " ইসলামি পরিবার গঠনে স্বামী- স্ত্রীর দায়িত্ব " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

ফারজানা খানম

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩১ মে, ২০২৬ ইং

ফারজানা খানম

আইডিঃ 23100120031

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

অধ্যায় ১ 10

ইসলামি পরিবারের পরিচিতি 10

অধ্যায় ২ 13

ইসলামিক পরিবার বনাম আধুনিক পরিবার 13

অধ্যায় ৩ 17

পরিবারের উদ্দেশ্য 17

অধ্যায় ৪ 22

বিবাহের গুরুত্ব 22

অধ্যায় ৫ 26

বিবাহ কেন ইবাদত 26

অধ্যায় ৬ 30

পবিত্র কুরআনের আলোকে বিবাহ 30

অধ্যায় ৭ 33

হাদিস শরীফের আলোকে বিবাহ 33

অধ্যায় ৮ 37

বিবাহের বহুমুখী উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব 37

অধ্যায় ৯ 40

স্বামীর দায়িত্ব ও কর্তব্য 40

অধ্যায় ১০ 44

আর্থিক দায়িত্ব : ভরণপোষণ (নাফাকাহ) 44

অধ্যায় ১১ 48

ভালো ব্যবহার : কোমলতা ও সম্মান 48

অধ্যায় ১২ 52

স্ত্রীর অধিকার রক্ষা : মানসিক ও শারীরিক নিরাপত্তা.....52
অধ্যায় ১৩.....56
স্ত্রীর দায়িত্ব ও কর্তব্য.....56
অধ্যায় ১৪.....61
স্বামীর আনুগত্য : শরীয়তের সীমার মধ্যে.....61
অধ্যায় ১৫.....65
ঘর পরিচালনা : শান্তির নীড় নির্মাণ.....65
অধ্যায় ১৬.....70
সন্তানের লালন-পালন ও প্রাথমিক শিক্ষা.....70
অধ্যায় ১৭.....75
স্বামীর সম্পদ ও আমানতের হেফাজত.....75
অধ্যায় ১৮.....79
স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক অধিকার.....79
অধ্যায় ১৯.....83
ভালোবাসা ও দয়া (মাওয়াদ্দাহ ও রাহমাহ).....83
অধ্যায় ২০.....85
পারস্পরিক সম্মান ও মর্যাদা.....85
অধ্যায় ২১.....88
ঘরোয়া কাজে সহযোগিতা ও অংশীদারিত্ব.....88
অধ্যায় ২২.....92
মানসিক প্রশান্তি নিশ্চিত করা (সাকীনাহ).....92
অধ্যায় ২৩.....96
আদর্শ দাম্পত্য জীবন (নবী ﷺ এর জীবন থেকে).....96
অধ্যায় ২৪.....100

নবী ﷺ এর দাম্পত্য জীবনের মূলনীতি 100
অধ্যায় ২৫ 104
আবেগীয় বুদ্ধিমত্তা ও সহমর্মিতা 104
অধ্যায় ২৬ 108
গভীর বিশ্বাস ও সমর্থন 108
অধ্যায় ২৭ 112
আনন্দঘন মুহূর্ত ও বিনোদন 112
অধ্যায় ২৮ 116
ক্ষমাশীলতা ও ধৈর্য 116
অধ্যায় ২৯ 120
পারিবারিক সমস্যা ও সমাধান 120
অধ্যায় ৩০ 125
পারিবারিক সমস্যার স্বরূপ ও বাস্তবতা 125
অধ্যায় ৩১ 128
ঝগড়া হলে করণীয় : রাগ নিয়ন্ত্রণ ও যোগাযোগ 128
অধ্যায় ৩২ 131
ধৈর্যের (সবর) ভূমিকা 131
অধ্যায় ৩৩ 135
কুরআন ভিত্তিক সমাধানের ধাপসমূহ 135
অধ্যায় ৩৪ 139
সন্তানের ইসলামী শিক্ষা 139
অধ্যায় ৩৫ 142
ঈমান ও আকীদা শিক্ষা 142
অধ্যায় ৩৬ 145

আখলাক ও নৈতিক চরিত্র গঠন 145
অধ্যায় ৩৭ 149
আদব ও শিষ্টাচার শিক্ষা 149
অধ্যায় ৩৮ 153
ডিজিটাল যুগের চ্যালেঞ্জ 153
অধ্যায় ৩৯ 157
বর্তমান সমাজে পরিবার ভাঙনের কারণ 157
অধ্যায় ৪০ 162
সোশ্যাল মিডিয়া ও প্রযুক্তির নেতিবাচক প্রভাব 162
অধ্যায় ৪১ 167
অহংকার ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ 167
অধ্যায় ৪২ 173
দ্বীনের অভাব ও নৈতিক অবক্ষয় 173
অধ্যায় ৪৩ 178
ইসলামিক পরিবার গঠনের বাস্তব গাইডলাইন 178
অধ্যায় ৪৪ 183
প্রতিদিনের আদর্শ রুটিন 183
অধ্যায় ৪৫ 189
পারিবারিক উন্নতির জন্য দোয়া 189
অধ্যায় ৪৬ 195
নিয়মিত পারিবারিক আমল 195

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ তায়ালার জন্য, যিনি মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের জীবন পরিচালনার জন্য দান করেছেন পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান ইসলাম। দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক মানবতার মুক্তির দূত, বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর প্রতি, যিনি মানবজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আদর্শ স্থাপন করেছেন।

ইসলামি জীবনব্যবস্থায় পরিবার কেবল একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান নয়; বরং এটি একটি পবিত্র বন্ধন, ভালোবাসা, দায়িত্ববোধ ও পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে গঠিত একটি ইবাদতগাহ। একটি আদর্শ পরিবারই একটি আদর্শ সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের মূল ভিত্তি। ইসলাম পরিবারকে অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ স্থান দিয়েছে এবং স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ককে শান্তি, ভালোবাসা ও দয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত করেছে।

মহান আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন—

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾

“আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের সঙ্গিনী সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে প্রশান্তি লাভ করো এবং তিনি তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয়ই এতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য বহু নিদর্শন রয়েছে।”

— (সূরা আর-রূম : ২১)

পরিবার হলো মানুষের প্রথম শিক্ষালয়। এখান থেকেই একজন মানুষ নৈতিকতা, শিষ্টাচার, দায়িত্ববোধ ও ধর্মীয় মূল্যবোধের শিক্ষা লাভ করে। একটি শিশুর চরিত্র গঠন, মানসিক বিকাশ এবং আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠার পেছনে পরিবারের ভূমিকা অপরিসীম। তাই ইসলাম পরিবারকে সমাজের “ভিত্তিপ্রস্তর” হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। পরিবার যদি আদর্শবান হয়, তবে সমাজও হবে শান্তিপূর্ণ ও কল্যাণময়।

ইসলামি পরিবার গঠনে স্বামী ও স্ত্রীর পারস্পরিক দায়িত্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সংসারে সুখ, শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে উভয়েরই কিছু নির্দিষ্ট দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। স্বামী যেমন স্ত্রীর ভরণ-পোষণ, নিরাপত্তা ও সম্মান রক্ষার দায়িত্ব পালন করবে, তেমনি স্ত্রীও স্বামীর আনুগত্য, সংসার পরিচালনা এবং সন্তানদের সুশিক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ

ভূমিকা পালন করবে। পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ, সহমর্মিতা ও দায়িত্বশীলতার মাধ্যমেই একটি পরিবার আদর্শ পরিবারে পরিণত হয়।

মহান আল্লাহ তাআলা স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ককে একটি দৃঢ় অঙ্গীকার হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন—

وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا

"আর তারা তোমাদের কাছ থেকে দৃঢ় অঙ্গীকার গ্রহণ করেছে।"

— (সূরা আন-নিসা : ২১)

ইসলাম স্বামী-স্ত্রী উভয়কেই একে অপরের অধিকার রক্ষা করার নির্দেশ দিয়েছে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ পরিবারে উত্তম আচরণের গুরুত্ব বোঝাতে ইরশাদ করেছেন—

«خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لأَهْلِي»

"তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই সর্বোত্তম, যে তার পরিবারের কাছে উত্তম; আর আমি আমার পরিবারের কাছে তোমাদের সবার চেয়ে উত্তম।"

— (তিরমিজি)

অধ্যায় ১

ইসলামি পরিবারের পরিচিতি

ইসলামি পরিবার হলো এমন একটি পারিবারিক ব্যবস্থা, যা কেবল রক্তের সম্পর্ক, বৈবাহিক বন্ধন কিংবা একসঙ্গে বসবাসের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং এটি আল্লাহর বিধান, নৈতিক মূল্যবোধ, পারস্পরিক দায়িত্ব, ভালোবাসা ও তাকওয়ার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। ইসলামে পরিবারকে সমাজের মূল ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। কারণ একটি আদর্শ পরিবার থেকেই আদর্শ ব্যক্তি তৈরি হয়, আর আদর্শ ব্যক্তিদের মাধ্যমেই একটি সুস্থ, ন্যায়ভিত্তিক ও দ্বীনদার সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়।

সাধারণভাবে পরিবার বলতে স্বামী-স্ত্রী, সন্তান এবং নিকট আত্মীয়দের সমন্বয়ে গঠিত একটি সামাজিক একককে বোঝানো হলেও ইসলাম পরিবারকে আরও বিস্তৃত ও গভীর অর্থে উপস্থাপন করেছে। ইসলামি পরিবার হলো এমন একটি প্রতিষ্ঠান, যেখানে প্রত্যেক সদস্য নিজ নিজ দায়িত্ব ও অধিকার সম্পর্কে সচেতন থাকে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টিকে জীবনের মূল লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করে। এখানে সম্পর্কের ভিত্তি কেবল আবেগ নয়; বরং দায়িত্ববোধ, সম্মান, দয়া, সহমর্মিতা ও পারস্পরিক সহযোগিতা।

❖ পবিত্র কুরআনের আলোকে

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً

বাংলা অনুবাদঃ

“আর তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে রয়েছে—তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকেই তোমাদের সঙ্গিনী সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে প্রশান্তি লাভ করতে পারো এবং তিনি তোমাদের মাঝে সৃষ্টি করেছেন ভালোবাসা ও দয়া।”

— সূরা আর-রূম : ২১

উপরোক্ত আয়াত ইসলামি পরিবারের তিনটি মৌলিক ভিত্তি স্পষ্টভাবে তুলে ধরে— **সাকীনাহ (প্রশান্তি), মাওয়াদ্দাহ (ভালোবাসা) এবং রাহমাহ (দয়া)**। অর্থাৎ ইসলামি পরিবারের মূল উদ্দেশ্য কেবল বসবাস নয়; বরং এমন একটি নিরাপদ ও প্রশান্ত পরিবেশ তৈরি করা, যেখানে প্রতিটি সদস্য মানসিক, আধ্যাত্মিক ও নৈতিকভাবে বিকশিত হতে পারে।

ইসলামি পরিবারের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো এটি দায়িত্ব ও অধিকারের ভারসাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। এখানে কোনো সম্পর্ক একমুখী নয়। যেমন— স্বামীর যেমন দায়িত্ব রয়েছে স্ত্রীর ভরণপোষণ, নিরাপত্তা ও সদাচরণ নিশ্চিত করার, তেমনি স্ত্রীরও দায়িত্ব রয়েছে পরিবার রক্ষা, সন্তান প্রতিপালন এবং দাম্পত্য জীবনে সহযোগিতা করা। একইভাবে সন্তানদের উপর রয়েছে পিতা-মাতার আনুগত্য ও সম্মান প্রদর্শনের দায়িত্ব, আবার পিতা-মাতার উপর রয়েছে সন্তানদের যথাযথ শিক্ষা, চরিত্র গঠন ও দ্বীনি পরিবেশ নিশ্চিত করার দায়িত্ব।

❖ হাদিসের আলোকে

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ

“তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম, যে তার পরিবারের কাছে উত্তম।”

— জামে তিরমিযী

এই হাদিস ইসলামি পরিবারের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য তুলে ধরে— **সদাচরণ ও উত্তম ব্যবহার**। ইসলামে পরিবারের সদস্যদের সাথে ভালো আচরণকে ইবাদতের অংশ হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। একজন মানুষের প্রকৃত চরিত্র কেবল সমাজে নয়; বরং পরিবারে তার আচরণের মাধ্যমেই সবচেয়ে বেশি প্রকাশ পায়।

ইসলামি পরিবারের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি হলো **তাকওয়া বা আল্লাহভীতি**। যখন একটি পরিবার আল্লাহর বিধান অনুযায়ী পরিচালিত হয়, তখন সেখানে

দায়িত্ববোধ, ন্যায়বিচার, ধৈর্য, ক্ষমাশীলতা ও পারস্পরিক সম্মান প্রতিষ্ঠিত হয়। বিপরীতে, যখন পরিবার দ্বীনি মূল্যবোধ থেকে দূরে সরে যায়, তখন অহংকার, অবিশ্বাস, দায়িত্বহীনতা ও সম্পর্কের ভাঙন শুরু হয়।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

বাংলা অনুবাদঃ
“হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের এবং তোমাদের পরিবারকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করো।”

— সূরা আত-তাহরীম : ৬

এই আয়াত থেকে বোঝা যায় যে, ইসলামি পরিবারের মূল ভিত্তি কেবল দুনিয়াবি সুখ-শান্তি নয়; বরং আখিরাতের সফলতা নিশ্চিত করাও এর অন্যতম উদ্দেশ্য। তাই একটি প্রকৃত ইসলামি পরিবার এমন পরিবেশ তৈরি করে, যেখানে সালাত, কুরআন শিক্ষা, নৈতিক চরিত্র, সত্যবাদিতা, দায়িত্ববোধ এবং আল্লাহর আনুগত্য পারিবারিক জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে ওঠে।

সুতরাং বলা যায়, ইসলামি পরিবার হলো এমন একটি জীবনব্যবস্থা, যা ভালোবাসা, দয়া, নৈতিকতা, দায়িত্ববোধ ও আল্লাহভীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। এটি কেবল সামাজিক শান্তির মাধ্যম নয়; বরং একটি ঈমানি পরিবেশ, যা মানুষকে দুনিয়ার কল্যাণ এবং আখিরাতের মুক্তির পথে পরিচালিত করে।

তথ্যসূত্রঃ
১. পবিত্র কুরআন শরীফ
২. সহীহ হাদিস (জামে তিরমিযী)
৩. আদর্শ দ্বীনি পরিবার আদব ও শিষ্টাচার
৪. নবীজির সংসার

অধ্যায় ২

ইসলামিক পরিবার বনাম আধুনিক পরিবার

পরিবার মানবজীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোর একটি। মানুষ জন্মের পর সর্বপ্রথম যে পরিবেশে বেড়ে ওঠে, শিক্ষা গ্রহণ করে এবং নৈতিকতা ও মূল্যবোধের সঙ্গে পরিচিত হয়, সেটিই পরিবার। যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবার ব্যবস্থার ধরন, চিন্তাধারা ও মূল্যবোধেও ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। আধুনিকতার প্রভাবে বর্তমানে পরিবার কাঠামো, পারস্পরিক সম্পর্ক, দায়িত্ববোধ ও জীবনদর্শনে নতুন নতুন ধারা সৃষ্টি হয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে ইসলামিক পরিবার ব্যবস্থা এবং আধুনিক পরিবার ব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য, বৈশিষ্ট্য ও প্রভাব বিশ্লেষণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ইসলামিক পরিবার মূলত আল্লাহর বিধান, নৈতিকতা, পারস্পরিক দায়িত্ব, দয়া, ভালোবাসা এবং দ্বীনি শিক্ষার ভিত্তিতে গড়ে ওঠে। অন্যদিকে আধুনিক পরিবার অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যক্তিস্বাধীনতা, ভোগবাদ, ব্যক্তিকেন্দ্রিক চিন্তা ও পার্থিব সাফল্যকে বেশি গুরুত্ব দেয়। যদিও আধুনিকতার অনেক ইতিবাচক দিক রয়েছে, তবুও ইসলামি মূল্যবোধ থেকে বিচ্যুতি পারিবারিক অশান্তি ও সামাজিক সংকট সৃষ্টি করতে পারে।

❖ ইসলামিক পরিবারের ভিত্তি

পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا

বাংলা অনুবাদঃ
"আর আল্লাহ তোমাদের ঘরসমূহকে তোমাদের জন্য শান্তির স্থান বানিয়েছেন।"

— সূরা আন-নাহল : ৮০

এই আয়াত থেকে বোঝা যায় যে, ইসলামি পরিবারের মূল উদ্দেশ্য হলো "শান্তি, নিরাপত্তা, ভালোবাসা এবং আধ্যাত্মিক উন্নয়ন"। ইসলাম পরিবারকে কেবল একত্রে

বসবাসের মাধ্যম হিসেবে দেখে না; বরং এটি এমন একটি প্রতিষ্ঠান, যেখানে প্রত্যেক সদস্য দ্বীনি শিক্ষা, নৈতিকতা ও দায়িত্ববোধের মাধ্যমে গড়ে ওঠে।
ইসলামিক পরিবারে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক পারস্পরিক সহযোগিতা, সম্মান ও দয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত। সন্তান প্রতিপালনকে ইবাদতের অংশ হিসেবে দেখা হয় এবং পরিবারে দ্বীনি পরিবেশ বজায় রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়।

❖ আধুনিক পরিবারের বাস্তবতা

বর্তমান আধুনিক সমাজে পরিবার ব্যবস্থায় বড় ধরনের পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। অনেক ক্ষেত্রে পারিবারিক বন্ধনের পরিবর্তে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, ক্যারিয়ার, আর্থিক সফলতা ও ব্যক্তিগত পছন্দকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। এর ফলে পারিবারিক সম্পর্ক অনেক সময় দুর্বল হয়ে পড়ে।

আধুনিক পরিবারে প্রযুক্তি ও সোশ্যাল মিডিয়ার অতিরিক্ত ব্যবহারও সম্পর্কের দূরত্ব সৃষ্টি করছে। একই ঘরে বসবাস করেও অনেকে মানসিকভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে। বাবা-মা ও সন্তানের মধ্যে সময়ের অভাব, দাম্পত্য সম্পর্কে ভুল বোঝাবুঝি এবং পারিবারিক মূল্যবোধের অবক্ষয় আধুনিক সমাজে একটি সাধারণ বাস্তবতায় পরিণত হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ

“তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেককে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।”

— সহীহ বুখারি

এই হাদিস আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, পরিবারে দায়িত্বহীনতা কখনোই ইসলাম সমর্থন করে না। আধুনিকতার নামে যদি দায়িত্ববোধ কমে যায়, তবে পরিবার দুর্বল হয়ে পড়ে।

❖ ইসলামিক পরিবার ও আধুনিক পরিবারের তুলনামূলক পার্থক্য

১. উদ্দেশ্যের দিক থেকে

ইসলামিক পরিবারের মূল লক্ষ্য আল্লাহর সন্তুষ্টি, নৈতিকতা, পারিবারিক শান্তি ও আখিরাতের সফলতা।

অন্যদিকে আধুনিক পরিবার অধিকাংশ ক্ষেত্রে পার্থিব সফলতা ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে অগ্রাধিকার দেয়।

২. সম্পর্কের ভিত্তি

ইসলামিক পরিবার ভালোবাসা, দায়িত্ব, দয়া ও তাকওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত।

আধুনিক পরিবারে অনেক সময় সম্পর্ক স্বার্থ, আবেগ বা সুবিধাভিত্তিক হয়ে পড়ে।

৩. সন্তান প্রতিপালন

ইসলামি পরিবারে সন্তানদের দ্বীনি শিক্ষা ও নৈতিক চরিত্র গঠনে গুরুত্ব দেওয়া হয়।

আধুনিক পরিবারে অনেক সময় একাডেমিক সাফল্যকে নৈতিক শিক্ষার চেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়।

৪. পারিবারিক সিদ্ধান্ত

ইসলামে পরামর্শ (শুরা), দায়িত্ববোধ ও ভারসাম্যের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।

আধুনিক পরিবারে অনেক ক্ষেত্রে ব্যক্তি মতামতকে বেশি অগ্রাধিকার দেওয়া হয়।

❖ আধুনিক সমাজের চ্যালেঞ্জ

বর্তমানে পরিবার ভাঙনের অন্যতম কারণ হলো অহংকার, দায়িত্বহীনতা, প্রযুক্তির অপব্যবহার, দ্বীনি জ্ঞানের অভাব এবং আত্মকেন্দ্রিক জীবনধারা। সোশ্যাল মিডিয়া ও ডিজিটাল যুগ অনেক সুবিধা দিলেও এটি পারিবারিক সম্পর্কে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। পরিবারে একসাথে সময় কাটানোর প্রবণতা কমে যাচ্ছে এবং আবেগীয় দূরত্ব বাড়ছে।

পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ বলেনঃ

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ

বাংলা অনুবাদঃ

“নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়বিচার ও উত্তম আচরণের নির্দেশ দেন।”

— সূরা আন-নাহল : ৯০

এই আয়াত পারিবারিক জীবনে ন্যায়, ভারসাম্য ও উত্তম আচরণের গুরুত্ব তুলে ধরে।

ইসলামিক পরিবার এবং আধুনিক পরিবারের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য থাকলেও এর অর্থ এই নয় যে আধুনিকতার সবকিছুই নেতিবাচক। বরং ইসলাম এমন একটি ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থা উপস্থাপন করে, যেখানে আধুনিক জীবনের প্রয়োজনীয় সুবিধাগুলো গ্রহণ করা যায়, তবে দ্বীনি মূল্যবোধ ও পারিবারিক নৈতিকতা বিসর্জন না দিয়ে।

একটি আদর্শ মুসলিম পরিবার এমন হওয়া উচিত, যেখানে আধুনিক শিক্ষা, প্রযুক্তি ও উন্নয়ন থাকবে; কিন্তু তার ভিত্তি হবে কুরআন, সুন্নাহ, নৈতিকতা এবং পারস্পরিক দায়িত্ববোধ। কারণ পরিবার ঠিক থাকলে সমাজ ঠিক থাকবে, আর সমাজ ঠিক থাকলে একটি সুস্থ ও শান্তিপূর্ণ জাতি গড়ে উঠবে।

তথ্যসূত্রঃ

১. পবিত্র কুরআন শরীফ
২. সহীহ বুখারি
৩. আদর্শ দ্বীনি পরিবার আদব ও শিষ্টাচার
৪. নবীজির সংসার
৫. আদর্শ পরিবার গঠনে ৪০ টি উপদেশ

অধ্যায় ৩

পরিবারের উদ্দেশ্য

পরিবার কেবল একসঙ্গে বসবাসকারী কিছু মানুষের সমষ্টি নয়; বরং এটি একটি আদর্শ জীবনব্যবস্থা, যেখানে ভালোবাসা, দায়িত্ব, নৈতিকতা, শিক্ষা এবং পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে একটি সুস্থ ও সুন্দর সমাজ গড়ে ওঠে। ইসলাম পরিবারকে সমাজের মৌলিক ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করেছে। কারণ একটি আদর্শ পরিবার থেকেই আদর্শ ব্যক্তি জন্ম নেয়, আর আদর্শ ব্যক্তিদের মাধ্যমেই ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়।

ইসলামের দৃষ্টিতে পরিবার গঠনের উদ্দেশ্য কেবল পার্থিব চাহিদা পূরণ নয়; বরং এটি একটি আধ্যাত্মিক, নৈতিক ও সামাজিক দায়িত্ব। পরিবার এমন একটি প্রতিষ্ঠান, যার মাধ্যমে মানুষ শান্তি লাভ করে, চরিত্র গঠন করে, দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করে এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সুশিক্ষিত ও নৈতিক মানুষ হিসেবে গড়ে তোলে।

❖ মানসিক প্রশান্তি ও ভালোবাসা অর্জন

পরিবারের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হলো মানুষের জীবনে শান্তি, নিরাপত্তা ও মানসিক প্রশান্তি নিশ্চিত করা। মানুষ বাহিরের কঠিন বাস্তবতা, কর্মব্যস্ততা ও সামাজিক চাপে ক্লান্ত হয়ে পরিবারের মধ্যেই আশ্রয় ও স্বস্তি খুঁজে পায়। ইসলাম দাম্পত্য সম্পর্ককে এমনভাবে গড়ে তুলতে উৎসাহ দেয়, যেখানে পারস্পরিক ভালোবাসা, সহমর্মিতা ও দয়া বিদ্যমান থাকবে।

পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً

বাংলা অনুবাদঃ

“আর তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে রয়েছে—তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকেই তোমাদের সঙ্গিনী সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে প্রশান্তি লাভ করতে পারো এবং তিনি তোমাদের মাঝে সৃষ্টি করেছেন ভালোবাসা ও দয়া।”

— সূরা আর-রূম : ২১

এই আয়াত প্রমাণ করে যে, পরিবারের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো **সাকীনাহ (প্রশান্তি), মাওয়াদ্দাহ (ভালোবাসা) এবং রাহমাহ (দয়া)** প্রতিষ্ঠা করা।

❖ নৈতিক ও দ্বীনি চরিত্র গঠন

পরিবার হলো মানুষের প্রথম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। সন্তান তার চরিত্র, আচরণ, মূল্যবোধ ও নৈতিকতার প্রথম পাঠ পরিবার থেকেই শিখে। ইসলাম পরিবারকে এমন একটি পরিবেশে রূপ দিতে উৎসাহ দেয়, যেখানে সত্যবাদিতা, সততা, দায়িত্ববোধ, ধৈর্য, সহমর্মিতা এবং আল্লাহভীতি শিক্ষা দেওয়া হয়।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেনঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

বাংলা অনুবাদঃ
“হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের এবং তোমাদের পরিবারকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করো।”

— সূরা আত-তাহরীম : ৬

এই আয়াত থেকে বোঝা যায় যে, পরিবারের উদ্দেশ্য কেবল সন্তানদের লালন-পালন নয়; বরং তাদের ঈমান, নৈতিকতা ও দ্বীনি শিক্ষার মাধ্যমে গড়ে তোলা।

❖ বৈধ উপায়ে মানব বংশধারা সংরক্ষণ

পরিবার গঠনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হলো মানবজাতির বংশধারা সংরক্ষণ করা। ইসলাম বিবাহকে বৈধ সম্পর্কের মাধ্যম হিসেবে নির্ধারণ করেছে, যার মাধ্যমে সমাজে পবিত্রতা, শালীনতা ও নৈতিক ভারসাম্য বজায় থাকে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ

“বিবাহ আমার সুন্নত। যে আমার সুন্নত থেকে বিমুখ হলো, সে আমার দলভুক্ত নয়।”

— সহীহ বুখারি ও মুসলিম

এই হাদিস থেকে বোঝা যায় যে, পরিবার গঠন ও বংশধারা রক্ষা ইসলামি জীবনব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

❖ সামাজিক স্থিতিশীলতা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা

পরিবার সমাজের ভিত্তি। পরিবার যত শক্তিশালী হবে, সমাজও তত শান্তিপূর্ণ ও নৈতিক হবে। পরিবারে যদি দায়িত্ববোধ, সম্মান ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত থাকে, তবে সমাজে অপরাধ, বিশৃঙ্খলা ও নৈতিক অবক্ষয় কমে যায়।

বর্তমান সমাজে পরিবার ভাঙনের অন্যতম কারণ হলো দায়িত্বহীনতা, অহংকার, প্রযুক্তির অপব্যবহার এবং দ্বীনি মূল্যবোধের অভাব। ফলে সন্তানরা অনেক সময় সঠিক দিকনির্দেশনা থেকে বঞ্চিত হয় এবং সামাজিক অবক্ষয় বৃদ্ধি পায়।

❖ পারস্পরিক সহযোগিতা ও দায়িত্ববোধ তৈরি

ইসলাম পরিবারকে এমন একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে উৎসাহ দেয়, যেখানে প্রত্যেকে একে অপরের সহযোগী হবে। স্বামী-স্ত্রী, পিতা-মাতা ও সন্তান—সবার মধ্যে দায়িত্ব ও অধিকারের ভারসাম্য থাকবে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ

"তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেককে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।"

— সহীহ বুখারি

এই হাদিস পরিবার ব্যবস্থায় দায়িত্ববোধের গুরুত্ব স্পষ্টভাবে তুলে ধরে।

❖ আখিরাতমুখী জীবন গঠন

ইসলামি পরিবারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হলো এমন একটি পরিবেশ গড়ে তোলা, যা মানুষকে আল্লাহর আনুগত্য ও আখিরাতের সফলতার দিকে পরিচালিত করে। পরিবারে সালাত, কুরআন তিলাওয়াত, দোয়া, ইসলামী শিক্ষা ও নৈতিক পরিবেশ থাকলে তা একটি ঈমানি সমাজ গঠনে সহায়তা করে।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেনঃ

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا

বাংলা অনুবাদঃ
"তোমার পরিবারকে সালাতের নির্দেশ দাও এবং এর উপর দৃঢ় থাকো।"

— সূরা ত্বা-হা : ১৩২

এই আয়াত পরিবারে দ্বীনি পরিবেশ ও আধ্যাত্মিক শিক্ষার গুরুত্ব তুলে ধরে।

পরিবারের উদ্দেশ্য কেবল একসঙ্গে বসবাস বা অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা নয়; বরং এটি একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা, যার মাধ্যমে মানুষ মানসিক প্রশান্তি লাভ করে, নৈতিক চরিত্র গঠন করে, দ্বীনি শিক্ষা অর্জন করে এবং একটি সুন্দর সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়।

ইসলাম এমন একটি পরিবার ব্যবস্থার শিক্ষা দেয়, যেখানে ভালোবাসা, দায়িত্ববোধ, ন্যায়বিচার, দ্বীনি মূল্যবোধ এবং পারস্পরিক সহযোগিতা বিদ্যমান থাকে। তাই একটি আদর্শ পরিবার গঠন করা কেবল সামাজিক দায়িত্ব নয়; বরং এটি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম।

তথ্যসূত্রঃ

১. পবিত্র কুরআন শরীফ
২. সহীহ বুখারি ও সহীহ মুসলিম
৩. আদর্শ দ্বীনি পরিবার আদব ও শিষ্টাচার
৪. নবীজির সংসার
৫. পারেন্টিং
৬. আদর্শ পরিবার গঠনে ৪০ টি উপদেশ

অধ্যায় ৪

বিবাহের গুরুত্ব

ইসলামে বিবাহ শুধু একটি সামাজিক চুক্তি নয়; বরং এটি একটি পবিত্র ইবাদত, যার মাধ্যমে মানুষ তার জীবনকে শৃঙ্খলিত করে, চরিত্রকে সংরক্ষণ করে এবং সমাজকে নৈতিকভাবে স্থিতিশীল রাখে। বিবাহ মানবজীবনের এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়, যা ব্যক্তি, পরিবার এবং সমাজ—তিন স্তরেই গভীর প্রভাব ফেলে।

ইসলাম বিবাহকে শুধু বৈধ সম্পর্কের মাধ্যম হিসেবে সীমাবদ্ধ রাখেনি; বরং এটিকে ঈমান, তাকওয়া এবং নৈতিকতা রক্ষার অন্যতম উপায় হিসেবে ঘোষণা করেছে। বিবাহের মাধ্যমে মানুষের মানসিক প্রশান্তি, শারীরিক চাহিদার বৈধ পূরণ এবং সামাজিক দায়িত্ববোধের বাস্তব রূপ প্রকাশ পায়।

❖ কুরআনের আলোকে বিবাহের গুরুত্ব

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ

বাংলা অনুবাদঃ
"তোমাদের মধ্যে যারা অবিবাহিত আছে তাদের বিবাহ সম্পাদন করো এবং তোমাদের দাস-দাসীদের মধ্যকার সৎ ব্যক্তিদেরও।"

— সূরা আন-নূর : ৩২

এই আয়াত স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে, বিবাহ একটি উৎসাহিত ও গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ও ধর্মীয় দায়িত্ব।

❖ বিবাহ আল্লাহর নিদর্শন

পবিত্র কুরআনে আরও বলা হয়েছে—

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا

বাংলা অনুবাদঃ
“আর তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে রয়েছে—তিনি তোমাদের মধ্য থেকেই তোমাদের জন্য সঙ্গিনী সৃষ্টি করেছেন।”

— সূরা আর-রূম : ২১

এই আয়াত প্রমাণ করে যে, বিবাহ কেবল সামাজিক প্রয়োজন নয়; বরং এটি আল্লাহর একটি নিদর্শন এবং রহমতের অংশ।

❖ হাদিসের আলোকে বিবাহ

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ

“হে যুবসমাজ! তোমাদের মধ্যে যে বিবাহের সামর্থ্য রাখে, সে যেন বিবাহ করে নেয়। কারণ এটি দৃষ্টি অবনত রাখে এবং লজ্জাস্থান হেফাজত করে।”

— সহীহ বুখারি ও মুসলিম

এই হাদিসে বিবাহকে চারিত্রিক পবিত্রতা ও আত্মনিয়ন্ত্রণের অন্যতম মাধ্যম হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

আরও একটি হাদিসে নবী ﷺ বলেছেনঃ

“বিবাহ আমার সুন্নত। যে আমার সুন্নত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, সে আমার দলভুক্ত নয়।”

— সহীহ বুখারি

এই বক্তব্য থেকে বোঝা যায় যে, বিবাহ শুধু সামাজিক নয়; বরং এটি সুন্নাহভিত্তিক একটি ইবাদত।

❖ বিবাহের উদ্দেশ্য

ইসলামে বিবাহের প্রধান উদ্দেশ্যগুলো হলো—

১. চারিত্রিক পবিত্রতা রক্ষা করা
২. মানসিক প্রশান্তি অর্জন করা
৩. বৈধভাবে মানবিক চাহিদা পূরণ করা
৪. সুস্থ ও নৈতিক প্রজন্ম গঠন করা
৫. পারিবারিক ও সামাজিক ভারসাম্য বজায় রাখা

❖ আধুনিক সমাজে বিবাহের সংকট

বর্তমান আধুনিক সমাজে বিবাহ নিয়ে বিভিন্ন ধরনের সংকট দেখা যাচ্ছে। যেমন—
- দেরিতে বিবাহ করা
- অর্থনৈতিক অজুহাতে বিবাহ এড়িয়ে যাওয়া
- বিবাহ বিচ্ছেদের হার বৃদ্ধি
- সোশ্যাল মিডিয়ার অপব্যবহার
- সম্পর্কের অবিশ্বাস ও মানসিক দূরত্ব

এর ফলে সমাজে নৈতিক অবক্ষয়, একাকীত্ব এবং পারিবারিক অশান্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে।

❖ ইসলামিক সমাধান

ইসলাম বিবাহকে সহজ করার নির্দেশ দিয়েছে এবং জটিলতা দূর করতে উৎসাহিত করেছে। পরিবার, সমাজ এবং ব্যক্তির উচিত বিবাহকে সহজ, পবিত্র ও সুন্নাহসম্মত করা।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ

“সবচেয়ে বরকতময় বিবাহ হলো সেই বিবাহ, যা সবচেয়ে সহজ।”

— সহীহ হাদিস

বিবাহ ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত এবং মানবজীবনের অপরিহার্য অংশ। এটি কেবল সামাজিক সম্পর্ক নয়; বরং এটি একটি নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বন্ধন, যা মানুষকে পাপ থেকে রক্ষা করে এবং শান্তিপূর্ণ জীবন গঠনে সহায়তা করে।

একটি সমাজ তখনই সুন্দর ও স্থিতিশীল হয়, যখন বিবাহ ব্যবস্থা সহজ, পবিত্র এবং ইসলামি নির্দেশনার ভিত্তিতে পরিচালিত হয়।

তথ্যসূত্রঃ

১. পবিত্র কুরআন শরীফ
২. সহীহ বুখারি ও মুসলিম
৩. আদর্শ দ্বীনি পরিবার আদব ও শিষ্টাচার
৪. নবীজির সংসার
৫. আদর্শ পরিবার গঠনে ৪০ টি উপদেশ

অধ্যায় ৫

বিবাহ কেন ইবাদত

ইসলামে বিবাহ শুধু সামাজিক প্রয়োজন বা পারিবারিক চুক্তি নয়; বরং এটি একটি পূর্ণাঙ্গ ইবাদত। কারণ বিবাহের মাধ্যমে মানুষ আল্লাহর নির্দেশ পালন করে, নিজের চরিত্র রক্ষা করে এবং সমাজে নৈতিক শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করে। যে কাজ আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে এবং তাঁর বিধান অনুযায়ী সম্পাদিত হয়, সেটিই ইসলামে ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত হয়।

বিবাহ মানুষের জীবনকে হারাম সম্পর্ক থেকে রক্ষা করে হালাল ও পবিত্র পথে পরিচালিত করে। এটি দৃষ্টিকে সংযত রাখে, লজ্জাস্থানের হেফাজত নিশ্চিত করে এবং মানসিক প্রশান্তি প্রদান করে। তাই ইসলাম বিবাহকে কেবল দুনিয়াবি প্রয়োজন নয়, বরং আখিরাতমুখী একটি ইবাদত হিসেবে ঘোষণা করেছে।

❖ কুরআনের আলোকে বিবাহ

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ

বাংলা অনুবাদঃ
"তোমাদের জন্য যেসব নারী পবিত্র ও উপযুক্ত, তাদেরকে বিবাহ করো।"

— সূরা আন-নিসা : ৩

এই আয়াত থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, বিবাহ একটি নির্দেশিত ও বৈধ কর্ম, যা আল্লাহর আদেশ পালনের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়।

❖ বিবাহ আল্লাহর নিদর্শন ও রহমত

পবিত্র কুরআনে আরও বলা হয়েছে—

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا

বাংলা অনুবাদঃ
“আর তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে রয়েছে—তিনি তোমাদের মধ্য থেকেই তোমাদের জন্য সঙ্গিনী সৃষ্টি করেছেন।”

— সূরা আর-রূম : ২১

এই আয়াত প্রমাণ করে যে, বিবাহ আল্লাহর একটি বিশেষ নিদর্শন। আল্লাহ নিজে যখন কোনো ব্যবস্থা সৃষ্টি করেন এবং তাতে কল্যাণ ও প্রশান্তি রাখেন, তখন তা অবশ্যই ইবাদতের মর্যাদা লাভ করে।

❖ হাদিসের আলোকে বিবাহ

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ

“হে যুবসমাজ! তোমাদের মধ্যে যে বিবাহের সামর্থ্য রাখে, সে যেন বিবাহ করে নেয়। কারণ এটি দৃষ্টি অবনত রাখে এবং লজ্জাস্থান হেফাজত করে।”

— সহীহ বুখারি ও মুসলিম

এই হাদিসে বিবাহকে সরাসরি নৈতিকতা রক্ষার মাধ্যম হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। নৈতিকতা রক্ষা করা নিজেই একটি ইবাদত।

আরও বলা হয়েছে—

“বিবাহ আমার সুন্নত। যে আমার সুন্নত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, সে আমার দলভুক্ত নয়।”

— সহীহ বুখারি

যেহেতু সুন্নত পালন করা ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত, তাই বিবাহ নিজেই ইবাদতের মর্যাদা পায়।

❖ নিয়তের কারণে বিবাহ ইবাদত হয়

ইসলামে কোনো কাজের বাহ্যিক রূপের পাশাপাশি নিয়ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিবাহ যদি আল্লাহর সন্তুষ্টি, চরিত্র রক্ষা, পরিবার গঠন এবং হালাল জীবনযাপনের উদ্দেশ্যে করা হয়, তাহলে তা ইবাদতে পরিণত হয়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ

“আমল নিয়তের উপর নির্ভরশীল।”

— সহীহ বুখারি

অতএব, একজন মুসলিম যখন বিবাহের মাধ্যমে হারাম থেকে বাঁচতে চায় এবং একটি পবিত্র পরিবার গঠন করতে চায়, তখন তার এই কাজ সরাসরি ইবাদতের মর্যাদা লাভ করে।

❖ সমাজ রক্ষায় বিবাহের ভূমিকা

বিবাহ শুধু ব্যক্তিগত বিষয় নয়; বরং এটি সমাজের নৈতিক ভারসাম্য রক্ষার অন্যতম মাধ্যম। বিবাহের মাধ্যমে—

- অবৈধ সম্পর্ক কমে যায়
- পারিবারিক শৃঙ্খলা বজায় থাকে
- সন্তানরা বৈধ পরিচয় পায়
- সমাজে শালীনতা বৃদ্ধি পায়

এই সামাজিক কল্যাণমূলক ভূমিকার কারণেও বিবাহ ইবাদতের মর্যাদা পায়।

❖ আধুনিক সমাজে ইবাদত হিসেবে বিবাহের গুরুত্ব
বর্তমান সমাজে অবৈধ সম্পর্ক, পরকীয়া, নৈতিক অবক্ষয় ও পারিবারিক ভাঙন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই অবস্থায় বিবাহকে সহজ করা এবং ইবাদত হিসেবে গ্রহণ করা অত্যন্ত জরুরি।

অনেকেই বিবাহকে বিলম্বিত করে, জটিল করে বা পার্থিব দৃষ্টিতে দেখে। অথচ ইসলাম বিবাহকে সহজ ও বরকতময় করতে উৎসাহিত করেছে।

বিবাহ ইসলামে একটি পূর্ণাঙ্গ ইবাদত, যা আল্লাহর নির্দেশ পালন, সুন্নাহ অনুসরণ এবং নৈতিকতা রক্ষার মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। এটি মানুষের জীবনকে পবিত্র করে, সমাজকে স্থিতিশীল রাখে এবং আখিরাতের সফলতার পথ সুগম করে।

যখন বিবাহ আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে করা হয়, তখন তা শুধু একটি সম্পর্ক থাকে না; বরং এটি একটি ইবাদতে পরিণত হয়, যার মাধ্যমে একজন মুমিন দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণ অর্জন করতে পারে।

তথ্যসূত্রঃ
১. পবিত্র কুরআন শরীফ
২. সহীহ বুখারি ও সহীহ মুসলিম
৩. নবীজির সংসার
৪. আদর্শ দ্বীনি পরিবার আদব ও শিষ্টাচার
৫. আদর্শ পরিবার গঠনে ৪০ টি উপদেশ

অধ্যায় ৬

পবিত্র কুরআনের আলোকে বিবাহ

বিবাহ ইসলামের একটি মৌলিক বিধান, যা আল্লাহ তা'আলা মানবজাতির কল্যাণ, পবিত্রতা এবং পারিবারিক শান্তির জন্য নির্ধারণ করেছেন। কুরআনে বিবাহকে শুধু সামাজিক সম্পর্ক নয়; বরং আল্লাহর নিদর্শন, রহমত এবং প্রশান্তির মাধ্যম হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

❖ বিবাহ আল্লাহর নিদর্শন

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً

বাংলা অনুবাদঃ
"আর তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে রয়েছে—তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকেই তোমাদের সঙ্গিনী সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে প্রশান্তি লাভ করো এবং তিনি তোমাদের মাঝে সৃষ্টি করেছেন ভালোবাসা ও দয়া।"

— সূরা আর-রূম : ২১

এই আয়াত থেকে স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, বিবাহের মূল উদ্দেশ্য হলো প্রশান্তি (সাকীনাহ), ভালোবাসা (মাওয়াদ্দাহ) এবং দয়া (রাহমাহ) প্রতিষ্ঠা করা।

❖ বিবাহের নির্দেশ

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ

বাংলা অনুবাদঃ
"তোমাদের মধ্যে যারা অবিবাহিত আছে, তাদের বিবাহ সম্পাদন করো এবং তোমাদের সৎ দাস-দাসীদেরও।"

— সূরা আন-নূর : ৩২
এই আয়াতে আল্লাহ বিবাহকে উৎসাহিত করেছেন এবং সমাজে শালীনতা বজায় রাখার নির্দেশ দিয়েছেন।

❖ বিবাহের মাধ্যমে পবিত্রতা রক্ষা

وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ

বাংলা অনুবাদঃ
“এগুলোর বাইরে যা আছে তা তোমাদের জন্য বৈধ করা হয়েছে।”

— সূরা আন-নিসা : ২৪

এই আয়াত দ্বারা বোঝা যায় যে, ইসলাম বৈধ সম্পর্ক (বিবাহ) প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মানুষের যৌন চাহিদাকে পবিত্র ও নিয়ন্ত্রিত পথে পরিচালিত করেছে।

❖ বিবাহ ও আত্মসংযম

قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ

বাংলা অনুবাদঃ
“মুমিনদের বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি সংযত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থান হেফাজত করে।”

— সূরা আন-নূর : ৩০

এই আয়াতের নির্দেশনার বাস্তব সমাধান হলো বিবাহ, যা মানুষের দৃষ্টি ও চরিত্রকে নিয়ন্ত্রণে রাখে।

অতএব,কুরআনের আয়াতসমূহ থেকে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, বিবাহ ইসলামি জীবনের একটি অপরিহার্য অংশ। এটি আল্লাহর নিদর্শন, রহমত এবং নৈতিক পবিত্রতার মাধ্যম। ইসলাম বিবাহকে উৎসাহিত করেছে যাতে মানুষ হারাম থেকে বাঁচতে পারে, পরিবার গঠন করতে পারে এবং শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন করতে পারে।

বিবাহ শুধু সামাজিক সম্পর্ক নয়; বরং এটি আল্লাহর বিধান অনুযায়ী পরিচালিত একটি পবিত্র ইবাদতের অংশ, যা দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জীবনে কল্যাণ বয়ে আনে।

❖ তথ্যসূত্রঃ

১. পবিত্র কুরআন শরীফ
২. তাফসীর ইবনে কাসীর
৩. তাফসীর আল-জালালাইন
৪. আল-ওয়াজীয ফী ফিকহিস সুন্নাহ

অধ্যায় ৭

হাদিস শরীফের আলোকে বিবাহ

ইসলামে বিবাহের গুরুত্ব কেবল কুরআনের নির্দেশনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অসংখ্য হাদিসে বিবাহকে উৎসাহিত করা হয়েছে, সুন্নাহ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে এবং মানবজীবনের নৈতিক ও সামাজিক ভারসাম্য রক্ষার অন্যতম মাধ্যম হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।

হাদিসসমূহ থেকে স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, বিবাহ শুধু একটি সামাজিক চুক্তি নয়; বরং এটি একটি ইবাদত, একটি সুন্নাহ এবং একটি নৈতিক দায়িত্ব।

❖ বিবাহ চারিত্রিক পবিত্রতার মাধ্যম

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ

“হে যুবসমাজ! তোমাদের মধ্যে যারা বিবাহের সামর্থ্য রাখে, তারা যেন বিবাহ করে নেয়। কারণ এটি দৃষ্টি সংযত রাখে এবং লজ্জাস্থানকে হেফাজত করে। আর যে সক্ষম নয়, সে যেন রোজা রাখে, কারণ রোজা তার জন্য ঢালস্বরূপ।”

— সহীহ বুখারি ও সহীহ মুসলিম

এই হাদিসে বিবাহকে সরাসরি চারিত্রিক সংযম ও আত্মনিয়ন্ত্রণের মাধ্যম হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ বিবাহ মানুষকে হারাম থেকে রক্ষা করে এবং নৈতিকভাবে পরিশুদ্ধ রাখে।

❖ বিবাহ রাসূল ﷺ-এর সুন্নাহ

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ

“বিবাহ আমার সুন্নত। যে আমার সুন্নত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, সে আমার দলভুক্ত নয়।”

— সহীহ বুখারি

এই হাদিসে বিবাহকে সুন্নাহ হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। সুন্নাহ অনুসরণ করা একজন মুমিনের জন্য ইবাদতের অংশ, তাই বিবাহও ইবাদতের মর্যাদা লাভ করে।

❖ সবচেয়ে বরকতময় বিবাহ

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ

“সবচেয়ে বরকতময় বিবাহ হলো সেই বিবাহ, যা সবচেয়ে সহজভাবে সম্পন্ন হয়।”

— সুনান ইবনে মাজাহ

এই হাদিসে ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি স্পষ্ট হয়—বিবাহকে সহজ করা, জটিল না করা। অর্থনৈতিক জাঁকজমক বা সামাজিক প্রদর্শন নয়; বরং সহজতা ও তাকওয়া হলো বরকতের মূল কারণ।

❖ উত্তম মানুষ কে?

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ

“তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম, যে তার পরিবারের কাছে উত্তম আচরণ করে।”

— জামে তিরমিজি

এই হাদিস পরিবার ব্যবস্থায় নৈতিক চরিত্রের গুরুত্ব তুলে ধরে। একজন মানুষের প্রকৃত চরিত্র তার পরিবারে আচরণের মাধ্যমেই সবচেয়ে ভালোভাবে প্রকাশ পায়।

❖ দায়িত্ব সম্পর্কে জবাবদিহিতা

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ

“তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেককে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।”

— সহীহ বুখারি ও সহীহ মুসলিম

এই হাদিস পরিবার ব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপন করে। স্বামী, স্ত্রী, পিতা-মাতা ও সন্তান—সবাই নিজ নিজ দায়িত্বের জন্য আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করবে।

❖ বিবাহ ও দোয়ার গুরুত্ব

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ

“তোমাদের মধ্যে উত্তম সেই ব্যক্তি, যে তার স্ত্রীর জন্য উত্তম এবং আমি আমার স্ত্রীদের জন্য তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম।”

— জামে তিরমিজি

এই হাদিস দাম্পত্য জীবনে দয়া, ভালোবাসা ও সহমর্মিতার গুরুত্ব তুলে ধরে।

হাদিসসমূহ থেকে প্রমাণিত হয় যে, বিবাহ ইসলামি জীবনব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এটি কেবল একটি সামাজিক সম্পর্ক নয়; বরং এটি চারিত্রিক পবিত্রতা, দায়িত্ববোধ, সুন্নাহ অনুসরণ এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যম।

যে সমাজে বিবাহ সহজ, পবিত্র এবং সুন্নাহ অনুযায়ী পরিচালিত হয়, সে সমাজে নৈতিকতা, শান্তি ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠিত হয়।

❖ তথ্যসূত্রঃ

১. সহীহ আল-বুখারি
২. সহীহ মুসলিম
৩. সুনান ইবনে মাজাহ
৪. জামে আত-তিরমিজি
৫. রিয়াদুস সালেহিন (ইমাম নববী)
৬. ফিকহুস সুন্নাহ (সাইয়্যিদ সাবিক)

অধ্যায় ৮

বিবাহের বহুমুখী উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব

বিবাহ ইসলামে একটি বহুমুখী উদ্দেশ্যপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। এটি শুধু ব্যক্তিগত চাহিদা পূরণের মাধ্যম নয়; বরং ধর্মীয়, সামাজিক, নৈতিক, মানসিক এবং প্রজন্মগত—সব দিক থেকেই একটি পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা। ইসলাম বিবাহকে এমন একটি কাঠামো দিয়েছে, যার মাধ্যমে ব্যক্তি, পরিবার এবং সমাজ—তিনটিই ভারসাম্যপূর্ণ ও স্থিতিশীল থাকে।

❖ চারিত্রিক পবিত্রতা ও আত্মসংযম

বিবাহের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হলো মানুষের চরিত্রকে পবিত্র রাখা এবং হারাম সম্পর্ক থেকে দূরে রাখা। ইসলাম মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকে অস্বীকার করে না; বরং তাকে বৈধ ও নিয়ন্ত্রিত পথে পরিচালিত করে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ
“হে যুবসমাজ! তোমাদের মধ্যে যারা বিবাহের সামর্থ্য রাখে, তারা যেন বিবাহ করে নেয়। কারণ এটি দৃষ্টি সংযত রাখে এবং লজ্জাস্থানকে হেফাজত করে।”

— সহীহ বুখারি ও সহীহ মুসলিম

এই হাদিস থেকে বোঝা যায় যে, বিবাহ মানুষের আত্মসংযম ও নৈতিক নিরাপত্তার একটি শক্তিশালী মাধ্যম।

❖ মানসিক প্রশান্তি ও স্থিতিশীলতা

বিবাহ মানুষের জীবনে মানসিক শান্তি ও আবেগীয় ভারসাম্য সৃষ্টি করে। একাকীত্ব, হতাশা এবং মানসিক অস্থিরতা দূর করে পরিবারে স্বস্তি ও ভালোবাসার পরিবেশ তৈরি করে।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেনঃ
“তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকেই সঙ্গিনী সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে প্রশান্তি পাও।”

— সূরা আর-রূম : ২১

❖ মানব বংশধারা সংরক্ষণ

বিবাহের মাধ্যমে মানবজাতির বৈধ বংশধারা সংরক্ষিত হয়। এটি সমাজকে শৃঙ্খলিত রাখে এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে পরিচিতি ও অধিকার প্রদান করে।

❖ সামাজিক শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা

বিবাহ সমাজকে অনৈতিকতা, ব্যভিচার ও বিশৃঙ্খলা থেকে রক্ষা করে। এটি একটি সুস্থ পরিবার গঠনের মাধ্যমে সমাজকে স্থিতিশীল করে তোলে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ
“বিবাহ আমার সুন্নত। যে আমার সুন্নত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, সে আমার দলভুক্ত নয়।”

— সহীহ বুখারি

❖ দায়িত্ববোধ ও নেতৃত্ব গঠন

বিবাহ মানুষকে দায়িত্বশীল করে তোলে। স্বামী-স্ত্রী উভয়েই নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করে পরিবার পরিচালনায় অংশ নেয়। এটি নেতৃত্ব, ধৈর্য এবং সহনশীলতা বৃদ্ধি করে।

❖ ধর্মীয় জীবনকে শক্তিশালী করা

বিবাহ মানুষকে আল্লাহর পথে স্থিতিশীল থাকতে সাহায্য করে। পরিবারে ইসলামী শিক্ষা, ইবাদত এবং নৈতিকতা চর্চার পরিবেশ তৈরি হয়।

❖ আধুনিক সমাজে বিবাহের গুরুত্ব

বর্তমান সমাজে অবৈধ সম্পর্ক, মানসিক অস্থিরতা এবং পারিবারিক ভাঙন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে বিবাহকে সহজ, দ্রুত এবং সুন্নাহ অনুযায়ী করা অত্যন্ত জরুরি।

বিবাহ ইসলামে একটি বহুমাত্রিক ব্যবস্থা, যা ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজের ভারসাম্য রক্ষা করে। এটি কেবল শারীরিক বা সামাজিক প্রয়োজন নয়; বরং একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা, যা মানুষকে নৈতিকতা, দায়িত্ববোধ এবং আখিরাতমুখী জীবনের দিকে পরিচালিত করে।

❖ তথ্যসূত্রঃ

১. পবিত্র কুরআন শরীফ
২. সহীহ আল-বুখারি ও মুসলিম
৩. রিয়াদুস সালেহিন
৪. ফিকহুস সুন্নাহ (সাইয়্যিদ সাবিক)
৫. ইসলামী পারিবারিক জীবন (ড. ইউসুফ কারযাভী)

অধ্যায় ৯

স্বামীর দায়িত্ব ও কর্তব্য

ইসলামে পরিবার ব্যবস্থার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হলো স্বামীর দায়িত্ব ও কর্তব্য। একটি পরিবার কেবল ভালোবাসা দিয়ে টিকে থাকে না; বরং দায়িত্ব, ন্যায়বিচার, নেতৃত্ব, ধৈর্য এবং আল্লাহভীতির মাধ্যমে টিকে থাকে। ইসলাম স্বামীকে পরিবারের অভিভাবক হিসেবে দায়িত্ব দিয়েছে, তবে এই দায়িত্ব কোনো স্বৈরাচার নয়; বরং এটি একটি আমানত এবং জবাবদিহিমূলক দায়িত্ব।

❖ কুরআনের আলোকে স্বামীর দায়িত্ব

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ

বাংলা অনুবাদঃ
"পুরুষরা নারীদের উপর দায়িত্বশীল ও অভিভাবক।"

— সূরা আন-নিসা : ৩৪

এই আয়াত থেকে বোঝা যায় যে, স্বামীকে পরিবার পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তবে এই দায়িত্বের মূল উদ্দেশ্য হলো রক্ষা, ভরণপোষণ, ন্যায়বিচার এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করা—কখনোই অন্যায় বা নির্যাতন নয়।

❖ ভরণপোষণের দায়িত্ব (নাফাকাহ)

স্বামীর অন্যতম প্রধান দায়িত্ব হলো স্ত্রীর ভরণপোষণ নিশ্চিত করা। এটি শুধু অর্থনৈতিক দায়িত্ব নয়; বরং একটি ইবাদত এবং নৈতিক দায়িত্ব।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ
“তোমাদের স্ত্রীর উপর তোমাদের অধিকার আছে এবং তোমাদের উপর তাদের অধিকার আছে।”

— সহীহ মুসলিম

এই হাদিস থেকে বোঝা যায় যে, পারিবারিক সম্পর্ক পারস্পরিক অধিকার ও দায়িত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত।

❖ ভালো ব্যবহার ও সদাচরণ

স্বামীর দায়িত্ব শুধু অর্থ প্রদান নয়; বরং স্ত্রীর সাথে সুন্দর আচরণ করা, সম্মান দেওয়া এবং ভালোবাসা প্রদর্শন করা।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ
“তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম, যে তার পরিবারের কাছে উত্তম আচরণ করে।”

— জামে তিরমিজি

এই হাদিস প্রমাণ করে যে, একজন স্বামীর প্রকৃত মর্যাদা তার পরিবারের সাথে আচরণের মাধ্যমেই নির্ধারিত হয়।

❖ নেতৃত্ব ও দিকনির্দেশনা

স্বামী পরিবারের নেতৃত্ব প্রদান করে, তবে এই নেতৃত্ব হতে হবে দয়া, ন্যায় ও পরামর্শভিত্তিক। পরিবারে ইসলামি পরিবেশ তৈরি করা, সন্তানদের দ্বীনি শিক্ষা দেওয়া এবং আল্লাহর পথে পরিচালনা করা স্বামীর অন্যতম দায়িত্ব।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেনঃ

“তোমরা নিজেদের এবং তোমাদের পরিবারকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করো।”

— সূরা আত-তাহরীম : ৬

এই আয়াত স্বামীর উপর পরিবারের দ্বীনি দায়িত্ব স্পষ্টভাবে আরোপ করে।

❖ ধৈর্য ও সহনশীলতা

পারিবারিক জীবনে সমস্যা, মতভেদ ও পরীক্ষার সম্মুখীন হওয়া স্বাভাবিক। একজন স্বামীর দায়িত্ব হলো ধৈর্য ধারণ করা, রাগ নিয়ন্ত্রণ করা এবং শান্তিপূর্ণ সমাধান খুঁজে বের করা।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ
“শক্তিশালী সেই ব্যক্তি নয় যে কুস্তিতে জিতে, বরং শক্তিশালী সেই ব্যক্তি যে রাগের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।”

— সহীহ বুখারি ও মুসলিম

❖ স্ত্রীর সম্মান ও অধিকার রক্ষা

ইসলামে স্ত্রীকে অপমান বা অবহেলা করার কোনো সুযোগ নেই। স্বামীর দায়িত্ব হলো স্ত্রীর মানসিক, শারীরিক ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

❖ বাস্তব সমাজের সমস্যা

বর্তমান সমাজে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়—
- দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়া
- রাগ ও সহিংসতা বৃদ্ধি
- অর্থনৈতিক অবহেলা

- পারিবারিক যোগাযোগের অভাব

এর ফলে পরিবারে অশান্তি ও বিচ্ছেদ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

❖ ইসলামিক সমাধান

ইসলাম শিক্ষা দেয়—
- দায়িত্বশীল নেতৃত্ব
- পরামর্শ ভিত্তিক সিদ্ধান্ত
- ধৈর্য ও ক্ষমা
- স্ত্রীকে সম্মান করা
- পরিবারকে দ্বীনের পথে রাখা

এই নীতিগুলো অনুসরণ করলে পরিবার শান্তিপূর্ণ ও স্থিতিশীল হয়।

স্বামীর দায়িত্ব ও কর্তব্য ইসলামি পরিবার ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এটি শুধু ক্ষমতা নয়; বরং একটি আমানত, যা আল্লাহর কাছে জবাবদিহির বিষয়। একজন আদর্শ স্বামী সেই ব্যক্তি, যে তার পরিবারের জন্য দয়া, ন্যায়, ভালোবাসা ও দ্বীনি নেতৃত্ব নিশ্চিত করে।

যখন স্বামী তার দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করে, তখন একটি পরিবার শুধু সামাজিক ইউনিট থাকে না; বরং তা হয়ে ওঠে একটি শান্তিময়, নৈতিক ও ইসলামিক প্রতিষ্ঠান।

❖ তথ্যসূত্রঃ

১. পবিত্র কুরআন শরীফ
২. সহীহ আল-বুখারি ও সহীহ মুসলিম
৩. জামে আত-তিরমিজি
৪. রিয়াদুস সালেহিন
৫. ফিকহুস সুন্নাহ (সাইয়্যিদ সাবিক)
৬. ইসলামী পারিবারিক জীবন – ড. ইউসুফ কারযাভী

অধ্যায় ১০

আর্থিক দায়িত্ব : ভরণপোষণ (নাফাকাহ)

ইসলামি পরিবার ব্যবস্থায় আর্থিক দায়িত্ব বা ভরণপোষণ (নাফাকাহ) একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। একটি পরিবার কেবল ভালোবাসা, আবেগ বা সম্পর্কের উপর টিকে থাকে না; বরং তার পেছনে থাকে দায়িত্বশীল অর্থনৈতিক কাঠামো। ইসলাম এই কাঠামোকে সুস্পষ্টভাবে নির্ধারণ করে দিয়েছে, যাতে পরিবারে কোনো ধরনের অবহেলা, অশান্তি বা অনিশ্চয়তা সৃষ্টি না হয়।

স্বামীর উপর স্ত্রীর ভরণপোষণের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে মূলত ন্যায়, নিরাপত্তা এবং পারিবারিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করার জন্য। তবে এটি কেবল অর্থ দেওয়া নয়; বরং এটি একটি ইবাদত, আমানত এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত দায়িত্ব।

❖ কুরআনের আলোকে ভরণপোষণ

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

বাংলা অনুবাদঃ
"আর সন্তানের পিতার উপর দায়িত্ব হলো তাদের (স্ত্রীর ও সন্তানের) ভরণপোষণ ও পোশাক-পরিচ্ছদ ন্যায়সঙ্গতভাবে প্রদান করা।"

— সূরা আল-বাকারা : ২৩৩

এই আয়াত স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, পরিবারে অর্থনৈতিক দায়িত্ব একটি নির্ধারিত বিধান, যা স্বামীর উপর অর্পিত।

❖ হাদিসের আলোকে ভরণপোষণ

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ
“তোমাদের স্ত্রীর উপর তোমাদের অধিকার আছে এবং তোমাদের উপর তাদের অধিকার আছে।”

— সহীহ মুসলিম

আরেকটি হাদিসে এসেছে—

“মানুষের জন্য সবচেয়ে উত্তম দান হলো, সে তার পরিবারের জন্য যা ব্যয় করে।”

— সহীহ মুসলিম

এই হাদিস থেকে বোঝা যায় যে, পরিবারের জন্য ব্যয় করা শুধু দায়িত্ব নয়; বরং এটি একটি বড় সওয়াবের কাজ।

❖ ভরণপোষণের পরিধি

ইসলামে ভরণপোষণ শুধু খাবার বা অর্থের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এর অন্তর্ভুক্ত হলো—

- খাবার ও পানীয়
- পোশাক
- বাসস্থান
- চিকিৎসা
- মৌলিক জীবনযাত্রার প্রয়োজন

এই সকল চাহিদা পূরণ করা স্বামীর দায়িত্ব।

❖ ন্যায় ও সামর্থ্য অনুযায়ী ব্যয়

ইসলাম ভরণপোষণে ভারসাম্য রক্ষা করার নির্দেশ দিয়েছে। অর্থাৎ কারও উপর অতিরিক্ত চাপ দেওয়া যাবে না, আবার অবহেলাও করা যাবে না।

لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ

বাংলা অনুবাদঃ
“যার সামর্থ্য আছে সে তার সামর্থ্য অনুযায়ী ব্যয় করবে।”

— সূরা আত-তালাক : ৭

❖ আধুনিক সমাজের সমস্যা

বর্তমান সমাজে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়—
- আর্থিক দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়া
- পরিবারের জন্য পর্যাপ্ত ব্যয় না করা
- অপ্রয়োজনীয় খরচে বেশি মনোযোগ দেওয়া
- স্ত্রী ও সন্তানের মৌলিক চাহিদা উপেক্ষা করা

এর ফলে পরিবারে মানসিক চাপ, অশান্তি ও বিচ্ছেদ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

❖ ইসলামিক সমাধান

ইসলাম শিক্ষা দেয়—
- দায়িত্বশীল ব্যয়নীতি
- অপ্রয়োজনীয় অপচয় থেকে বিরত থাকা
- পরিবারের মৌলিক চাহিদাকে অগ্রাধিকার দেওয়া
- হালাল উপার্জনের গুরুত্ব দেওয়া

- সঞ্চয় ও পরিকল্পিত জীবনযাপন

ভরণপোষণ ইসলামি পরিবার ব্যবস্থার একটি মৌলিক স্তম্ভ। এটি শুধু অর্থনৈতিক দায়িত্ব নয়; বরং এটি একটি ইবাদত এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত আমানত। একজন স্বামী যখন ন্যায়সঙ্গতভাবে তার পরিবারের জন্য ব্যয় করে, তখন তা তার জন্য সওয়াবের মাধ্যম হয় এবং পরিবারে শান্তি ও স্থিতিশীলতা সৃষ্টি করে।

অতএব, ভরণপোষণ সঠিকভাবে পালন করা একটি আদর্শ ইসলামি পরিবারের অপরিহার্য অংশ।

❖ তথ্যসূত্রঃ

১. পবিত্র কুরআন শরীফ
২. সহীহ মুসলিম
৩. সহীহ আল-বুখারি
৪. রিয়াদুস সালেহিন
৫. ফিকহুস সুন্নাহ (সাইয়্যিদ সাবিক)
৬. ইসলামী পারিবারিক জীবন – ড. ইউসুফ কারযাভী

অধ্যায় ১১

ভালো ব্যবহার : কোমলতা ও সম্মান

ইসলামি পরিবার ব্যবস্থার অন্যতম মৌলিক ভিত্তি হলো ভালো ব্যবহার, কোমলতা এবং পারস্পরিক সম্মান। একটি পরিবার তখনই শান্তিপূর্ণ ও স্থিতিশীল হয়, যখন তার প্রতিটি সদস্য একে অপরের সাথে দয়া, সহমর্মিতা, সম্মান ও সৌহার্দ্যপূর্ণ আচরণ করে। ইসলাম কেবল দায়িত্ব পালনের নির্দেশ দেয়নি; বরং দায়িত্ব পালনের পদ্ধতিও শিখিয়েছে—আর সেই পদ্ধতির মূল হলো সুন্দর আচরণ।

ভালো ব্যবহার কেবল বাহ্যিক শিষ্টাচার নয়; বরং এটি অন্তরের কোমলতা, হৃদয়ের দয়া এবং আচরণের সৌন্দর্যের সমন্বয়। একটি পরিবারে যখন ভালো ব্যবহার অনুপস্থিত হয়, তখন ছোট ছোট বিষয়ও বড় ঝগড়া ও বিচ্ছেদের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

❖ কুরআনের আলোকে ভালো ব্যবহার

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

বাংলা অনুবাদঃ
"তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের সাথে সদাচরণ করো।"

— সূরা আন-নিসা : ১৯

এই আয়াত ইসলামি পরিবারে সদাচরণের মৌলিক নীতি প্রতিষ্ঠা করে। এখানে "মা'রূফ" শব্দের অর্থ হলো—ন্যায়সঙ্গত, সুন্দর, গ্রহণযোগ্য এবং সম্মানজনক আচরণ।

❖ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পারিবারিক আচরণ

রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন পরিবারের প্রতি সর্বোত্তম আচরণের আদর্শ। তিনি কখনোই পরিবারের সদস্যদের সাথে কঠোরতা, অবহেলা বা অপমানজনক আচরণ করেননি; বরং দয়া, হাসিমুখ এবং সহমর্মিতার মাধ্যমে পরিবার পরিচালনা করেছেন।

তিনি বলেছেনঃ
“তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম, যে তার পরিবারের কাছে উত্তম।”

— সহীহ তিরমিজি

এই হাদিস প্রমাণ করে যে, প্রকৃত চরিত্র সমাজে নয়; বরং পরিবারে আচরণের মাধ্যমেই সবচেয়ে বেশি প্রকাশ পায়।

❖ কোমলতার গুরুত্ব

ইসলামে কোমলতা (রিফক) একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ গুণ। কোমলতা মানুষের সম্পর্ককে দৃঢ় করে এবং ঘৃণা ও দূরত্ব দূর করে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ
“যে ব্যক্তি কোমলতা থেকে বঞ্চিত, সে কল্যাণ থেকেও বঞ্চিত।”

— সহীহ মুসলিম

এই হাদিস থেকে বোঝা যায় যে, কঠোরতা নয়; বরং কোমলতাই পারিবারিক সুখের মূল চাবিকাঠি।

❖ পারস্পরিক সম্মানের গুরুত্ব

একটি পরিবারে স্বামী-স্ত্রী, পিতা-মাতা ও সন্তানদের মধ্যে সম্মান থাকাটা অত্যন্ত জরুরি। সম্মান ছাড়া ভালোবাসা দীর্ঘস্থায়ী হয় না।

স্বামী যদি স্ত্রীকে সম্মান না করে, স্ত্রী যদি স্বামীকে মর্যাদা না দেয়, সন্তান যদি পিতামাতাকে শ্রদ্ধা না করে—তাহলে পরিবার ভেঙে পড়ে।

❖ আধুনিক সমাজের সমস্যা

বর্তমান সমাজে অনেক পরিবারে দেখা যায়—
- অশালীন ভাষা ব্যবহার
- পারস্পরিক অবজ্ঞা
- রাগ ও সহিংসতা
- মানসিক নির্যাতন
- অবহেলা ও উদাসীনতা

এই সমস্যাগুলো মূলত ভালো ব্যবহারের অভাব থেকেই সৃষ্টি হয়।

❖ ইসলামিক সমাধান

ইসলাম শিক্ষা দেয়—
- সুন্দর কথা বলা
- রাগ নিয়ন্ত্রণ করা
- ক্ষমাশীল হওয়া
- সম্মান বজায় রাখা
- ধৈর্য ধারণ করা
- একে অপরের ভুল ক্ষমা করা

সুতরং ভালো ব্যবহার ও কোমলতা একটি ইসলামি পরিবারের প্রাণ। এটি ছাড়া কোনো পরিবার স্থায়ীভাবে শান্তিপূর্ণ হতে পারে না। ইসলাম কেবল আইন বা নিয়ম দেয়নি; বরং হৃদয়বান, কোমল এবং সম্মানপূর্ণ একটি জীবনব্যবস্থার শিক্ষা দিয়েছে।

যে পরিবারে ভালো ব্যবহার আছে, সেই পরিবারে আল্লাহর রহমত নাযিল হয় এবং সেখানে শান্তি, ভালোবাসা ও স্থিতিশীলতা স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

❖ তথ্যসূত্রঃ

১. পবিত্র কুরআন শরীফ
২. সহীহ আল-বুখারি ও মুসলিম
৩. জামে আত-তিরমিজি
৪. রিয়াদুস সালেহিন (ইমাম নববী)
৫. ফিকহুস সুন্নাহ

অধ্যায় ১২

স্ত্রীর অধিকার রক্ষা : মানসিক ও শারীরিক নিরাপত্তা

ইসলামে পরিবার ব্যবস্থা ন্যায়, দয়া এবং ভারসাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। এখানে যেমন স্বামীর দায়িত্ব রয়েছে, তেমনি স্ত্রীরও অধিকার রয়েছে, যা রক্ষা করা স্বামীর জন্য বাধ্যতামূলক। ইসলাম নারীকে সম্মান, মর্যাদা এবং পূর্ণ নিরাপত্তা প্রদান করেছে—যা মানব ইতিহাসে একটি বিপ্লবের সমান।

স্ত্রীর অধিকার শুধু অর্থনৈতিক নয়; বরং এটি মানসিক, শারীরিক, সামাজিক এবং আধ্যাত্মিক নিরাপত্তার সমষ্টি। একজন স্বামী যদি তার স্ত্রীর অধিকার সঠিকভাবে রক্ষা করে, তাহলে পরিবারে শান্তি, ভালোবাসা এবং স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠিত হয়।

❖ কুরআনের আলোকে স্ত্রীর অধিকার

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

বাংলা অনুবাদঃ
"তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের সাথে সুন্দর ও ন্যায়সঙ্গতভাবে জীবনযাপন করো।"

— সূরা আন-নিসা : ১৯

এই আয়াত স্ত্রীর অধিকার রক্ষার মৌলিক ভিত্তি স্থাপন করে। এখানে "মা'রূফ" বলতে বোঝানো হয়েছে—ন্যায়, ভালোবাসা, সম্মান, নিরাপত্তা এবং সদাচরণ।

❖ স্ত্রীর মানসিক অধিকার

ইসলামে স্ত্রীর মানসিক নিরাপত্তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একজন স্ত্রী যেন পরিবারে সম্মান, ভালোবাসা এবং নিরাপত্তা অনুভব করে—এটি স্বামীর দায়িত্ব।
রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ
“তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম, যে তার পরিবারের কাছে উত্তম আচরণ করে।”

— সহীহ তিরমিজি

মানসিক নির্যাতন, অপমান, অবহেলা বা অবমূল্যায়ন ইসলাম সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করেছে।

❖ স্ত্রীর শারীরিক নিরাপত্তা

ইসলামে স্ত্রীকে কোনোভাবেই শারীরিক ক্ষতি করা বৈধ নয়। শরীর ও আত্মার নিরাপত্তা রক্ষা করা স্বামীর দায়িত্ব।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বিদায় হজে বলেছেনঃ
“তোমরা নারীদের বিষয়ে আল্লাহকে ভয় করো।”

— সহীহ মুসলিম

এই নির্দেশনা স্ত্রীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য একটি চূড়ান্ত নির্দেশ।

❖ স্ত্রীর অর্থনৈতিক অধিকার

স্ত্রীর ভরণপোষণ (খাবার, পোশাক, বাসস্থান) স্বামীর দায়িত্ব।

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ

বাংলা অনুবাদঃ

“পিতার দায়িত্ব হলো স্ত্রী ও সন্তানের ভরণপোষণ ও পোশাকের ব্যবস্থা করা।”

— সূরা আল-বাকারা : ২৩৩

❖ সম্মান ও সামাজিক মর্যাদা

স্ত্রীকে কখনো ছোট করে দেখা, অপমান করা বা অবমূল্যায়ন করা ইসলামে নিষিদ্ধ। স্ত্রী একজন পূর্ণাঙ্গ মানবসত্তা এবং সমাজের গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

❖ রাসূল ﷺ-এর আদর্শ আচরণ

রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন পরিবারের প্রতি সবচেয়ে দয়ালু। তিনি স্ত্রীদের সাথে হাসিমুখে কথা বলতেন, তাদের মতামত শুনতেন এবং কখনো কঠোর আচরণ করতেন না।

❖ আধুনিক সমাজের সমস্যা

বর্তমান সমাজে স্ত্রীর অধিকার লঙ্ঘনের কিছু বাস্তব সমস্যা দেখা যায়—
- মানসিক নির্যাতন
- অর্থনৈতিক অবহেলা
- অশালীন আচরণ
- যোগাযোগের অভাব
- প্রযুক্তির অপব্যবহার

❖ ইসলামিক সমাধান

ইসলাম শিক্ষা দেয়—
- দয়া ও ভালোবাসা
- পরামর্শ ভিত্তিক সম্পর্ক
- ন্যায়বিচার

- ধৈর্য ও সহনশীলতা
- স্ত্রীর মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া

স্ত্রীর অধিকার রক্ষা করা কেবল সামাজিক দায়িত্ব নয়; বরং এটি একটি ইবাদত। একজন স্বামী যখন তার স্ত্রীর অধিকার রক্ষা করে, তখন সে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করে এবং একটি শান্তিপূর্ণ পরিবার গড়ে তোলে।

❖ তথ্যসূত্রঃ

১. পবিত্র কুরআন শরীফ
২. সহীহ আল-বুখারি ও সহীহ মুসলিম
৩. জামে আত-তিরমিজি
৪. রিয়াদুস সালেহিন
৫. ফিকহুস সুন্নাহ
৬. ইসলামী পারিবারিক জীবন – ড. ইউসুফ কারযাভী

অধ্যায় ১৩

স্ত্রীর দায়িত্ব ও কর্তব্য

ইসলামে যেমন স্বামীর দায়িত্ব নির্ধারিত আছে, তেমনি স্ত্রীরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। একটি পরিবার তখনই সুন্দরভাবে পরিচালিত হয়, যখন স্বামী ও স্ত্রী উভয়েই নিজ নিজ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করে। ইসলাম এই সম্পর্ককে অধিকার ও দায়িত্বের ভারসাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত করেছে।

স্ত্রীর দায়িত্ব মানে কেবল ঘরের কাজ করা নয়; বরং এটি একটি নৈতিক, সামাজিক এবং আধ্যাত্মিক দায়িত্ব, যা পরিবারের শান্তি, স্থিতিশীলতা এবং দ্বীনি পরিবেশ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

❖ কুরআনের আলোকে স্ত্রীর দায়িত্ব

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

বাংলা অনুবাদঃ
"সৎ নারীরা অনুগত হয় এবং আল্লাহ যা রক্ষা করেছেন তা তারা গোপনে সংরক্ষণ করে।"

— সূরা আন-নিসা : ৩৪

এই আয়াত স্ত্রীর প্রধান দায়িত্বগুলো স্পষ্ট করে—অনুগত থাকা, পরিবার রক্ষা করা এবং স্বামীর অনুপস্থিতিতে পরিবারের সম্মান ও সম্পদ হেফাজত করা।

❖ স্বামীর আনুগত্য (শরীয়তের সীমার মধ্যে)

ইসলামে স্ত্রীর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হলো স্বামীর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করা—তবে এটি কেবল শরীয়তের সীমার মধ্যে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ
"যদি আমি কাউকে অন্য কাউকে সিজদা করতে বলতাম, তবে স্ত্রীকে তার স্বামীকে সিজদা করতে বলতাম।"

— জামে তিরমিজি

এই হাদিস থেকে বোঝা যায় যে, দাম্পত্য সম্পর্কের মধ্যে আনুগত্য ও সম্মানের গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি।

❖ ঘর পরিচালনায় দায়িত্ব

স্ত্রী পরিবারের ঘরোয়া পরিবেশকে সুন্দর ও শান্তিপূর্ণ রাখার দায়িত্ব পালন করে। এটি শুধু রান্না বা ঘর গোছানো নয়; বরং একটি মানসিক ও আবেগীয় পরিবেশ তৈরি করা।

একটি শান্তিপূর্ণ ঘর মানে—
- ভালোবাসাপূর্ণ পরিবেশ
- শৃঙ্খলা বজায় রাখা
- সন্তানদের সঠিক পরিবেশ দেওয়া
- দ্বীনি শিক্ষা নিশ্চিত করা

❖ সন্তান প্রতিপালন ও শিক্ষা

ইসলামে সন্তান প্রতিপালন একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। মা হলেন সন্তানের প্রথম শিক্ষক।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ
“প্রত্যেক শিশু ফিতরাতের উপর জন্মগ্রহণ করে।”

— সহীহ মুসলিম

মায়ের আচরণ, কথা ও পরিবেশ সন্তানের চরিত্র গঠনে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রাখে।

❖ স্বামীর সম্পদ ও গোপনীয়তা রক্ষা

স্ত্রীর দায়িত্ব হলো স্বামীর সম্পদ, সম্মান ও গোপন বিষয় রক্ষা করা। এটি একটি আমানত।

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْ

বাংলা অনুবাদঃ
“সৎ নারীরা গোপনে স্বামীর অধিকার ও সম্পদ সংরক্ষণ করে।”

— সূরা আন-নিসা : ৩৪

❖ পারিবারিক শান্তি রক্ষায় ভূমিকা

একজন স্ত্রী পরিবারে শান্তির কেন্দ্রবিন্দু। তার ধৈর্য, ভালোবাসা এবং কোমল আচরণ পরিবারকে স্থিতিশীল রাখে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ
“দুনিয়া হলো একটি উপভোগের বস্তু, আর এর শ্রেষ্ঠ সম্পদ হলো সৎ স্ত্রী।”

— সহীহ মুসলিম

❖ বাস্তব সমাজের সমস্যা

বর্তমান সমাজে স্ত্রীর দায়িত্ব পালনে কিছু সমস্যা দেখা যায়—
- পারিবারিক অস্থিরতা
- ধৈর্যের অভাব
- অতিরিক্ত স্বাধীনতার ভুল ব্যবহার
- সোশ্যাল মিডিয়ার অতিরিক্ত প্রভাব
- দ্বীনি শিক্ষার অভাব

❖ ইসলামিক সমাধান

ইসলাম শিক্ষা দেয়—
- ধৈর্য ও সহনশীলতা
- পরামর্শ ভিত্তিক সম্পর্ক
- দায়িত্ববোধ
- দ্বীনি শিক্ষা অর্জন
- পারিবারিক সম্মান বজায় রাখা

❖ আধুনিক প্রেক্ষাপট

আজকের যুগে নারী শিক্ষিত, কর্মজীবী এবং স্বাধীন। ইসলাম নারীর এই মর্যাদাকে স্বীকৃতি দেয়, তবে একই সাথে পরিবার রক্ষার দায়িত্বও স্মরণ করিয়ে দেয়। ইসলাম ভারসাম্যপূর্ণ জীবনযাপনকে উৎসাহিত করে।

স্ত্রীর দায়িত্ব ও কর্তব্য ইসলামি পরিবার ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এটি কেবল ঘরের কাজ নয়; বরং এটি একটি পূর্ণাঙ্গ দায়িত্ব, যা পরিবারকে শান্তি, শৃঙ্খলা এবং দ্বীনি পরিবেশে গড়ে তোলে।

একজন আদর্শ স্ত্রী সেই, যে স্বামীর সাথে সহযোগিতা করে, সন্তানদের সঠিকভাবে গড়ে তোলে এবং পরিবারকে আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে পরিচালিত করে।

❖ তথ্যসূত্রঃ

১. পবিত্র কুরআন শরীফ
২. সহীহ আল-বুখারি ও মুসলিম
৩. জামে আত-তিরমিজি
৪. রিয়াদুস সালেহিন
৫. ফিকহুস সুন্নাহ
৬. ইসলামী পারিবারিক জীবন – ড. ইউসুফ কারযাভী

অধ্যায় ১৪

স্বামীর আনুগত্য : শরীয়তের সীমার মধ্যে

ইসলামে দাম্পত্য সম্পর্ক একটি ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থা। এখানে যেমন স্বামীর উপর দায়িত্ব রয়েছে, তেমনি স্ত্রীর উপরও কিছু দায়িত্ব রয়েছে। এই দায়িত্বগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো স্বামীর প্রতি আনুগত্য—তবে এটি অন্ধ আনুগত্য নয়, বরং শরীয়তের সীমার মধ্যে ন্যায়সঙ্গত ও দায়িত্বশীল আনুগত্য।

ইসলাম কখনোই এমন আনুগত্যকে অনুমোদন দেয় না, যা আল্লাহর অবাধ্যতার দিকে নিয়ে যায়। বরং এখানে আনুগত্য মানে হলো পারিবারিক শৃঙ্খলা, সম্মান এবং দায়িত্ববোধ বজায় রাখা।

❖ কুরআনের আলোকে আনুগত্য

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ

বাংলা অনুবাদঃ
"সৎ নারীরা অনুগত হয় এবং গোপনে (স্বামীর অনুপস্থিতিতে) তার অধিকার ও সম্পদ রক্ষা করে।"

— সূরা আন-নিসা : ৩৪

এই আয়াতে "কানিতাত" শব্দটি আনুগত্য ও শৃঙ্খলার প্রতীক। তবে এই আনুগত্য কখনোই আল্লাহর বিধানের বিপরীতে নয়।

❖ হাদিসের আলোকে আনুগত্য

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ
“যদি আমি কাউকে কাউকে সিজদা করতে বলতাম, তবে স্ত্রীকে তার স্বামীকে সিজদা করতে বলতাম।”

— জামে তিরমিজি

এই হাদিস আনুগত্যের গুরুত্ব বোঝায়, তবে ইসলামি স্কলারদের মতে এটি সম্মান ও মর্যাদার প্রতীক, ইবাদত নয়।

❖ আনুগত্যের সীমা

ইসলামে একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি হলো—

“আল্লাহর অবাধ্যতায় কোনো মাখলুকের আনুগত্য নেই।”

অর্থাৎ—
- যদি স্বামী আল্লাহর নির্দেশের বিপরীত কিছু আদেশ করে
- যদি কোনো হারাম কাজে বাধ্য করে
তাহলে সেখানে স্ত্রীর আনুগত্য বাধ্যতামূলক নয়।

❖ পারিবারিক শৃঙ্খলা বজায় রাখা

আনুগত্যের মূল উদ্দেশ্য হলো পরিবারে শৃঙ্খলা তৈরি করা। একটি পরিবারে যদি নেতৃত্ব না থাকে, তাহলে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। ইসলাম এই নেতৃত্ব স্বামীকে দিয়েছে, তবে এটি দায়িত্বের ভিত্তিতে, ক্ষমতার ভিত্তিতে নয়।

❖ ভালোবাসার ভিত্তিতে আনুগত্য

ইসলামে আনুগত্য ভয় বা চাপের কারণে নয়; বরং ভালোবাসা, সম্মান এবং বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। যখন স্ত্রী স্বামীর প্রতি ভালোবাসা অনুভব করে, তখন আনুগত্য স্বাভাবিকভাবে তৈরি হয়।

❖ আধুনিক সমাজের সমস্যা

বর্তমান সমাজে কিছু বাস্তব সমস্যা দেখা যায়—
- পারস্পরিক শ্রদ্ধার অভাব
- ভুল স্বাধীনতার ধারণা
- যোগাযোগের অভাব
- সন্দেহ ও অবিশ্বাস
- সোশ্যাল মিডিয়ার প্রভাব

এই সমস্যাগুলো আনুগত্য ও পারিবারিক স্থিতিশীলতা নষ্ট করছে।

❖ ইসলামিক সমাধান

ইসলাম শিক্ষা দেয়—
- পারস্পরিক পরামর্শ (শুরা)
- সম্মান বজায় রাখা
- দায়িত্ব ভাগ করে নেওয়া
- ধৈর্য ও সহনশীলতা
- আল্লাহভীতি (তাকওয়া)

❖ রাসূল ﷺ-এর দাম্পত্য জীবন

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর স্ত্রীদের সাথে পরামর্শ করতেন, তাদের কথা শুনতেন এবং কখনো জোরপূর্বক সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিতেন না। এটি প্রমাণ করে যে ইসলামি আনুগত্য মানে হলো সম্মানভিত্তিক সম্পর্ক।

স্বামীর প্রতি আনুগত্য ইসলামি পরিবারের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ, তবে এটি অবশ্যই শরীয়তের সীমার মধ্যে হতে হবে। এটি কোনো দাসত্ব নয়; বরং একটি ভারসাম্যপূর্ণ পারিবারিক শৃঙ্খলা।

যখন আনুগত্য ভালোবাসা, সম্মান এবং আল্লাহভীতির ভিত্তিতে গড়ে ওঠে, তখন একটি পরিবার হয়ে ওঠে শান্তিময়, স্থিতিশীল এবং বরকতময়।

❖ তথ্যসূত্রঃ

১. পবিত্র কুরআন শরীফ
২. সহীহ আল-বুখারি ও মুসলিম
৩. জামে আত-তিরমিজি
৪. রিয়াদুস সালেহিন
৫. ফিকহুস সুন্নাহ

অধ্যায় ১৫

ঘর পরিচালনা : শান্তির নীড় নির্মাণ

একটি পরিবার কেবল মানুষদের একসাথে বসবাসের নাম নয়; বরং এটি একটি "শান্তির নীড়", যেখানে ভালোবাসা, দয়া, দায়িত্ব এবং নিরাপত্তা একসাথে মিলিত হয়। ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে ঘর (বাড়ি) হলো এমন একটি স্থান, যেখানে মানুষ দুনিয়ার ক্লান্তি থেকে প্রশান্তি খুঁজে পায় এবং আখিরাতমুখী জীবন গঠনের প্রস্তুতি নেয়।

ইসলামে ঘর পরিচালনা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। এটি শুধু ঘর পরিষ্কার রাখা বা রান্নাবান্না নয়; বরং একটি পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থাপনা, যেখানে মানসিক শান্তি, পারিবারিক শৃঙ্খলা, দ্বীনি পরিবেশ এবং সন্তানদের সঠিক লালন-পালন নিশ্চিত করা হয়।

❖ কুরআনের আলোকে ঘরের শান্তি

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً

বাংলা অনুবাদঃ
"তিনি তোমাদের মাঝে ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন।"

— সূরা আর-রূম : ২১

এই আয়াত স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে, পরিবার বা ঘরের মূল ভিত্তি হলো ভালোবাসা (মাওয়াদ্দাহ) এবং দয়া (রাহমাহ)। এই দুইটি গুণ না থাকলে কোনো ঘর দীর্ঘস্থায়ী শান্তি পেতে পারে না।

❖ ঘর পরিচালনার ইসলামি ধারণা

ইসলামে ঘর পরিচালনা একটি যৌথ দায়িত্ব। এখানে—
- স্বামী নেতৃত্ব ও নিরাপত্তা প্রদান করে
- স্ত্রী ঘরের অভ্যন্তরীণ পরিবেশ গড়ে তোলে
- সন্তানরা শৃঙ্খলা ও সম্মান শিখে

এই ভারসাম্যই একটি আদর্শ ইসলামি ঘরের ভিত্তি।

❖ রাসূল ﷺ-এর ঘরোয়া জীবন

রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন ঘর পরিচালনার সর্বোত্তম উদাহরণ। তিনি ঘরের কাজে অংশগ্রহণ করতেন, স্ত্রীদের সাহায্য করতেন এবং পরিবারে ভালোবাসাপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখতেন।

তিনি বলেছেনঃ
“তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম, যে তার পরিবারের কাছে উত্তম আচরণ করে।”

— জামে তিরমিজি

❖ ঘরের পরিবেশের প্রভাব

একটি ঘরের পরিবেশ সরাসরি মানুষের মানসিকতা ও চরিত্রকে প্রভাবিত করে।

ভালো ঘর → শান্ত সন্তান → নৈতিক সমাজ
খারাপ ঘর → অস্থির সন্তান → বিশৃঙ্খল সমাজ

❖ ঘর পরিচালনার মূল উপাদান

একটি ইসলামি ঘর পরিচালনার জন্য কয়েকটি মৌলিক উপাদান রয়েছে—

১. ভালোবাসা ও সম্মান
২. শৃঙ্খলা ও দায়িত্ব
৩. দ্বীনি শিক্ষা
৪. পারস্পরিক সহযোগিতা
৫. ধৈর্য ও ক্ষমাশীলতা
৬. অর্থনৈতিক ভারসাম্য

❖ দৈনন্দিন জীবনের ভূমিকা

ঘরের দৈনন্দিন কাজগুলোকে ইসলাম অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছে। কারণ এগুলো ছোট মনে হলেও পরিবার গঠনের ভিত্তি তৈরি করে।

যেমন—
- সময়মতো খাবার প্রস্তুত
- সন্তানদের নিয়মিত শিক্ষা
- পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা
- নামাজের পরিবেশ তৈরি

❖ আধুনিক সমাজের সমস্যা

বর্তমান সমাজে ঘর পরিচালনায় বড় কিছু সমস্যা দেখা যাচ্ছে—

- পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সময় কম দেওয়া
- মোবাইল ও সোশ্যাল মিডিয়ার অতিরিক্ত ব্যবহার
- পারস্পরিক যোগাযোগের অভাব
- সন্তানদের প্রতি অবহেলা
- দ্বীনি পরিবেশের অনুপস্থিতি

এই সমস্যাগুলো ঘরের শান্তি নষ্ট করছে।

❖ ইসলামিক সমাধান

ইসলাম এই সমস্যাগুলোর সুন্দর সমাধান দিয়েছে—

- পরিবারের জন্য সময় নির্ধারণ
- একসাথে খাবার গ্রহণ
- নিয়মিত ইসলামি আলোচনা
- সন্তানদের সাথে সময় কাটানো
- পারস্পরিক কথা শোনা ও সম্মান করা

❖ বাস্তব উদাহরণ (কেস স্টাডি)

একটি পরিবার যেখানে স্বামী সারাদিন কাজ করে কিন্তু রাতে পরিবারের সাথে সময় দেয়, স্ত্রী ঘরকে সুন্দরভাবে পরিচালনা করে এবং সন্তানরা নিয়মিত দ্বীনি শিক্ষা পায়— সেই পরিবারে সাধারণত শান্তি ও স্থিতিশীলতা থাকে।

অন্যদিকে, যেখানে সবাই আলাদা থাকে, মোবাইলে ব্যস্ত থাকে এবং যোগাযোগ কম— সেখানে অশান্তি দ্রুত বৃদ্ধি পায়।

❖ ঘর পরিচালনায় নারীর ভূমিকা

ইসলামে নারীকে ঘরের "রক্ষক ও ব্যবস্থাপক" হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এটি কোনো সীমাবদ্ধতা নয়; বরং একটি সম্মানজনক দায়িত্ব।

রাসূল ﷺ বলেছেনঃ
"নারী তার স্বামীর ঘরের দায়িত্বশীল এবং তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।"

— সহীহ বুখারি

❖ ঘর পরিচালনায় পুরুষের ভূমিকা

পুরুষ ঘরের বাহ্যিক নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক স্থিতি এবং নেতৃত্ব প্রদান করে। তবে এই নেতৃত্ব কখনোই কঠোরতা নয়; বরং দায়িত্ব ও দয়ার ভিত্তিতে।

সুতরাং ঘর পরিচালনা ইসলামি পরিবার ব্যবস্থার হৃদয়। একটি সুন্দর ঘরই একটি সুন্দর সমাজ তৈরি করে। যদি ঘরে ভালোবাসা, দয়া, দায়িত্ব এবং দ্বীনি পরিবেশ থাকে, তাহলে সেই ঘর হয়ে ওঠে শান্তির নীড়।

ইসলাম আমাদের শিখিয়েছে—ঘর শুধু থাকার জায়গা নয়; বরং এটি একটি ইবাদতের কেন্দ্র, যেখানে প্রতিটি কাজ আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে হওয়া উচিত।

❖ তথ্যসূত্রঃ

১. পবিত্র কুরআন শরীফ
২. সহীহ আল-বুখারি ও মুসলিম
৩. জামে আত-তিরমিজি
৪. রিয়াদুস সালেহিন
৫. ফিকহুস সুন্নাহ
৬. ইসলামী পারিবারিক জীবন – ড. ইউসুফ কারযাভী

অধ্যায় ১৬

সন্তানের লালন-পালন ও প্রাথমিক শিক্ষা

ইসলামি পরিবার ব্যবস্থায় সন্তান হলো একটি আমানত। সন্তান কোনো সম্পদ নয়, বরং আল্লাহর পক্ষ থেকে পিতা-মাতার কাছে একটি দায়িত্বপূর্ণ উপহার, যার সঠিক লালন-পালন ও শিক্ষা নিশ্চিত করা প্রতিটি অভিভাবকের উপর ফরজ দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত।

একটি শিশুর চরিত্র, ঈমান, নৈতিকতা এবং ভবিষ্যৎ জীবন—সবকিছুই পরিবার থেকে শুরু হয়। তাই ইসলাম সন্তানের শিক্ষা ও লালন-পালনকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছে।

❖ কুরআনের আলোকে সন্তান প্রতিপালন

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

বাংলা অনুবাদঃ
"হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের এবং তোমাদের পরিবারকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করো।"

— সূরা আত-তাহরীম : ৬

এই আয়াত স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে, সন্তানদের ঈমান, নৈতিকতা ও দ্বীনি শিক্ষা নিশ্চিত করা পিতা-মাতার প্রধান দায়িত্ব।

❖ সন্তানের ফিতরাত ও প্রাথমিক গঠন

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ

“প্রতিটি শিশু ফিতরাতের উপর জন্মগ্রহণ করে, তারপর তার পিতা-মাতা তাকে ইহুদি, খ্রিস্টান বা অগ্নিপূজক বানায়।”

— সহীহ মুসলিম

এই হাদিস প্রমাণ করে যে, শিশুর প্রকৃত চরিত্র জন্মগতভাবে নিরপেক্ষ থাকে, কিন্তু পারিবারিক পরিবেশই তাকে গঠন করে।

❖ মায়ের ভূমিকা

শিশুর প্রথম শিক্ষক হলো মা। শিশুর ভাষা, আচরণ, মানসিকতা এবং আবেগীয় গঠন মায়ের কাছ থেকেই শুরু হয়।

মায়ের দায়িত্ব—
- ভালো কথা শেখানো
- ইসলামি আদব শেখানো
- নৈতিক গল্প বলা
- ভালো অভ্যাস গঠন করা

❖ পিতার ভূমিকা

পিতা হলো পরিবারের প্রধান অভিভাবক। তার দায়িত্ব—
- দ্বীনি শিক্ষা নিশ্চিত করা
- হালাল রিযিক প্রদান
- শৃঙ্খলা শিক্ষা দেওয়া
- আদর্শ জীবন প্রদর্শন করা

❖ প্রাথমিক শিক্ষা (Early Islamic Education)

সন্তানের প্রাথমিক শিক্ষা তিনটি স্তরে বিভক্ত করা যায়—

১. ঈমান ও আকীদা শিক্ষা
২. আখলাক ও চরিত্র শিক্ষা
৩. আদব ও শিষ্টাচার শিক্ষা

এই তিনটি ভিত্তি শক্ত না হলে ভবিষ্যৎ জীবন দুর্বল হয়ে যায়।

❖ ঈমান শিক্ষা

শিশুকে ছোটবেলা থেকেই আল্লাহর পরিচয়, নামাজ, দোয়া এবং হালাল-হারাম সম্পর্কে শিক্ষা দিতে হবে।

❖ আখলাক শিক্ষা

শিশুকে শেখাতে হবে—
- সত্য কথা বলা
- মিথ্যা না বলা
- বড়দের সম্মান করা
- ছোটদের স্নেহ করা
- গালি না দেওয়া

❖ আদব শিক্ষা

ইসলামি আদব হলো জীবন পরিচালনার শৃঙ্খলা—
- খাবারের আদব
- কথা বলার আদব

- চলাফেরার আদব
- সমাজে আচরণের আদব

❖ আধুনিক সমাজের সমস্যা

বর্তমান সময়ে সন্তান লালন-পালনে বড় কিছু সমস্যা দেখা যাচ্ছে—

- মোবাইল আসক্তি
- কার্টুন ও অনলাইন কনটেন্টের প্রভাব
- পিতামাতার ব্যস্ততা
- দ্বীনি শিক্ষার অভাব
- পারিবারিক সময়ের ঘাটতি

❖ ইসলামিক সমাধান

ইসলাম এই সমস্যার সমাধান দিয়েছে—

- সন্তানের জন্য নির্দিষ্ট সময় রাখা
- নিয়মিত নামাজে অভ্যস্ত করা
- ইসলামি গল্প শোনানো
- ভালো বন্ধু নির্বাচন
- ডিজিটাল নিয়ন্ত্রণ

❖ বাস্তব উদাহরণ (কেস স্টাডি)

যেসব পরিবারে শিশুর সাথে সময় দেওয়া হয়, নিয়মিত ইসলামি শিক্ষা দেওয়া হয় এবং মোবাইল নিয়ন্ত্রণ করা হয়—সেখানে সন্তানরা সাধারণত শৃঙ্খলাবদ্ধ ও নৈতিকভাবে উন্নত হয়।

অন্যদিকে, যেসব পরিবারে সন্তানকে অবহেলা করা হয়, সেখানে অসংযত আচরণ ও নৈতিক অবক্ষয় দেখা যায়।

❖ পিতা-মাতার জবাবদিহিতা

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ
“তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেককে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।”

— সহীহ বুখারি ও মুসলিম

এই হাদিস প্রমাণ করে যে, সন্তান প্রতিপালন একটি জবাবদিহিমূলক দায়িত্ব।

সন্তান প্রতিপালন ইসলামি পরিবার ব্যবস্থার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এটি কেবল পারিবারিক দায়িত্ব নয়; বরং একটি আখিরাতমুখী ইবাদত।

একটি সঠিকভাবে গঠিত সন্তান ভবিষ্যতে একটি আদর্শ সমাজ গড়ে তোলে। তাই প্রতিটি পিতা-মাতার উচিত সন্তানকে শুধু দুনিয়ার জন্য নয়, বরং আখিরাতের জন্যও প্রস্তুত করা।

❖ তথ্যসূত্রঃ
১. পবিত্র কুরআন শরীফ
২. সহীহ আল-বুখারি ও মুসলিম
৩. রিয়াদুস সালেহিন
৪. ফিকহুস সুন্নাহ
৫. ইসলামী পারিবারিক জীবন – ড. ইউসুফ কারযাভী

অধ্যায় ১৭

স্বামীর সম্পদ ও আমানতের হেফাজত

ইসলামি পরিবার ব্যবস্থায় বিশ্বাস (আমানতদারিতা) একটি মৌলিক ভিত্তি। একটি পরিবার তখনই স্থিতিশীল ও নিরাপদ থাকে, যখন তার সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাস ও দায়িত্ববোধ থাকে। স্ত্রীর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হলো স্বামীর সম্পদ, সম্মান এবং গোপন বিষয়সমূহের হেফাজত করা।

ইসলামে এই দায়িত্বকে শুধু পারিবারিক শৃঙ্খলা হিসেবে দেখা হয়নি; বরং এটিকে একটি ইবাদত ও আমানত হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। কারণ আল্লাহর পক্ষ থেকে দেওয়া সম্পদ ও গোপনীয়তা রক্ষা করা ঈমানের অংশ।

❖ কুরআনের আলোকে আমানত রক্ষা

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

বাংলা অনুবাদঃ
"সৎ নারীরা অনুগত এবং তারা গোপনে (স্বামীর অনুপস্থিতিতে) আল্লাহ যা হেফাজত করেছেন তা সংরক্ষণ করে।"

— সূরা আন-নিসা : ৩৪

এই আয়াত স্ত্রীর দায়িত্বকে স্পষ্টভাবে নির্ধারণ করে দেয়—স্বামীর অনুপস্থিতিতে তার সম্পদ, সম্মান এবং গোপনীয়তা রক্ষা করা।

❖ হাদিসের আলোকে আমানতদারিতা

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ

“তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেককে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।”
— সহীহ বুখারি ও সহীহ মুসলিম

এই হাদিস থেকে বোঝা যায় যে, পারিবারিক দায়িত্ব একটি জবাবদিহিমূলক বিষয়।

❖ স্বামীর সম্পদ রক্ষার অর্থ

স্বামীর সম্পদ রক্ষা মানে শুধু টাকা বা জিনিসপত্র পাহারা দেওয়া নয়; বরং এর অন্তর্ভুক্ত—

- অর্থ অপচয় না করা
- অনুমতি ছাড়া খরচ না করা
- গোপন বিষয় গোপন রাখা
- পরিবারের সম্মান রক্ষা করা
- অবিশ্বাস বা প্রতারণা না করা

❖ গোপনীয়তা রক্ষার গুরুত্ব

একটি পরিবারে স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক গোপনীয়তা রক্ষা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই গোপনীয়তা ভেঙে গেলে সম্পর্কের ভিত্তি দুর্বল হয়ে যায়।

ইসলাম এই গোপন বিষয় অন্য কারও কাছে প্রকাশ করতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছে।

❖ বিশ্বাসের ভিত্তিতে পরিবার

একটি পরিবার তখনই শক্তিশালী হয়, যখন সেখানে বিশ্বাস থাকে। সন্দেহ, অবিশ্বাস ও গোপন ভাঙার প্রবণতা পরিবারকে ধ্বংস করে দেয়।

❖ আধুনিক সমাজের সমস্যা

বর্তমান সমাজে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়—
- অর্থের অপব্যবহার
- সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যক্তিগত বিষয় প্রকাশ
- পারস্পরিক সন্দেহ
- গোপন তথ্য ফাঁস
- বিশ্বাসের অভাব

❖ ইসলামিক সমাধান

ইসলাম এই সমস্যার সমাধান দিয়েছে—

- আমানতদারিতা বজায় রাখা
- পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস রাখা
- পরামর্শ ভিত্তিক সিদ্ধান্ত
- সৎ ও স্বচ্ছ জীবনযাপন
- আল্লাহভীতি বজায় রাখা

❖ বাস্তব উদাহরণ (কেস স্টাডি)

যেসব পরিবারে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিশ্বাস ও আমানতদারিতা থাকে, সেখানে সম্পর্ক দীর্ঘস্থায়ী ও শান্তিপূর্ণ হয়।

অন্যদিকে, যেখানে সন্দেহ ও অবিশ্বাস প্রবল, সেখানে পারিবারিক ভাঙন দ্রুত ঘটে।

❖ তথ্যসূত্রঃ
১. পবিত্র কুরআন শরীফ
২. সহীহ আল-বুখারি ও মুসলিম

৩. রিয়াদুস সালেহিন
৪. ফিকহুস সুন্নাহ
৫. ইসলামী পারিবারিক জীবন – ড. ইউসুফ কারযাভী

অধ্যায় ১৮

স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক অধিকার

ইসলামে দাম্পত্য সম্পর্ককে কেবল আবেগ বা সামাজিক বন্ধন হিসেবে দেখা হয়নি; বরং এটিকে একটি পূর্ণাঙ্গ অধিকার ও দায়িত্বভিত্তিক ব্যবস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। স্বামী ও স্ত্রী—উভয়েরই একে অপরের উপর অধিকার রয়েছে, এবং সেই অধিকার আদায় করা ইসলামে বাধ্যতামূলক।

এই পারস্পরিক অধিকারগুলো সঠিকভাবে বোঝা ও বাস্তবায়ন করা না হলে পরিবারে ভারসাম্য নষ্ট হয়, সম্পর্ক দুর্বল হয় এবং সমাজে অশান্তি সৃষ্টি হয়।

❖ কুরআনের আলোকে পারস্পরিক অধিকার

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

বাংলা অনুবাদঃ
"নারীদেরও তেমনই অধিকার আছে, যেমন তাদের উপর দায়িত্ব আছে, ন্যায়সঙ্গতভাবে।"

— সূরা আল-বাকারা : ২২৮

এই আয়াত দাম্পত্য জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নীতি প্রতিষ্ঠা করে—অধিকার ও দায়িত্ব সমান ভারসাম্যে থাকবে।

❖ স্বামীর অধিকার

ইসলামে স্বামীর কিছু মৌলিক অধিকার রয়েছে, যা স্ত্রীর উপর দায়িত্ব হিসেবে নির্ধারিত—

- শরীয়তের সীমার মধ্যে আনুগত্য
- পারিবারিক শৃঙ্খলা বজায় রাখা
- স্বামীর সম্পদ ও সম্মান রক্ষা করা
- বৈবাহিক সম্পর্কের মর্যাদা রক্ষা করা

❖ স্ত্রীর অধিকার

একইভাবে স্ত্রীরও স্বামীর উপর গুরুত্বপূর্ণ অধিকার রয়েছে—

- ভরণপোষণ (খাবার, পোশাক, বাসস্থান)
- সম্মান ও ভালো ব্যবহার
- মানসিক নিরাপত্তা
- ন্যায়বিচার ও সহানুভূতি
- যৌন অধিকার ও বৈধ সন্তুষ্টি

❖ রাসূল ﷺ-এর দিকনির্দেশনা

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ
“তোমাদের মধ্যে উত্তম সেই ব্যক্তি, যে তার পরিবারের কাছে উত্তম।”

— জামে তিরমিজি

এই হাদিস প্রমাণ করে যে, একজন মানুষের প্রকৃত চরিত্র তার পরিবারে আচরণের মাধ্যমে মূল্যায়িত হয়।

❖ ভারসাম্যপূর্ণ সম্পর্ক

ইসলামি পরিবারে কোনো এক পক্ষকে অগ্রাধিকার দিয়ে অন্য পক্ষকে অবহেলা করা হয় না। বরং উভয়ের মধ্যে ভারসাম্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখা হয়।

❖ আধুনিক সমাজের সমস্যা

বর্তমান সমাজে পারস্পরিক অধিকারে অনেক সমস্যা দেখা যায়—

- একতরফা সিদ্ধান্ত
- যোগাযোগের অভাব
- সম্মানের ঘাটতি
- দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়া
- ভুল বোঝাবুঝি

❖ ইসলামিক সমাধান

ইসলাম এই সমস্যাগুলোর সমাধান দিয়েছে—

- পরামর্শ ভিত্তিক সিদ্ধান্ত (শুরা)
- পারস্পরিক সম্মান
- ধৈর্য ও ক্ষমাশীলতা
- দায়িত্ব সচেতনতা
- ভালোবাসা ও সহমর্মিতা

❖ বাস্তব উদাহরণ (কেস স্টাডি)

যেসব পরিবারে স্বামী-স্ত্রী একে অপরের অধিকার সম্মান করে, সেখানে সম্পর্ক দীর্ঘস্থায়ী ও শান্তিপূর্ণ হয়। সেখানে ছোট সমস্যা বড় হয় না।

অন্যদিকে, অধিকার উপেক্ষা করা হলে সম্পর্ক দ্রুত ভেঙে পড়ে।

পারস্পরিক অধিকার ইসলামি পরিবার ব্যবস্থার মূল ভিত্তি। এটি কেবল আইন নয়; বরং একটি নৈতিক ও আধ্যাত্মিক দায়িত্ব।

যখন স্বামী-স্ত্রী একে অপরের অধিকার রক্ষা করে, তখন পরিবার হয়ে ওঠে শান্তির নীড় এবং সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয় স্থিতিশীলতা ও নৈতিকতা।

❖ তথ্যসূত্রঃ

১. পবিত্র কুরআন শরীফ
২. সহীহ আল-বুখারি ও মুসলিম
৩. জামে আত-তিরমিজি
৪. রিয়াদুস সালেহিন
৫. ফিকহ)

অধ্যায় ১৯

ভালোবাসা ও দয়া (মাওয়াদ্দাহ ও রাহমাহ)

ইসলামি পরিবার ব্যবস্থায় ভালোবাসা (মাওয়াদ্দাহ) এবং দয়া (রাহমাহ) হলো দাম্পত্য জীবনের মূল ভিত্তি। একটি পরিবার কেবল দায়িত্ব দিয়ে টিকে থাকে না; বরং সেখানে থাকতে হয় আন্তরিক ভালোবাসা, সহানুভূতি এবং পরস্পরের প্রতি দয়ার অনুভূতি। ইসলাম এই দুইটি বিষয়কে দাম্পত্য জীবনের কেন্দ্রীয় উপাদান হিসেবে উল্লেখ করেছে, যা ছাড়া কোনো পরিবার দীর্ঘস্থায়ী শান্তি পেতে পারে না।

❖ কুরআনের আলোকে ভালোবাসা ও দয়া

وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً

বাংলা অনুবাদঃ

“তিনি তোমাদের মাঝে ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন।” (সূরা আর-রূম : ২১)

এই আয়াত দাম্পত্য সম্পর্কের মৌলিক ভিত্তি নির্ধারণ করে দেয়—ভালোবাসা ও দয়া।

❖ ভালোবাসার অর্থ

- একে অপরের প্রতি আন্তরিক আকর্ষণ
- সম্মান ও যত্ন
- সম্পর্ককে মূল্য দেওয়া

❖ দয়ার অর্থ

- কঠিন সময়ে পাশে থাকা
- ভুল ক্ষমা করা
- সহানুভূতি প্রদর্শন করা

রাসূল ﷺ বলেছেনঃ

“তোমরা নারীদের বিষয়ে ভালো আচরণ করো।” (সহীহ মুসলিম)

❖ রাসূল ﷺ-এর দাম্পত্য জীবন

রাসূল ﷺ তাঁর স্ত্রীদের সাথে সর্বদা কোমলতা, হাসি, এবং ভালোবাসাপূর্ণ আচরণ করতেন। তিনি কখনো কঠোরতা বা অবহেলা প্রদর্শন করেননি।

❖ আধুনিক সমাজের সমস্যা

- ভালোবাসার অভাব
- ধৈর্যের ঘাটতি
- সম্পর্ককে দায়িত্ব হিসেবে দেখা, অনুভূতি হিসেবে না দেখা
- সোশ্যাল মিডিয়ার অতিরিক্ত প্রভাব

❖ ইসলামিক সমাধান

- পারস্পরিক সম্মান বৃদ্ধি করা
- ধৈর্য ও ক্ষমাশীলতা
- একসাথে সময় কাটানো
- ছোট ছোট ভালো আচরণ বৃদ্ধি করা

ভালোবাসা ও দয়া ছাড়া কোনো পরিবার টিকে থাকতে পারে না। ইসলাম এই দুইটি বিষয়কে দাম্পত্য জীবনের প্রাণ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছে।

অধ্যায় ২০

পারস্পরিক সম্মান ও মর্যাদা

ইসলামি পরিবার ব্যবস্থার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি হলো পারস্পরিক সম্মান ও মর্যাদা। একটি পরিবার তখনই স্থিতিশীল ও সুখী হয়, যখন তার সদস্যরা একে অপরকে সম্মান করে এবং মর্যাদার সাথে আচরণ করে। ভালোবাসা যেমন সম্পর্ককে শক্তিশালী করে, তেমনি সম্মান সেই সম্পর্ককে দীর্ঘস্থায়ী ও অর্থবহ করে তোলে।

দাম্পত্য জীবনে সম্মানহীন ভালোবাসা দীর্ঘস্থায়ী হয় না। কারণ যেখানে অপমান, অবমূল্যায়ন বা তুচ্ছতাচ্ছিল্য থাকে, সেখানে ধীরে ধীরে সম্পর্কের সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে যায়। ইসলাম তাই স্বামী-স্ত্রী উভয়কেই একে অপরের মর্যাদা রক্ষা করার নির্দেশ দিয়েছে।

❖ কুরআনের আলোকে সম্মান ও মর্যাদা

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

বাংলা অনুবাদঃ

"তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের সাথে সদ্ভাবে জীবনযাপন করো।" (সূরা আন-নিসা : ১৯)

এই আয়াতের "মা'রূফ" শব্দের অর্থ শুধু ভালো ব্যবহার নয়; বরং সম্মান, ন্যায়, কোমলতা ও মর্যাদার সাথে আচরণ করা।

আরেক জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেন—

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

বাংলা অনুবাদঃ

"নারীদেরও তেমন ন্যায়সঙ্গত অধিকার রয়েছে, যেমন তাদের উপর দায়িত্ব রয়েছে।" (সূরা আল-বাকারা : ২২৮)

এই আয়াত প্রমাণ করে যে, ইসলাম নারী ও পুরুষ উভয়ের মর্যাদা নিশ্চিত করেছে।

❖ রাসূল ﷺ-এর দাম্পত্য জীবনে সম্মানের শিক্ষা

রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন সম্মান ও মর্যাদাপূর্ণ আচরণের সর্বোত্তম আদর্শ। তিনি কখনো তাঁর স্ত্রীদের অপমান করেননি কিংবা তাদের ছোট করে দেখেননি। বরং তিনি তাঁদের মতামতকে মূল্য দিতেন এবং প্রয়োজনীয় বিষয়ে পরামর্শ করতেন।

একবার হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় সাহাবিরা দ্বিধায় পড়ে গেলে, উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালামা (রা.) রাসূল ﷺ-কে একটি পরামর্শ দেন। তিনি সেই পরামর্শ গ্রহণ করেন, যা পরবর্তীতে পরিস্থিতি শান্ত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এটি প্রমাণ করে যে, স্ত্রীকে সম্মান করা এবং তার মতামতকে মূল্য দেওয়া ইসলামি আদর্শের অংশ।

রাসূল ﷺ বলেছেনঃ

"তোমাদের মধ্যে উত্তম সেই ব্যক্তি, যে তার পরিবারের কাছে উত্তম।" (জামে তিরমিজি)

এই হাদিস পরিবারে সুন্দর ব্যবহার ও সম্মান প্রদর্শনের গুরুত্বকে স্পষ্ট করে।

❖ সম্মান প্রদর্শনের বাস্তব দিক

দাম্পত্য জীবনে সম্মান শুধু বড় বড় কথার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং দৈনন্দিন ছোট ছোট আচরণের মধ্যেও প্রকাশ পায়।

যেমন—

- একে অপরের সাথে ভদ্র ভাষায় কথা বলা
- সবার সামনে অপমান না করা
- মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া
- ভুল হলে নম্রভাবে বোঝানো
- কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা

অনেক সময় একটি ছোট "ধন্যবাদ", "তুমি কষ্ট করেছো" বা "আমি তোমার কথা বুঝতে পারছি"—এই ধরনের বাক্য সম্পর্ককে আরও গভীর করে তোলে।

❖ অসম্মানের ভয়াবহ প্রভাব

একটি পরিবারে যখন সম্মান কমে যায়, তখন সম্পর্ক ধীরে ধীরে দুর্বল হতে থাকে। অপমান, ব্যঙ্গ, তুচ্ছতাচ্ছিল্য এবং কঠোর ভাষা সম্পর্কের মধ্যে দূরত্ব তৈরি করে।

বর্তমান সমাজে দেখা যায়, ছোট ছোট বিষয় নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এমন ভাষা ব্যবহার হয় যা দীর্ঘমেয়াদে সম্পর্ককে ভেঙে দেয়। অনেকে রাগের মাথায় এমন কথা বলে ফেলে, যা বছরের পর বছর মানসিক কষ্টের কারণ হয়ে থাকে।

ইসলাম এই ধরনের আচরণকে নিরুৎসাহিত করেছে এবং কোমলতা ও সম্মানের শিক্ষা দিয়েছে।

❖ আধুনিক সমাজের বাস্তবতা

বর্তমান সময়ে পারিবারিক অশান্তির একটি বড় কারণ হলো পারস্পরিক সম্মানের অভাব। অনেক পরিবারে দেখা যায়—

- স্বামী স্ত্রীর মতামতকে গুরুত্ব দেয় না
- স্ত্রী স্বামীকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে
- পরিবারের সামনে অপমান করা হয়
- আর্থিক বা সামাজিক অবস্থান নিয়ে ছোট করা হয়
- সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যক্তিগত বিষয় প্রকাশ করা হয়

এই বিষয়গুলো দাম্পত্য জীবনে দূরত্ব সৃষ্টি করে।

❖ ইসলামিক সমাধান

ইসলাম এই সমস্যার কার্যকর সমাধান দিয়েছে। যেমন—

- পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া
- ভুল হলে ক্ষমা চাওয়া ও ক্ষমা করা
- সম্মানজনক ভাষা ব্যবহার করা
- একে অপরের দুর্বলতা গোপন রাখা
- ভালো কাজের প্রশংসা করা

রাসূল ﷺ বলেছেনঃ

“মুমিনদের মধ্যে সেই ব্যক্তি পরিপূর্ণ ঈমানদার, যার চরিত্র সবচেয়ে উত্তম।” (জামে তিরমিজি)

পরিবারের মধ্যে উত্তম চরিত্র প্রকাশ করাই প্রকৃত ঈমানের বহিঃপ্রকাশ।

অধ্যায় ২১

ঘরোয়া কাজে সহযোগিতা ও অংশীদারিত্ব

ইসলামি পরিবার ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি হলো পারস্পরিক সহযোগিতা। পরিবার কেবল একজনের দায়িত্বে পরিচালিত হয় না; বরং এটি পারস্পরিক দায়িত্ব, সহমর্মিতা এবং সহযোগিতার মাধ্যমে সুন্দরভাবে গড়ে ওঠে। স্বামী-স্ত্রী উভয়েই একে অপরের সহযাত্রী, সহযোগী এবং জীবনের অংশীদার। তাই ঘরোয়া কাজ বা পারিবারিক দায়িত্বকে একপক্ষের একক দায়িত্ব হিসেবে না দেখে যৌথ দায়িত্ব হিসেবে দেখা উচিত। বর্তমান সমাজে অনেক সময় মনে করা হয় যে ঘরের সমস্ত কাজ কেবল নারীর দায়িত্ব। আবার অন্যদিকে কিছু ক্ষেত্রে পারিবারিক দায়িত্ব পালনে উদাসীনতাও দেখা যায়। ইসলাম এই দুই চরমপন্থা থেকে দূরে থেকে ভারসাম্যপূর্ণ শিক্ষা দিয়েছে। এখানে দায়িত্ব ভাগাভাগি, সহমর্মিতা এবং সহযোগিতাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

❖ কুরআনের আলোকে পারস্পরিক সহযোগিতা

আল্লাহ তা'আলা বলেন—

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ

বাংলা অনুবাদঃ

"তোমরা সৎকর্ম ও তাকওয়ার কাজে একে অপরকে সহযোগিতা করো।" (সূরা আল-মায়িদাহ : ২)

যদিও এই আয়াত সাধারণভাবে মুসলমানদের পারস্পরিক সহযোগিতার কথা বলে, তবে পরিবার তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সহযোগিতা থাকলে পরিবারে ভালোবাসা ও প্রশান্তি বৃদ্ধি পায়।

❖ রাসূল ﷺ-এর ঘরোয়া জীবনের আদর্শ

অনেকেই মনে করেন, পরিবারের কাজকর্মে সহযোগিতা করা পুরুষের দায়িত্ব নয়। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবন এই ধারণাকে সম্পূর্ণ ভুল প্রমাণ করে।

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত—

"রাসূলুল্লাহ ﷺ পরিবারের কাজে সাহায্য করতেন। আর নামাজের সময় হলে তিনি নামাজে চলে যেতেন।"

(সহীহ আল-বুখারি)

এই হাদিস আমাদের শিক্ষা দেয় যে, পরিবারের কাজে সহযোগিতা করা মর্যাদাহানিকর নয়; বরং এটি নববী আদর্শ।

রাসূল ﷺ কাপড় সেলাই করতেন, নিজের জুতা মেরামত করতেন এবং পরিবারের কাজে সহায়তা করতেন। তিনি কখনো পরিবারের কাজকে অবহেলা করেননি।

❖ ঘরোয়া সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা

একটি পরিবারে দায়িত্ব ভাগাভাগি থাকলে সম্পর্ক আরও দৃঢ় হয়। যখন একজন ক্লান্ত থাকে, অন্যজন তার পাশে দাঁড়ায়—এটাই প্রকৃত দাম্পত্য জীবন।

ঘরোয়া কাজে সহযোগিতার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো—

- রান্নাবান্না বা গৃহস্থালির কাজে সহযোগিতা
- সন্তানদের দেখাশোনায় অংশগ্রহণ
- পারিবারিক সিদ্ধান্তে একে অপরকে সম্পৃক্ত রাখা
- মানসিক চাপের সময় পাশে থাকা
- আর্থিক ও সামাজিক দায়িত্বে সহযোগিতা

এই বিষয়গুলো পরিবারে পারস্পরিক ভালোবাসা ও সম্মান বৃদ্ধি করে।

❖ সহযোগিতার অভাবের ক্ষতিকর প্রভাব

যেখানে সহযোগিতা নেই, সেখানে ধীরে ধীরে বিরক্তি, মানসিক চাপ এবং দূরত্ব সৃষ্টি হয়। একজন মানুষ যদি সব দায়িত্ব একা বহন করতে থাকে, তাহলে ক্লান্তি ও হতাশা তৈরি হওয়া স্বাভাবিক।

বর্তমান সমাজে অনেক পরিবারে দেখা যায়—

- স্বামী ঘরের দায়িত্ব থেকে সম্পূর্ণ দূরে থাকে
- স্ত্রী একা সব দায়িত্ব সামলাতে গিয়ে মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে
- সন্তানের দায়িত্ব নিয়ে দ্বন্দ্ব তৈরি হয়
- পরস্পরের প্রতি অভিযোগ বাড়তে থাকে

এসব সমস্যা ধীরে ধীরে সম্পর্ককে দুর্বল করে দেয়।

❖ আধুনিক সমাজের বাস্তবতা

বর্তমান যুগে অনেক নারী শিক্ষিত ও কর্মজীবী। ফলে পরিবার পরিচালনায় নতুন বাস্তবতা তৈরি হয়েছে। অফিস, ব্যবসা, সন্তান এবং ঘর—সব কিছু সামলানো অনেক সময় একজনের জন্য কঠিন হয়ে পড়ে।

এমন পরিস্থিতিতে স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সহযোগিতা আরও বেশি প্রয়োজন। ইসলাম কোনো কঠোর কাঠামো চাপিয়ে দেয়নি; বরং পরিস্থিতি অনুযায়ী সহযোগিতা ও ন্যায়ভিত্তিক সমাধানের পথ দেখিয়েছে।

❖ সহযোগিতা মানে কর্তৃত্ব হারানো নয়

অনেক সময় কিছু মানুষ মনে করে যে, ঘরের কাজে সাহায্য করলে কর্তৃত্ব কমে যাবে। এটি ভুল ধারণা। বরং সহযোগিতা সম্পর্ককে শক্তিশালী করে এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধা বাড়ায়।

রাসূল ﷺ ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা; তবুও তিনি পরিবারের কাজে সাহায্য করতেন। তাই ঘরোয়া কাজে অংশগ্রহণ কোনো দুর্বলতা নয়, বরং পরিপক্কতা ও দায়িত্ববোধের পরিচয়।

❖ ইসলামিক সমাধান

পারিবারিক শান্তি নিশ্চিত করতে ইসলাম কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা দিয়েছে—

- দায়িত্ব ভাগাভাগি করা
- একে অপরের কষ্ট বোঝার চেষ্টা করা
- ক্লান্তির সময় সহযোগিতা করা
- অভিযোগের পরিবর্তে সমাধান খোঁজা
- পরিবারের জন্য সময় দেওয়া

একটি পরিবার তখনই সুন্দরভাবে পরিচালিত হয়, যখন সেখানে "আমি" নয়, বরং "আমরা" চিন্তা কাজ করে।

❖ বাস্তব উদাহরণ

ধরা যাক, একজন স্বামী সারাদিন কাজ শেষে বাসায় ফিরে সন্তানদের পড়াশোনায় সাহায্য করল বা ঘরের ছোট কাজে অংশ নিল। এতে স্ত্রীর মানসিক চাপ কমে যায় এবং পরিবারে ইতিবাচক পরিবেশ তৈরি হয়।

অন্যদিকে, যদি একজন স্ত্রী স্বামীর কর্মজীবনের চাপ বুঝে তাকে মানসিক সমর্থন দেয়, তাহলে সম্পর্ক আরও দৃঢ় হয়। এভাবেই সহযোগিতা একটি সুখী পরিবার গঠনের ভিত্তি হয়ে ওঠে।

ঘরোয়া কাজে সহযোগিতা ও অংশীদারিত্ব ইসলামি পরিবার ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা। এটি কেবল কাজ ভাগাভাগির বিষয় নয়; বরং এটি ভালোবাসা, দায়িত্ববোধ এবং পারস্পরিক সম্মানের বহিঃপ্রকাশ।

রাসূল ﷺ-এর জীবন আমাদের শিক্ষা দেয় যে, একটি সফল পরিবার গড়ে ওঠে পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে। যখন স্বামী-স্ত্রী একে অপরকে বোঝে, সাহায্য করে এবং দায়িত্ব ভাগ করে নেয়, তখন পরিবার হয়ে ওঠে শান্তি, ভালোবাসা ও প্রশান্তির আবাস।

অধ্যায় ২২

মানসিক প্রশান্তি নিশ্চিত করা (সাকীনাহ)

ইসলামি পরিবার ব্যবস্থার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য হলো "সাকীনাহ" বা মানসিক প্রশান্তি প্রতিষ্ঠা করা। পরিবার এমন একটি স্থান, যেখানে মানুষ দুনিয়ার কষ্ট, দুশ্চিন্তা এবং জীবনের সংগ্রামের মাঝেও শান্তি খুঁজে পায়। ইসলাম দাম্পত্য সম্পর্ককে কেবল দায়িত্ব ও কর্তব্যের সম্পর্ক হিসেবে দেখেনি; বরং এটিকে আত্মিক শান্তি, মানসিক নিরাপত্তা এবং হৃদয়ের প্রশান্তির মাধ্যম হিসেবে উপস্থাপন করেছে।

একটি পরিবার তখনই সফল হয়, যখন সেখানে কেবল অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা নয়; বরং মানসিক স্বস্তি, ভালোবাসা, নিরাপত্তা এবং পারস্পরিক বোঝাপড়া থাকে। অর্থ, সৌন্দর্য কিংবা সামাজিক মর্যাদা কখনোই প্রকৃত শান্তি নিশ্চিত করতে পারে না—প্রকৃত প্রশান্তি আসে সম্পর্কের আন্তরিকতা ও আল্লাহর সন্তুষ্টিমূলক জীবনযাপনের মাধ্যমে।

❖ কুরআনের আলোকে সাকীনাহ

আল্লাহ তা'আলা বলেন—

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً

বাংলা অনুবাদঃ

"আর তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে একটি হলো, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকেই তোমাদের সঙ্গিনী সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তি লাভ করতে পারো। আর তিনি তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন।" (সূরা আর-রূম : ২১)

এই আয়াতে "লিতাসকুনু ইলাইহা" শব্দটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর অর্থ—স্বামী-স্ত্রী একে অপরের কাছে প্রশান্তি লাভ করবে। অর্থাৎ দাম্পত্য সম্পর্কের মূল উদ্দেশ্যগুলোর একটি হলো মানসিক স্বস্তি।

❖ সাকীনাহ বলতে কী বোঝায়?

"সাকীনাহ" শব্দটি আরবি "সুকুন" থেকে এসেছে, যার অর্থ স্থিরতা, প্রশান্তি এবং স্বস্তি। পারিবারিক জীবনে সাকীনাহ বলতে বোঝায়—

- মানসিক নিরাপত্তা
- আবেগীয় সমর্থন
- দুশ্চিন্তার সময়ে পাশে থাকা

- পারস্পরিক বোঝাপড়া
- ভালোবাসা ও সম্মানের পরিবেশ

যখন একজন মানুষ পরিবারে ফিরে এসে নিরাপত্তা ও প্রশান্তি অনুভব করে, তখন সেটিই প্রকৃত সাকীনাহ।

❖ মানসিক প্রশান্তির জন্য পারস্পরিক বোঝাপড়ার গুরুত্ব

একটি সুখী পরিবারে সবচেয়ে প্রয়োজন একে অপরকে বোঝার মানসিকতা। অনেক সময় মানুষ চায় না বড় সমাধান; বরং চায় কেউ তার কথা মন দিয়ে শুনুক।

স্বামী কর্মক্ষেত্রের চাপ নিয়ে ঘরে ফিরে আসে, স্ত্রী ঘরের নানা দায়িত্ব সামলাতে ক্লান্ত হয়ে পড়ে—এই বাস্তবতাগুলো বোঝা এবং একে অপরকে মানসিক সমর্থন দেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর স্ত্রীদের অনুভূতিকে গুরুত্ব দিতেন। তিনি কখনো কঠোরতা দিয়ে সম্পর্ক পরিচালনা করেননি; বরং ভালোবাসা, হাস্যরস এবং সহমর্মিতার মাধ্যমে পরিবারে প্রশান্তির পরিবেশ সৃষ্টি করতেন।

❖ কোমল আচরণ ও সুন্দর কথার প্রভাব

অনেক সময় একটি সুন্দর বাক্য একটি ভাঙা মনকে জোড়া লাগাতে পারে। আবার একটি কঠিন বাক্য দীর্ঘদিনের সম্পর্কেও দূরত্ব সৃষ্টি করতে পারে।

রাসূল ﷺ বলেছেন—

“সুন্দর কথা সদকা।”

(সহীহ আল-বুখারি ও মুসলিম)

এই শিক্ষা পরিবারে আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ পরিবারের মানুষেরা সবচেয়ে বেশি একে অপরের আচরণ দ্বারা প্রভাবিত হয়।

কিছু সাধারণ কিন্তু কার্যকর আচরণ—

- ক্লান্তির সময় খোঁজ নেওয়া
- কষ্টের সময় পাশে দাঁড়ানো
- কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা
- ভুল হলে নম্রভাবে বোঝানো
- ভালো কাজের প্রশংসা করা

এসব বিষয় সম্পর্ককে মানসিকভাবে শক্তিশালী করে।

❖ আধুনিক সমাজে মানসিক অশান্তির কারণ

বর্তমান যুগে অনেক পরিবার বাহ্যিকভাবে সুন্দর মনে হলেও ভিতরে মানসিক অস্থিরতা বিরাজ করে। এর কিছু কারণ হলো—

- অতিরিক্ত ব্যস্ততা
- দাম্পত্য জীবনে যোগাযোগের ঘাটতি
- অর্থনৈতিক চাপ
- সোশ্যাল মিডিয়ার নেতিবাচক প্রভাব
- তুলনা করার মানসিকতা
- পারস্পরিক সময়ের অভাব

বিশেষ করে প্রযুক্তির যুগে মানুষ একই ঘরে থেকেও মানসিকভাবে দূরে সরে যাচ্ছে। অনেক পরিবারে দেখা যায়, সবাই নিজ নিজ মোবাইলে ব্যস্ত; কিন্তু আন্তরিক কথোপকথন নেই।

❖ রাগ ও মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণের গুরুত্ব

পরিবারে ছোটখাটো মতবিরোধ হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু রাগ নিয়ন্ত্রণ না করতে পারলে ছোট সমস্যা বড় সংকটে পরিণত হয়।

রাসূল ﷺ বলেছেন—

“শক্তিশালী সেই ব্যক্তি নয়, যে কুস্তিতে জয়ী হয়; বরং শক্তিশালী সেই ব্যক্তি, যে রাগের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।”

(সহীহ আল-বুখারি)

পরিবারে রাগ নিয়ন্ত্রণের কিছু উপায়—

- তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া না দেওয়া
- কিছু সময় নীরব থাকা
- অযু করা বা নামাজ পড়া
- সমস্যার সময় দোষারোপ না করা

❖ ইসলামিক সমাধান : সাকীনাহ প্রতিষ্ঠার উপায়

পরিবারে মানসিক প্রশান্তি নিশ্চিত করতে ইসলাম কিছু বাস্তব নির্দেশনা দিয়েছে—

১. একসাথে ইবাদত করা

যে পরিবার একসাথে নামাজ পড়ে, কুরআন তিলাওয়াত করে এবং দোয়া করে—সেখানে রহমত বৃদ্ধি পায়।

২. নিয়মিত পারিবারিক সময় রাখা

একসাথে খাওয়া, কথা বলা বা ছোট সময় কাটানো সম্পর্ককে দৃঢ় করে।

৩. কৃতজ্ঞতা ও প্রশংসা করা

মানুষের ছোট ছোট ভালো কাজকে মূল্য দিলে ভালোবাসা বৃদ্ধি পায়।

৪. ভুলকে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখা

কেউই পরিপূর্ণ নয়। তাই ছোট ভুলকে বড় সংকটে পরিণত না করে ধৈর্য ধারণ করা উচিত।

৫. দোয়া করা

আল্লাহর সাহায্য ছাড়া প্রকৃত প্রশান্তি সম্ভব নয়।

❖ বাস্তব উদাহরণ

ধরা যাক, একজন স্বামী অফিস শেষে বাসায় ফিরে দেখল তার স্ত্রী ক্লান্ত। সে যদি কিছু সময় কথা বলে, সাহায্য করে বা তার অনুভূতি বোঝার চেষ্টা করে—তাহলে পরিবারে প্রশান্তি তৈরি হয়।

একইভাবে, স্ত্রী যদি স্বামীর কর্মজীবনের চাপ বুঝে তাকে মানসিক সমর্থন দেয়, তাহলে সম্পর্ক আরও দৃঢ় হয়।

এই ছোট ছোট আচরণই পরিবারকে সাকীনাহর দিকে নিয়ে যায়।

অধ্যায় ২৩

আদর্শ দাম্পত্য জীবন (নবী ﷺ এর জীবন থেকে)

ইসলামি পরিবার ব্যবস্থার সবচেয়ে সুন্দর ও পরিপূর্ণ আদর্শ পাওয়া যায় মহানবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর দাম্পত্য জীবনে। তিনি ছিলেন কেবল একজন নবী নন; বরং একজন আদর্শ স্বামী, দায়িত্বশীল পরিবারপ্রধান এবং দয়ার প্রতীক। তাঁর দাম্পত্য জীবন ছিল ভালোবাসা, সম্মান, ধৈর্য, সহযোগিতা ও পারস্পরিক বোঝাপড়ার এক অনন্য দৃষ্টান্ত। বর্তমান যুগে দাম্পত্য জীবনের নানা সংকট, ভুল বোঝাবুঝি, অহংকার, যোগাযোগের অভাব এবং পারিবারিক অশান্তির প্রেক্ষাপটে রাসূল ﷺ-এর জীবন আমাদের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ গাইডলাইন। তাঁর জীবন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করলে পরিবারে শান্তি, ভালোবাসা এবং স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

❖ কুরআনের আলোকে নবী ﷺ-এর আদর্শ

আল্লাহ তা'আলা বলেন—

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

বাংলা অনুবাদঃ

"নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ।" (সূরা আল-আহযাব : ২১)

এই আয়াত প্রমাণ করে যে, ব্যক্তিগত, সামাজিক ও পারিবারিক—সবক্ষেত্রেই রাসূল ﷺ-এর জীবন অনুসরণযোগ্য।

❖ দাম্পত্য জীবনে ভালোবাসা ও কোমলতা

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর স্ত্রীদের সাথে অত্যন্ত কোমল ও ভালোবাসাপূর্ণ আচরণ করতেন। তিনি কখনো কঠোরতা বা রূঢ়তা প্রদর্শন করতেন না। বরং হাসিমুখে কথা বলা, অনুভূতির মূল্য দেওয়া এবং সময় কাটানো ছিল তাঁর জীবনের অংশ।

হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, রাসূল ﷺ কখনো পরিবারে কঠোর ব্যবহার করতেন না। তিনি সদা হাস্যোজ্জ্বল এবং কোমল আচরণ করতেন। (সহীহ মুসলিম)

বর্তমান সমাজে অনেক সময় দেখা যায়, মানুষ বাইরের মানুষের সাথে সুন্দর আচরণ করলেও পরিবারের সাথে কঠোর আচরণ করে। কিন্তু রাসূল ﷺ পরিবারকেই সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন।

❖ পরিবারের কাজে সহযোগিতা

রাসূল ﷺ-এর জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল ঘরোয়া কাজে অংশগ্রহণ করা। হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত—

"রাসূলুল্লাহ ﷺ পরিবারের কাজে সাহায্য করতেন, আর নামাজের সময় হলে তিনি নামাজে চলে যেতেন।"

(সহীহ আল-বুখারি)

তিনি কাপড় সেলাই করতেন, নিজের জুতা মেরামত করতেন এবং ঘরের বিভিন্ন কাজে সাহায্য করতেন। এটি প্রমাণ করে যে, পরিবারে সহযোগিতা করা মর্যাদাহানিকর নয়; বরং এটি ভালোবাসা ও দায়িত্ববোধের বহিঃপ্রকাশ।

❖ স্ত্রীর অনুভূতিকে গুরুত্ব দেওয়া

রাসূল ﷺ তাঁর স্ত্রীদের অনুভূতিকে অত্যন্ত মূল্য দিতেন। তিনি তাঁদের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতেন এবং আবেগকে সম্মান করতেন।

একবার হযরত সফিয়া (রা.) কোনো কারণে কষ্ট পেয়েছিলেন। রাসূল ﷺ তাঁর কষ্ট বুঝতে পেরে তাকে সান্ত্বনা দেন এবং সম্মানের সাথে বিষয়টি সমাধান করেন।

এই ঘটনা আমাদের শেখায় যে, সম্পর্কের মধ্যে অনুভূতির মূল্য দেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

❖ পারস্পরিক আনন্দ ও বিনোদন

ইসলাম দাম্পত্য জীবনকে শুধু দায়িত্বের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেনি; বরং আনন্দ ও বিনোদনের সুযোগও দিয়েছে।

হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, একবার তিনি রাসূল ﷺ-এর সাথে দৌড় প্রতিযোগিতা করেছিলেন এবং প্রথমবার তিনি জিতেছিলেন। পরবর্তীতে আরেকবার রাসূল ﷺ জিতে মজা করে বলেছিলেন—"এটি আগেরটির বদলা।"

(মুসনাদ আহমদ)

এই ঘটনা প্রমাণ করে যে, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে আনন্দঘন সময় কাটানো সম্পর্ককে শক্তিশালী করে।

❖ ধৈর্য ও ক্ষমাশীলতা

একটি পরিবারে মতবিরোধ হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু রাসূল ﷺ কখনো রাগ বা কঠোরতা দিয়ে সমস্যার সমাধান করতেন না।

তিনি বলেছেন—

“শক্তিশালী সেই ব্যক্তি নয়, যে কুস্তিতে জয়ী হয়; বরং শক্তিশালী সেই ব্যক্তি, যে রাগের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।”

(সহীহ আল-বুখারি)

দাম্পত্য জীবনে ধৈর্য ও ক্ষমাশীলতা সম্পর্ককে টিকিয়ে রাখার অন্যতম উপাদান।

❖ পরামর্শ ভিত্তিক সম্পর্ক

রাসূল ﷺ পরিবারে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে স্ত্রীদের পরামর্শ নিতেন। হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় উম্মে সালামা (রা.)-এর পরামর্শ গ্রহণ তার বড় উদাহরণ।

এটি প্রমাণ করে যে, স্ত্রীকে গুরুত্ব দেওয়া এবং মতামতকে মূল্য দেওয়া ইসলামি আদর্শ।

❖ আধুনিক সমাজের বাস্তবতা

বর্তমান সমাজে দাম্পত্য জীবনের বড় কিছু সমস্যা হলো—

- পারস্পরিক সময়ের অভাব
- অহংকার ও ইগো
- মোবাইল ও সোশ্যাল মিডিয়ার অতিরিক্ত ব্যবহার
- যোগাযোগের ঘাটতি
- রাগ ও অধৈর্যতা

এই সমস্যাগুলোর কারণে সম্পর্ক দুর্বল হয়ে যায়।

❖ ইসলামিক সমাধান

রাসূল ﷺ-এর দাম্পত্য জীবন থেকে আমরা কিছু গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা পাই—

- সুন্দর ভাষায় কথা বলা
- সময় দেওয়া
- দায়িত্ব ভাগাভাগি করা
- ভুল হলে ক্ষমা করা
- অনুভূতিকে মূল্য দেওয়া
- পরিবারকে অগ্রাধিকার দেওয়া

যে পরিবার নববী আদর্শ অনুসরণ করে, সেই পরিবারে শান্তি ও রহমত বৃদ্ধি পায়।

❖ বাস্তব শিক্ষা

একজন স্বামী যদি রাসূল ﷺ-এর আদর্শ অনুসরণ করে স্ত্রীর প্রতি সম্মান, ভালোবাসা ও সহমর্মিতা দেখায় এবং একজন স্ত্রীও সহযোগিতা, ধৈর্য ও সম্মানের মাধ্যমে সম্পর্ক বজায় রাখে—তাহলে পরিবারে প্রশান্তি প্রতিষ্ঠা হয়।
দাম্পত্য জীবন কেবল দায়িত্ব নয়; বরং এটি পারস্পরিক ভালোবাসা ও আখিরাতের সঙ্গী হওয়ার একটি পবিত্র সম্পর্ক।

রাসূল ﷺ-এর দাম্পত্য জীবন মানবজাতির জন্য একটি পরিপূর্ণ আদর্শ। তাঁর জীবনে আমরা দেখি—ভালোবাসা, দয়া, ধৈর্য, সহযোগিতা, সম্মান এবং দায়িত্ববোধের এক অনন্য সমন্বয়।
বর্তমান সমাজের পারিবারিক সংকট দূর করতে নবী ﷺ-এর জীবন অনুসরণ করা অত্যন্ত জরুরি। যখন পরিবার নববী আদর্শে পরিচালিত হয়, তখন তা কেবল সুখী পরিবার নয়; বরং একটি বরকতময় ও আখিরাতমুখী পরিবারে পরিণত হয়।

অধ্যায় ২৪

নবী ﷺ এর দাম্পত্য জীবনের মূলনীতি

মহানবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর দাম্পত্য জীবন ছিল ভারসাম্য, ভালোবাসা, দায়িত্ববোধ এবং মানবিকতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তিনি শুধু একজন নবী হিসেবেই নয়, বরং একজন আদর্শ স্বামী হিসেবেও মানবজাতির সামনে অনুকরণীয় উদাহরণ স্থাপন করেছেন। তাঁর সংসারজীবন আমাদের শেখায় যে, একটি সুখী ও স্থিতিশীল পরিবার গড়ে তুলতে কেবল অর্থনৈতিক সামর্থ্য যথেষ্ট নয়; বরং প্রয়োজন আন্তরিকতা, ন্যায়বিচার, ধৈর্য, সহযোগিতা এবং আল্লাহভীতি।

বর্তমান যুগে দাম্পত্য জীবনে যেসব সমস্যা দেখা যায়—ভুল বোঝাবুঝি, রাগ, অবহেলা, মানসিক দূরত্ব, পারস্পরিক অসম্মান—এসবের কার্যকর সমাধান পাওয়া যায় নবী ﷺ-এর দাম্পত্য জীবনের মূলনীতিগুলোর মধ্যে।

❖ কুরআনের আলোকে নবী ﷺ-এর আদর্শ

আল্লাহ তা'আলা বলেন—

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ

বাংলা অনুবাদঃ

"নিশ্চয়ই আপনি মহান চরিত্রের অধিকারী।"

(সূরা আল-কলম : ৪)

এই আয়াত রাসূল ﷺ-এর চারিত্রিক সৌন্দর্যের সাক্ষ্য বহন করে। তাঁর এই উত্তম চরিত্র দাম্পত্য জীবনেও প্রতিফলিত হয়েছিল।

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন—

لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

বাংলা অনুবাদঃ

"নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ।"

(সূরা আল-আহযাব : ২১)

এটি স্পষ্ট করে যে, পরিবার পরিচালনাসহ জীবনের সব ক্ষেত্রে রাসূল ﷺ-এর জীবন অনুসরণযোগ্য।

❖ মূলনীতি ১ : ভালোবাসা ও কোমল আচরণ

রাসূল ﷺ ছিলেন অত্যন্ত কোমল হৃদয়ের মানুষ। তিনি পরিবারের সদস্যদের সাথে কখনো কঠোর বা অপমানজনক আচরণ করতেন না।

তিনি বলেছেন—

"তোমাদের মধ্যে উত্তম সেই ব্যক্তি, যে তার পরিবারের কাছে উত্তম।" (জামে তিরমিজি)

এই হাদিস দাম্পত্য জীবনের অন্যতম মৌলিক নীতি নির্ধারণ করে—পরিবারের সাথে সুন্দর ব্যবহার।

রাসূল ﷺ স্ত্রীদের সাথে হাস্যরস করতেন, গল্প করতেন এবং সময় কাটাতেন। তিনি বুঝিয়েছেন, দাম্পত্য সম্পর্ক কেবল দায়িত্ব নয়; বরং ভালোবাসা ও আন্তরিকতার সম্পর্ক।

❖ মূলনীতি ২ : পারস্পরিক সম্মান ও মর্যাদা

রাসূল ﷺ কখনো তাঁর স্ত্রীদের অসম্মান করেননি। তিনি তাঁদের মতামতকে মূল্য দিতেন এবং সম্মানের সাথে কথা বলতেন।

হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় সাহাবিরা দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়লে উম্মে সালামা (রা.) রাসূল ﷺ-কে একটি গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দেন। রাসূল ﷺ সেই পরামর্শ গ্রহণ করেন, যা পরিস্থিতি সমাধানে কার্যকর ভূমিকা রাখে।

এটি আমাদের শিক্ষা দেয় যে, স্ত্রীকে ছোট না করে বরং সম্মান ও মূল্য দেওয়া উচিত।

❖ মূলনীতি ৩ : দায়িত্ব ভাগাভাগি ও সহযোগিতা

অনেকেই মনে করেন, পরিবারের কাজ শুধুমাত্র নারীর দায়িত্ব। কিন্তু রাসূল ﷺ-এর জীবন ছিল ভিন্ন।

হযরত আয়েশা (রা.) বলেন—

"রাসূলুল্লাহ ﷺ পরিবারের কাজে সাহায্য করতেন। আর নামাজের সময় হলে নামাজে চলে যেতেন।"

(সহীহ আল-বুখারি)

তিনি নিজের কাপড় সেলাই করতেন, জুতা মেরামত করতেন এবং পরিবারের কাজে অংশ নিতেন। এটি প্রমাণ করে যে, সহযোগিতা একটি সুন্দর পরিবারের অপরিহার্য অংশ।

❖ মূলনীতি ৪ : ধৈর্য ও ক্ষমাশীলতা

একটি পরিবারে মতবিরোধ হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু রাসূল ﷺ কখনো রাগের বশবর্তী হয়ে পরিবার পরিচালনা করেননি।

তিনি বলেছেন—

"শক্তিশালী সেই ব্যক্তি নয়, যে কুস্তিতে জয়ী হয়; বরং শক্তিশালী সেই ব্যক্তি, যে রাগের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।"

(সহীহ আল-বুখারি)

দাম্পত্য জীবনে ধৈর্য ও ক্ষমা সম্পর্ককে দীর্ঘস্থায়ী করে।

❖ মূলনীতি ৫ : অনুভূতির মূল্য দেওয়া

রাসূল ﷺ তাঁর স্ত্রীদের অনুভূতিকে গুরুত্ব দিতেন। তিনি বুঝতেন কখন তারা কষ্টে আছেন, কখন আনন্দিত এবং কখন মানসিক সমর্থন প্রয়োজন।

হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, রাসূল ﷺ তাঁর আবেগ ও অনুভূতিকে গুরুত্ব দিতেন এবং কোমলভাবে আচরণ করতেন।

(সহীহ মুসলিম)

বর্তমান সময়ে সম্পর্ক ভেঙে যাওয়ার অন্যতম কারণ হলো একে অপরের অনুভূতিকে গুরুত্ব না দেওয়া।

❖ মূলনীতি ৬ : ন্যায়বিচার ও ভারসাম্য

রাসূল ﷺ তাঁর স্ত্রীদের মধ্যে ন্যায়বিচার বজায় রাখতেন। সময়, দায়িত্ব এবং আচরণের ক্ষেত্রে তিনি ভারসাম্য রক্ষা করতেন।

ইসলাম পরিবারে ন্যায়কে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছে। পক্ষপাতিত্ব, অবিচার বা বৈষম্য সম্পর্ককে দুর্বল করে দেয়।

❖ আধুনিক সমাজের বাস্তবতা

বর্তমান সমাজে দাম্পত্য জীবনে কিছু বড় সমস্যা দেখা যায়—

- সময় না দেওয়া
- অহংকার ও আত্মকেন্দ্রিকতা
- রাগ ও অধৈর্যতা
- দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়া
- পারস্পরিক অসম্মান
- ডিজিটাল আসক্তি

এসব সমস্যার কারণে অনেক পরিবারে মানসিক দূরত্ব তৈরি হয়।

❖ ইসলামিক সমাধান

রাসূল ﷺ-এর দাম্পত্য জীবনের মূলনীতিগুলো অনুসরণ করলে পরিবারে শান্তি ফিরিয়ে আনা সম্ভব। যেমন—

- সুন্দর ভাষায় কথা বলা
- রাগ নিয়ন্ত্রণ করা
- নিয়মিত সময় দেওয়া
- ছোট বিষয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা
- একে অপরকে সম্মান করা
- ভুল হলে ক্ষমা চাওয়া

❖ বাস্তব শিক্ষা

একটি পরিবার তখনই সুন্দর হয়, যখন সেখানে ভালোবাসা ও দায়িত্বের ভারসাম্য থাকে। যদি স্বামী রাসূল ﷺ-এর মতো কোমলতা ও দায়িত্ববোধ দেখায় এবং স্ত্রীও সহযোগিতা ও সম্মানের মাধ্যমে সম্পর্ক বজায় রাখে, তবে পরিবারে সুখ ও প্রশান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

অধ্যায় ২৫

আবেগীয় বুদ্ধিমত্তা ও সহমর্মিতা

ইসলামি পরিবার ব্যবস্থায় একটি সুখী ও স্থিতিশীল সম্পর্ক গঠনের জন্য কেবল দায়িত্ব পালন বা ভালোবাসা যথেষ্ট নয়; বরং প্রয়োজন আবেগীয় বুদ্ধিমত্তা (Emotional Intelligence) এবং সহমর্মিতা। মানুষ কেবল যুক্তি দিয়ে পরিচালিত হয় না; তার অনুভূতি, কষ্ট, ভয়, হতাশা, আনন্দ ও প্রত্যাশাও তার আচরণকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। তাই একটি আদর্শ পরিবার গঠনে একে অপরের আবেগ বোঝা এবং তার যথাযথ মূল্য দেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বর্তমান যুগে অধিকাংশ পারিবারিক সমস্যা সৃষ্টি হয় ভুল বোঝাবুঝি, আবেগকে অবমূল্যায়ন এবং পারস্পরিক অনুভূতির প্রতি উদাসীনতার কারণে। অনেক সময় মানুষ অর্থনৈতিক দায়িত্ব পালন করলেও মানসিক দায়িত্ব পালন করতে ব্যর্থ হয়। ফলে একই ঘরে থেকেও মানুষ একাকীত্ব অনুভব করে।

ইসলাম মানুষের আবেগ ও অনুভূতির গুরুত্বকে অত্যন্ত মর্যাদার সাথে বিবেচনা করেছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবন গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, তিনি মানুষের আবেগ বুঝতেন, কষ্ট উপলব্ধি করতেন এবং সহমর্মিতার মাধ্যমে সম্পর্ক পরিচালনা করতেন।

❖ আবেগীয় বুদ্ধিমত্তা বলতে কী বোঝায়?

আবেগীয় বুদ্ধিমত্তা বলতে বোঝায়—নিজের আবেগ নিয়ন্ত্রণ করা, অন্যের অনুভূতি বুঝতে পারা এবং পরিস্থিতি অনুযায়ী সুন্দরভাবে আচরণ করার সক্ষমতা।

পারিবারিক জীবনে আবেগীয় বুদ্ধিমত্তার কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো—

- রাগ নিয়ন্ত্রণ করা
- একে অপরের অনুভূতি বুঝতে চেষ্টা করা
- কষ্টের সময়ে পাশে থাকা
- অভিযোগের পরিবর্তে বোঝার চেষ্টা করা
- ধৈর্য ও সহমর্মিতা প্রদর্শন করা

যে পরিবারে আবেগীয় পরিপক্কতা থাকে, সেখানে ছোট সমস্যা বড় সংঘাতে রূপ নেয় না।

❖ কুরআনের আলোকে সহমর্মিতা

আল্লাহ তা'আলা বলেন—

وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً

বাংলা অনুবাদঃ

"আর তিনি তোমাদের মাঝে ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন।"

(সূরা আর-রূম : ২১)

এই আয়াতে "রাহমাহ" বা দয়ার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ সম্পর্কের সৌন্দর্য তখনই টিকে থাকে, যখন সেখানে একে অপরের দুর্বলতাকে বোঝার মানসিকতা থাকে।

আরেক জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেন—

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ

বাংলা অনুবাদঃ

"আল্লাহর রহমতেই আপনি তাদের প্রতি কোমল হয়েছেন।"

(সূরা আলে-ইমরান : ১৫৯)

এই আয়াত আমাদের শেখায়—কোমলতা ও সহমর্মিতা সম্পর্ককে টিকিয়ে রাখার শক্তিশালী মাধ্যম।

❖ রাসূল ﷺ-এর জীবনে আবেগ বোঝার দৃষ্টান্ত

রাসূলুল্লাহ ﷺ মানুষের আবেগ বোঝার ক্ষেত্রে ছিলেন অনন্য।

হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, রাসূল ﷺ বুঝতে পারতেন তিনি কখন খুশি আছেন আর কখন কষ্টে আছেন। একবার তিনি মৃদু হাসি দিয়ে বলেছিলেন—

"আমি বুঝতে পারি তুমি কখন আমার উপর সন্তুষ্ট থাকো আর কখন অসন্তুষ্ট থাকো।"

(সহীহ আল-বুখারি)

এটি প্রমাণ করে, তিনি তাঁর স্ত্রীর অনুভূতির প্রতি গভীর মনোযোগ দিতেন।

আরেকবার হযরত সফিয়া (রা.) কোনো কথায় কষ্ট পেলে রাসূল ﷺ তাঁকে সান্ত্বনা দেন এবং তাঁর অনুভূতির মর্যাদা রক্ষা করেন। তিনি কখনো কাউকে আবেগের জন্য তুচ্ছ করতেন না।

❖ পরিবারের মধ্যে সহমর্মিতার প্রয়োজনীয়তা

সহমর্মিতা ছাড়া সম্পর্ক যান্ত্রিক হয়ে যায়। পরিবারে এমন মুহূর্ত আসে, যখন একজন মানুষ শুধু সমাধান চায় না; বরং চায় কেউ তার কষ্ট বুঝুক।

যেমন—

একজন স্বামী কর্মক্ষেত্রের চাপ নিয়ে বাসায় ফিরেছে। সে হয়তো শুধু চায়, কেউ তার

কথা শুনুক। আবার একজন স্ত্রী সারাদিনের কাজের ক্লান্তি শেষে একটু মানসিক সমর্থন প্রত্যাশা করতে পারে।

এই ছোট ছোট মানবিক আচরণ সম্পর্ককে গভীর করে।

সহমর্মিতার কিছু বাস্তব রূপ—

- মনোযোগ দিয়ে কথা শোনা
- কষ্টের সময় পাশে থাকা
- বিচার করার আগে বোঝার চেষ্টা করা
- ছোট অনুভূতিকেও গুরুত্ব দেওয়া
- রাগের সময় শান্ত থাকা

❖ রাগ নিয়ন্ত্রণ ও আবেগ ব্যবস্থাপনা

পরিবারে রাগ একটি বড় সমস্যা। অনেক সম্পর্ক রাগের মুহূর্তে বলা কথার কারণে দুর্বল হয়ে যায়।

রাসূল ﷺ বলেছেন—

“রাগ করো না।”

(সহীহ আল-বুখারি)

আরেক হাদিসে এসেছে—

“প্রকৃত শক্তিশালী সেই ব্যক্তি, যে রাগের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।”

(সহীহ আল-বুখারি ও মুসলিম)

রাগ নিয়ন্ত্রণের কিছু ইসলামিক উপায়—

- চুপ থাকা
- স্থান পরিবর্তন করা
- অযু করা
- আল্লাহকে স্মরণ করা
- তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত না নেওয়া

❖ আধুনিক সমাজের বাস্তবতা

বর্তমান সময়ে আবেগীয় দূরত্ব পারিবারিক অশান্তির অন্যতম বড় কারণ। অনেক পরিবারে দেখা যায়—

- মানুষ একে অপরের কথা শোনে না
- সবাই নিজের অবস্থান প্রমাণে ব্যস্ত

- প্রযুক্তি মানুষের যোগাযোগ কমিয়ে দিয়েছে
- মানসিক চাপ বেড়েছে
- সহানুভূতির অভাব দেখা দিয়েছে

ফলে একই ঘরে থেকেও মানুষ মানসিকভাবে দূরে সরে যাচ্ছে।

❖ ইসলামিক সমাধান

পরিবারে আবেগীয় সুস্থতা নিশ্চিত করতে ইসলাম কিছু বাস্তব নির্দেশনা দিয়েছে—

- নিয়মিত আন্তরিক কথা বলা
- কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা
- অনুভূতিকে ছোট না করা
- একসাথে সময় কাটানো
- একে অপরের জন্য দোয়া করা
- সমস্যা হলে শান্তভাবে আলোচনা করা

যখন পরিবারে "কে ঠিক" এই চিন্তার পরিবর্তে "কীভাবে সম্পর্ক ঠিক রাখা যায়"—এই চিন্তা কাজ করে, তখন শান্তি বৃদ্ধি পায়।

❖ বাস্তব উদাহরণ

ধরা যাক, একজন স্ত্রী কোনো কারণে মানসিকভাবে কষ্ট পেয়েছে। যদি স্বামী তাকে "তুমি বেশি ভাবছো" বলে এড়িয়ে না গিয়ে তার কথা মন দিয়ে শোনে, তাহলে সম্পর্ক গভীর হয়।

একইভাবে, একজন স্বামী কর্মজীবনের চাপের মধ্যে থাকলে স্ত্রী যদি তার মানসিক অবস্থাকে বোঝে এবং সমর্থন দেয়, তাহলে পরিবারে বিশ্বাস ও ভালোবাসা বৃদ্ধি পায়।

অধ্যায় ২৬

গভীর বিশ্বাস ও সমর্থন

ইসলামি পরিবার ব্যবস্থার একটি অপরিহার্য ভিত্তি হলো পারস্পরিক বিশ্বাস ও সমর্থন। একটি পরিবার তখনই শক্তিশালী ও স্থিতিশীল হয়, যখন স্বামী-স্ত্রী একে অপরের প্রতি আস্থা রাখে, কঠিন সময়ে পাশে দাঁড়ায় এবং জীবনের প্রতিটি পরিস্থিতিতে সহযোগিতা করে। বিশ্বাস এমন একটি বিষয়, যা ভেঙে গেলে সম্পর্কের ভিত দুর্বল হয়ে যায়; কিন্তু সঠিকভাবে গড়ে উঠলে এটি পরিবারকে অটুট রাখে।

মানুষের জীবনে সুখ-দুঃখ, সফলতা-ব্যর্থতা, মানসিক চাপ ও নানা প্রতিকূলতা আসে। এমন সময় একজন মানুষের সবচেয়ে বড় শক্তি হতে পারে তার পরিবার। যদি পরিবারে সমর্থন, বোঝাপড়া ও আস্থা থাকে, তাহলে কঠিন পরিস্থিতিও সহজ হয়ে যায়। কিন্তু যখন সন্দেহ, অবিশ্বাস বা মানসিক দূরত্ব তৈরি হয়, তখন ছোট সমস্যাও বড় সংকটে রূপ নিতে পারে।

ইসলাম দাম্পত্য সম্পর্ককে শুধু ভালোবাসার সম্পর্ক হিসেবে দেখেনি; বরং এটিকে পারস্পরিক আস্থা, সহযোগিতা ও আত্মিক বন্ধনের সম্পর্ক হিসেবে উপস্থাপন করেছে।

❖ কুরআনের আলোকে বিশ্বাস ও সমর্থন

আল্লাহ তা'আলা বলেন—

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ

বাংলা অনুবাদঃ

"তারা তোমাদের জন্য পোশাক এবং তোমরা তাদের জন্য পোশাক।" (সূরা আল-বাকারা : ১৮৭)

এই আয়াতে "পোশাক" উপমার মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে—স্বামী-স্ত্রী একে অপরের নিরাপত্তা, গোপনীয়তা রক্ষা, সমর্থন এবং মানসিক আশ্রয়।

আরেক জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেন—

وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً

বাংলা অনুবাদঃ

"আর তিনি তোমাদের মাঝে ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন।" (সূরা আর-রূম : ২১)

ভালোবাসা ও দয়ার পাশাপাশি সম্পর্কের গভীরতায় বিশ্বাসও একটি অপরিহার্য উপাদান।

❖ রাসূল ﷺ-এর জীবনে বিশ্বাসের বাস্তব দৃষ্টান্ত

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবনে পারস্পরিক বিশ্বাসের সবচেয়ে সুন্দর উদাহরণ পাওয়া যায় হযরত খাদিজা (রা.)-এর সাথে তাঁর সম্পর্কে।

প্রথম ওহি নাজিল হওয়ার পর রাসূল ﷺ অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলেন। সেই কঠিন মুহূর্তে হযরত খাদিজা (রা.) তাঁকে মানসিক সমর্থন দেন এবং বলেন—"আল্লাহ কখনো আপনাকে অপমান করবেন না। আপনি আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখেন, অসহায়দের সাহায্য করেন এবং সত্যের পথে থাকেন।" (সহীহ আল-বুখারি)

এই ঘটনা আমাদের শিক্ষা দেয়—একজন জীবনসঙ্গী কেবল সুখের সময়ের সাথী নয়; বরং সংকটের সময়ের সবচেয়ে বড় সমর্থন।

রাসূল ﷺ স্ত্রীদের প্রতি আস্থা রাখতেন এবং তাঁদের মতামতকে মূল্য দিতেন। হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় উম্মে সালামা (রা.)-এর পরামর্শ গ্রহণ এর একটি বড় উদাহরণ।

(সহীহ আল-বুখারি)

❖ বিশ্বাস কেন গুরুত্বপূর্ণ?

একটি পরিবারে বিশ্বাস না থাকলে সম্পর্ক ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে পড়ে। সন্দেহ, অকারণ জিজ্ঞাসাবাদ, গোপন নজরদারি বা নেতিবাচক ধারণা সম্পর্ককে বিষাক্ত করে তোলে। বিশ্বাসের কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো—

- কথার প্রতি আস্থা রাখা
- প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা
- ব্যক্তিগত গোপনীয়তা সম্মান করা
- অকারণ সন্দেহ না করা
- কঠিন সময়ে পাশে থাকা

যখন মানুষ অনুভব করে—"যাই হোক, আমার পাশে একজন আছে"—তখন মানসিক শক্তি বৃদ্ধি পায়।

❖ সমর্থনের শক্তি

একটি পরিবারের শক্তি কেবল অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিতে নয়; বরং পারস্পরিক সমর্থনের মধ্যে নিহিত।

একজন স্বামী কর্মজীবনে ব্যর্থ হতে পারে, ব্যবসায় ক্ষতি হতে পারে বা মানসিক চাপের মধ্যে থাকতে পারে। এমন পরিস্থিতিতে যদি স্ত্রী তাকে দোষারোপ না করে বরং সাহস দেয়, তাহলে সে নতুন করে দাঁড়ানোর শক্তি পায়।

একইভাবে একজন স্ত্রী মানসিক কষ্ট, শারীরিক ক্লান্তি বা পারিবারিক চাপের মধ্যে থাকতে পারে। যদি স্বামী তার কথা শোনে, অনুভূতি বোঝে এবং সহায়তা করে, তাহলে পরিবারে প্রশান্তি বৃদ্ধি পায়।

❖ সন্দেহ ও অবিশ্বাসের ক্ষতিকর প্রভাব

বর্তমান সময়ে অনেক পরিবার ভাঙনের পেছনে অন্যতম কারণ হলো সন্দেহ ও অবিশ্বাস।

আল্লাহ তা'আলা বলেন—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ

বাংলা অনুবাদঃ

"হে মুমিনগণ! তোমরা অধিক ধারণা (সন্দেহ) থেকে বেঁচে থাকো; কারণ কিছু ধারণা গুনাহ।"

(সূরা আল-হুজুরাত : ১২)

অকারণ সন্দেহ, গোপনে ফোন দেখা, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অতিরিক্ত নজরদারি এবং অবিশ্বাস সম্পর্ককে ধ্বংস করে দিতে পারে।

❖ আধুনিক সমাজের বাস্তবতা

বর্তমান যুগে বিশ্বাসের সংকট বাড়ছে। এর কিছু কারণ হলো—

- সোশ্যাল মিডিয়ার অতিরিক্ত প্রভাব
- সময় না দেওয়া
- যোগাযোগের ঘাটতি
- অতীত নিয়ে অযথা সন্দেহ
- গোপনীয়তার লঙ্ঘন

ফলে অনেক মানুষ একই ঘরে থেকেও নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে।

❖ ইসলামিক সমাধান

ইসলাম পরিবারে বিশ্বাস গড়ে তোলার জন্য কিছু বাস্তব দিকনির্দেশনা দিয়েছে—

- সত্যবাদী হওয়া
- খোলামেলা যোগাযোগ রাখা
- প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা
- অকারণ সন্দেহ এড়িয়ে চলা
- কষ্টের সময় পাশে থাকা
- একে অপরের জন্য দোয়া করা

রাসূল ﷺ বলেছেন—

"মুমিন সেই ব্যক্তি, যার হাত ও জিহ্বা থেকে অন্যরা নিরাপদ থাকে।" (সহীহ আল-বুখারি ও মুসলিম)

এই নিরাপত্তা পরিবারের ক্ষেত্রেই সবচেয়ে বেশি প্রযোজ্য।

❖ বাস্তব শিক্ষা

একজন স্ত্রী যদি স্বামীর কঠিন সময়ে তার পাশে দাঁড়ায় এবং একজন স্বামী যদি স্ত্রীর দুর্বল মুহূর্তে তাকে মানসিকভাবে সমর্থন দেয়, তাহলে সম্পর্ক গভীর হয়।

বিশ্বাস মানে শুধু ভালো সময়ে একসাথে থাকা নয়; বরং কঠিন সময়েও একে অপরের হাত না ছাড়া।

অধ্যায় ২৭

আনন্দঘন মুহূর্ত ও বিনোদন

ইসলামি পরিবার ব্যবস্থায় দাম্পত্য জীবনকে কেবল দায়িত্ব, কর্তব্য এবং গাম্ভীর্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়নি; বরং সেখানে আনন্দ, হাসি, বিনোদন এবং পারস্পরিক সুখ ভাগাভাগির বিষয়টিকেও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। একটি পরিবার তখনই প্রাণবন্ত ও স্থিতিশীল হয়, যখন সেখানে দায়িত্বের পাশাপাশি আনন্দঘন মুহূর্ত, মানসিক স্বস্তি এবং ইতিবাচক সম্পর্ক বজায় থাকে।

অনেক মানুষ মনে করে, ইসলাম মানেই কেবল কঠোরতা বা আনন্দবিমুখ জীবন। অথচ মহানবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর জীবন পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, তিনি পরিবারে হাস্যরস, আনন্দ এবং বিনোদনের সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি করতেন। তিনি দাম্পত্য জীবনকে এমনভাবে পরিচালনা করেছেন, যেখানে দায়িত্ব ও আনন্দের মধ্যে একটি সুন্দর ভারসাম্য ছিল।

বর্তমান যুগে ব্যস্ততা, কর্মচাপ, আর্থিক দুশ্চিন্তা এবং প্রযুক্তির অতিরিক্ত ব্যবহারের কারণে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে আন্তরিক সময় কাটানোর প্রবণতা কমে যাচ্ছে। ফলে একই ঘরে থেকেও মানুষ আবেগগতভাবে দূরে সরে যাচ্ছে। ইসলাম এই সমস্যা সমাধানে পরিবারে আনন্দঘন সময় কাটানোর উৎসাহ দিয়েছে।

❖ কুরআনের আলোকে প্রশান্তিময় সম্পর্ক

আল্লাহ তা'আলা বলেন—

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً

বাংলা অনুবাদঃ

"আর তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে রয়েছে—তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকেই সঙ্গিনী সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে প্রশান্তি লাভ করতে পারো এবং তিনি তোমাদের মাঝে ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন।" (সূরা আর-রূম : ২১)

এই আয়াতে "প্রশান্তি" এবং "ভালোবাসা" শব্দগুলো স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে, পরিবার এমন একটি জায়গা হবে যেখানে মানুষ আনন্দ, স্বস্তি ও মানসিক শান্তি খুঁজে পাবে।

❖ রাসূল ﷺ-এর জীবনে আনন্দঘন মুহূর্ত

রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন অত্যন্ত প্রাণবন্ত ও মানবিক ব্যক্তিত্বের অধিকারী। তিনি তাঁর স্ত্রীদের সাথে আনন্দঘন সময় কাটাতেন, হাস্যরস করতেন এবং সম্পর্ককে আন্তরিক রাখতেন।

হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন—একবার তিনি রাসূল ﷺ-এর সাথে দৌড় প্রতিযোগিতা করেছিলেন। প্রথমবার তিনি জিতে যান। কিছুদিন পর আবার দৌড় হলে রাসূল ﷺ জিতে মুচকি হেসে বলেন—

"এটি আগেরবারের বদলা।"

(মুসনাদ আহমদ)

এই ঘটনাটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ এটি প্রমাণ করে, দাম্পত্য জীবনে আনন্দ, খেলাধুলা বা হাস্যরস ইসলামবিরোধী নয়; বরং সম্পর্ককে গভীর করার একটি মাধ্যম। আরেক বর্ণনায় এসেছে, হযরত আয়েশা (রা.) আবিসিনীয়দের খেলা দেখছিলেন এবং রাসূল ﷺ তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে তাঁকে দেখতে সাহায্য করেছিলেন। (সহীহ আল-বুখারি)

এটি প্রমাণ করে যে, স্ত্রী বা পরিবারের সদস্যদের মানসিক আনন্দের বিষয়টিকে গুরুত্ব দেওয়া নববী আদর্শের অংশ।

❖ পরিবারে আনন্দের গুরুত্ব

একটি পরিবারে শুধু দায়িত্ব থাকলে সম্পর্ক যান্ত্রিক হয়ে যায়। কিন্তু যখন আনন্দঘন মুহূর্ত সৃষ্টি হয়, তখন সম্পর্ক প্রাণবন্ত থাকে।

আনন্দঘন সময়—

- মানসিক চাপ কমায়
- সম্পর্ক গভীর করে
- ভুল বোঝাবুঝি কমায়
- সন্তানদের মানসিক বিকাশে সহায়তা করে
- পারিবারিক বন্ধন দৃঢ় করে

যে পরিবার একসাথে হাসে, কথা বলে এবং সময় কাটায়—সেই পরিবারে মানসিক দূরত্ব কম থাকে।

❖ আনন্দ ও বিনোদনের ইসলামিক সীমারেখা

ইসলাম বিনোদনকে অনুমোদন দিয়েছে, তবে কিছু নৈতিক সীমারেখা নির্ধারণ করেছে।

বিনোদন এমন হতে হবে—

- হারাম বা অশ্লীলতা মুক্ত
- দায়িত্ব অবহেলার কারণ না হয়
- আল্লাহর স্মরণ থেকে দূরে সরিয়ে না দেয়
- পরিবারে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে

অর্থাৎ ইসলাম আনন্দকে নিষিদ্ধ করেনি; বরং ভারসাম্যপূর্ণ ও সুন্দর আনন্দকে উৎসাহিত করেছে।

❖ আধুনিক সমাজের বাস্তবতা

বর্তমান সমাজে পরিবারের বড় একটি সমস্যা হলো—একসাথে সময় না কাটানো।

অনেক পরিবারে দেখা যায়—

- সবাই মোবাইলে ব্যস্ত
- আন্তরিক আলাপ কমে গেছে
- একসাথে খাওয়ার অভ্যাস নেই
- পরিবারের মধ্যে হাসি ও আনন্দ কমে গেছে

ফলে মানসিক দূরত্ব বাড়ছে এবং সম্পর্ক দুর্বল হয়ে পড়ছে।

বিশেষ করে সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে মানুষ বাইরের মানুষের সাথে বেশি সংযুক্ত থাকলেও পরিবারের মানুষের সাথে আবেগীয় সংযোগ হারিয়ে ফেলছে।

❖ ইসলামিক সমাধান

পরিবারে আনন্দঘন পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে ইসলাম কিছু বাস্তব দিকনির্দেশনা দেয়—

- একসাথে সময় কাটানো
- একসাথে খাবার খাওয়া
- পরিবার নিয়ে ভ্রমণ বা হাঁটাহাঁটি করা
- সন্তানদের সাথে খেলাধুলা করা
- হাসিমুখে কথা বলা
- ছোট ছোট আনন্দ উদযাপন করা

রাসূল ﷺ বলেছেন—

“তোমার ভাইয়ের দিকে হাসিমুখে তাকানোও সদকা।”

(জামে তিরমিজি)

পরিবারের ক্ষেত্রেও এই শিক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

❖ বাস্তব উদাহরণ

ধরা যাক, একটি পরিবার প্রতিদিন অন্তত ৩০ মিনিট একসাথে বসে কথা বলে, চা পান করে বা দিনের অভিজ্ঞতা শেয়ার করে—এতে সম্পর্ক গভীর হয়।

আবার একজন স্বামী যদি মাঝে মাঝে স্ত্রীকে সময় দেয়, কোথাও ঘুরতে নিয়ে যায় বা ছোট উপহার দিয়ে খুশি করে, তাহলে সম্পর্ক আরও আন্তরিক হয়।

একইভাবে স্ত্রীও যদি স্বামীর মানসিক চাপ বুঝে তাকে স্বস্তি দেওয়ার চেষ্টা করে, তাহলে পরিবারে ইতিবাচক পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

অধ্যায় ২৮

ক্ষমাশীলতা ও ধৈর্য

ইসলামি পরিবার ব্যবস্থায় একটি সুখী ও দীর্ঘস্থায়ী সম্পর্কের অন্যতম প্রধান ভিত্তি হলো ক্ষমাশীলতা ও ধৈর্য। মানুষ হিসেবে প্রত্যেকেরই ভুল হতে পারে, সীমাবদ্ধতা থাকতে পারে এবং কখনো কখনো আবেগের বশবর্তী হয়ে এমন আচরণও হয়ে যেতে পারে, যা সম্পর্কের মধ্যে কষ্ট সৃষ্টি করে। এমন বাস্তবতায় পরিবারকে টিকিয়ে রাখতে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হয় ধৈর্য, সহনশীলতা এবং একে অপরকে ক্ষমা করার মানসিকতা।

দাম্পত্য জীবন এমন একটি সম্পর্ক, যেখানে দুইজন ভিন্ন ব্যক্তি—ভিন্ন পরিবেশ, চিন্তাভাবনা, অভ্যাস এবং মানসিকতা নিয়ে একসাথে জীবনযাপন শুরু করে। ফলে মতপার্থক্য বা ভুল বোঝাবুঝি হওয়া অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু সেই সমস্যাগুলোকে কীভাবে মোকাবিলা করা হবে, সেটিই নির্ধারণ করে সম্পর্ক কতটা সুন্দর ও স্থায়ী হবে।

বর্তমান সমাজে দেখা যায়, অনেক সম্পর্ক ছোট ছোট বিষয় নিয়ে ভেঙে যাচ্ছে। অহংকার, তাৎক্ষণিক রাগ, ক্ষমা করতে না পারা এবং ধৈর্যের অভাব পারিবারিক অশান্তিকে আরও বাড়িয়ে দেয়। অথচ ইসলাম আমাদের শিখিয়েছে—সম্পর্ক টিকিয়ে রাখতে হলে ধৈর্য ধরতে হবে এবং একে অপরের ভুলকে ক্ষমা করার মানসিকতা গড়ে তুলতে হবে।

❖ কুরআনের আলোকে ধৈর্য ও ক্ষমাশীলতা

আল্লাহ তা'আলা বলেন—

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

বাংলা অনুবাদঃ

"তোমরা তাদের সাথে সদ্ভাবে জীবনযাপন করো। যদি তোমরা তাদের অপছন্দ করো, তবে হতে পারে তোমরা এমন কিছুকে অপছন্দ করছো, যাতে আল্লাহ অনেক কল্যাণ রেখেছেন।"

(সূরা আন-নিসা : ১৯)

এই আয়াত আমাদের শিক্ষা দেয় যে, সাময়িক রাগ বা অপছন্দের কারণে সম্পর্ক নষ্ট না করে ধৈর্য ধারণ করতে হবে। কারণ মানুষের মধ্যে দুর্বলতা থাকলেও তার ভেতরে বহু ভালো গুণ থাকতে পারে।

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন—

وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

বাংলা অনুবাদঃ

"যারা রাগ সংবরণ করে এবং মানুষকে ক্ষমা করে, আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালোবাসেন।"

(সূরা আলে ইমরান : ১৩৪)

পরিবারের ক্ষেত্রেও এই শিক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ পরিবারের মানুষই সবচেয়ে বেশি একে অপরের কাছাকাছি থাকে এবং ভুল হওয়ার সম্ভাবনাও বেশি থাকে।

❖ রাসূল ﷺ-এর জীবনে ধৈর্য ও ক্ষমাশীলতা

রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন ধৈর্য ও ক্ষমাশীলতার সর্বোত্তম আদর্শ। তিনি কখনো রাগের বশে পরিবারে কঠোরতা প্রদর্শন করতেন না। বরং ভুল হলে কোমলতা ও প্রজ্ঞার মাধ্যমে বিষয় সমাধান করতেন।

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত—

রাসূল ﷺ কখনো নিজের ব্যক্তিগত কারণে প্রতিশোধ নিতেন না; বরং ক্ষমা করতেন। (সহীহ মুসলিম)

আরেক হাদিসে রাসূল ﷺ বলেছেন—

"যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি দয়া করে না, তার প্রতিও দয়া করা হবে না।" (সহীহ আল-বুখারি ও মুসলিম)

এই শিক্ষা পরিবারে আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ ভালোবাসার সম্পর্ক রাগ দিয়ে নয়; বরং দয়া ও ক্ষমার মাধ্যমে টিকে থাকে।

❖ ধৈর্যের গুরুত্ব

দাম্পত্য জীবনে ধৈর্য এমন একটি গুণ, যা সম্পর্ককে কঠিন সময়েও ধরে রাখে।

ধৈর্যের বাস্তব কিছু দিক হলো—

- রাগের সময় তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া না দেওয়া
- কষ্ট পেলেও অপমানজনক কথা না বলা
- ভুল বোঝাবুঝি হলে শান্তভাবে আলোচনা করা
- কঠিন সময়েও সম্পর্ক রক্ষা করার চেষ্টা করা
- সঙ্গীর সীমাবদ্ধতাকে বোঝার চেষ্টা করা

যখন মানুষ ধৈর্য ধরে, তখন ছোট সমস্যা বড় সংকটে রূপ নেয় না।

❖ ক্ষমা কেন গুরুত্বপূর্ণ?

মানুষ কখনোই পরিপূর্ণ নয়। প্রত্যেকের মধ্যেই কিছু দুর্বলতা ও ভুল থাকে। যদি পরিবারে সবাই শুধু হিসাব রাখে—"সে আমার সাথে কী ভুল করেছে"—তাহলে সম্পর্ক টিকে থাকা কঠিন হয়ে যায়।

ক্ষমা করার কিছু ইতিবাচক প্রভাব—

- মানসিক শান্তি বৃদ্ধি পায়
- সম্পর্ক গভীর হয়
- অহংকার কমে যায়
- ভুল বোঝাবুঝি দ্রুত দূর হয়
- পরিবারে ইতিবাচক পরিবেশ সৃষ্টি হয়

রাসূল ﷺ বলেছেন—

"যে ক্ষমা করে, আল্লাহ তার মর্যাদা বৃদ্ধি করেন।"

(সহীহ মুসলিম)

❖ রাগ নিয়ন্ত্রণের ইসলামিক শিক্ষা

পরিবারে অনেক সমস্যা মুহূর্তের রাগ থেকে সৃষ্টি হয়।

রাসূল ﷺ বলেছেন—

"রাগ করো না।"

(সহীহ আল-বুখারি)

আরেক হাদিসে তিনি বলেন—

"প্রকৃত শক্তিশালী সেই ব্যক্তি নয়, যে কুস্তিতে জয়ী হয়; বরং সেই ব্যক্তি, যে রাগের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।"

(সহীহ আল-বুখারি ও মুসলিম)

রাগ নিয়ন্ত্রণের কিছু কার্যকর উপায়—

- চুপ থাকা
- স্থান পরিবর্তন করা
- অযু করা
- আল্লাহর স্মরণ করা
- তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত না নেওয়া

❖ আধুনিক সমাজের বাস্তবতা

বর্তমান যুগে পারিবারিক ভাঙনের অন্যতম কারণ হলো—

- ধৈর্যের অভাব
- অহংকার
- ক্ষমা করতে না পারা
- সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নেতিবাচক প্রভাব
- ছোট বিষয় বড় করে দেখা

অনেক সময় একটি ছোট ভুলকে বড় ইস্যু বানিয়ে সম্পর্ক নষ্ট করা হয়।

❖ ইসলামিক সমাধান

পরিবারে শান্তি বজায় রাখতে ইসলাম কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা দিয়েছে—

- সমস্যা হলে সঙ্গে সঙ্গে বিচ্ছেদের চিন্তা না করা
- রাগের সময় নীরব থাকা
- একে অপরের ভালো গুণ স্মরণ করা
- ভুল হলে ক্ষমা করা
- একসাথে দোয়া করা

যখন পরিবারে "জেতা" নয় বরং "সম্পর্ক বাঁচানো" গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে, তখন শান্তি বৃদ্ধি পায়।

❖ বাস্তব শিক্ষা

একজন স্বামী যদি স্ত্রীর ছোট ভুলকে ক্ষমা করে এবং একজন স্ত্রী যদি স্বামীর কঠিন সময় বা সীমাবদ্ধতাকে ধৈর্যের সাথে গ্রহণ করে, তাহলে সম্পর্ক দৃঢ় হয়।

অনেক সফল সম্পর্কের পেছনে বড় কারণ হলো—তারা একে অপরকে বদলানোর চেয়ে বুঝতে শিখেছে।

অধ্যায় ২৯

পারিবারিক সমস্যা ও সমাধান

মানুষের জীবনে পরিবার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানগুলোর একটি। পরিবার মানুষকে ভালোবাসা, নিরাপত্তা, মানসিক প্রশান্তি এবং সামাজিক পরিচয় প্রদান করে। তবে বাস্তবতা হলো—যেখানে মানুষ আছে, সেখানে মতভেদ, ভুল বোঝাবুঝি এবং সমস্যাও থাকবে। তাই কোনো পরিবারে সমস্যা হওয়া অস্বাভাবিক নয়; বরং সমস্যাকে কীভাবে সমাধান করা হয় সেটিই পরিবারকে শক্তিশালী বা দুর্বল করে।

অনেক মানুষ মনে করেন, একটি আদর্শ পরিবার মানেই এমন পরিবার যেখানে কখনো ঝগড়া হয় না বা মতপার্থক্য তৈরি হয় না। কিন্তু বাস্তবে এমন ধারণা সঠিক নয়। এমনকি নবীদের পরিবারেও পরীক্ষা এসেছে। ইসলাম আমাদের শিখিয়েছে—সমস্যা এড়িয়ে যাওয়া নয়; বরং ধৈর্য, প্রজ্ঞা, ন্যায় এবং সহমর্মিতার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করাই প্রকৃত সফলতা।

বর্তমান সমাজে পারিবারিক সমস্যার সংখ্যা আশঙ্কাজনকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিবাহবিচ্ছেদ, মানসিক দূরত্ব, পারিবারিক অশান্তি, সন্তানের অবহেলা এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক দুর্বল হয়ে পড়া আজকের সমাজের বড় চ্যালেঞ্জ। ইসলাম এসব সমস্যার গভীর ও বাস্তবসম্মত সমাধান প্রদান করেছে।

❖ পরিবারে সমস্যা কেন সৃষ্টি হয়?

পারিবারিক সমস্যা বিভিন্ন কারণে তৈরি হতে পারে। কিছু সমস্যা সাময়িক, আবার কিছু সমস্যা দীর্ঘমেয়াদি হয়।

সাধারণ কিছু কারণ হলো—

- যোগাযোগের অভাব
- ভুল বোঝাবুঝি
- আর্থিক চাপ
- রাগ ও অহংকার
- দায়িত্ব পালনে অবহেলা
- সময় না দেওয়া
- আত্মীয়দের অতিরিক্ত হস্তক্ষেপ

- প্রযুক্তি ও সোশ্যাল মিডিয়ার নেতিবাচক প্রভাব
- পারস্পরিক অসম্মান

যখন ছোট সমস্যাগুলো সময়মতো সমাধান করা হয় না, তখন সেগুলো বড় সংকটে পরিণত হয়।

❖ কুরআনের আলোকে সমস্যা সমাধানের শিক্ষা

আল্লাহ তা'আলা বলেন—

وَالصُّلْحُ خَيْرٌ

বাংলা অনুবাদঃ

"মীমাংসা উত্তম।"

(সূরা আন-নিসা : ১২৮)

এই আয়াত পরিবারে বিরোধ দেখা দিলে শান্তিপূর্ণ সমাধানকে উৎসাহিত করে।

আরেক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন—

فَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا

বাংলা অনুবাদঃ

"যদি তোমরা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিরোধের আশঙ্কা করো, তাহলে একজন মীমাংসাকারী পুরুষের পরিবার থেকে এবং একজন নারীর পরিবার থেকে নিযুক্ত করো।"

(সূরা আন-নিসা : ৩৫)

এই আয়াত আমাদের শিক্ষা দেয়—সমস্যা গভীর হলে বিজ্ঞ ও নিরপেক্ষ মানুষের সহায়তা নেওয়া উচিত।

❖ রাসূল ﷺ-এর জীবনে সমস্যা সমাধানের পদ্ধতি

রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনো রাগ বা কঠোরতার মাধ্যমে সমস্যা সমাধান করতেন না। বরং তিনি ধৈর্য, কোমলতা এবং সংলাপের মাধ্যমে বিষয়গুলো সমাধান করতেন।

তিনি বলেছেন—

"কোমলতা যে জিনিসে থাকে, তা সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়; আর যে জিনিস থেকে কোমলতা সরিয়ে নেওয়া হয়, তা ত্রুটিপূর্ণ হয়ে যায়।"

(সহীহ মুসলিম)

আরেক হাদিসে তিনি বলেন—

"মুমিন পুরুষ যেন মুমিন নারীকে ঘৃণা না করে। তার একটি স্বভাব অপছন্দ হলে অন্য কোনো স্বভাব পছন্দ করবে।"

(সহীহ মুসলিম)

এই হাদিস দাম্পত্য জীবনে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির গুরুত্ব শেখায়।

❖ পারিবারিক সমস্যার সাধারণ ধরন

১. যোগাযোগের সমস্যা

অনেক পরিবারে মূল সমস্যা হলো কথা না বলা বা ভুলভাবে কথা বলা। না শোনা, কঠোর ভাষা ব্যবহার এবং ভুল বোঝাবুঝি সম্পর্ক দুর্বল করে।

২. আর্থিক সমস্যা

অর্থনৈতিক সংকট পরিবারে চাপ তৈরি করতে পারে। আয়-ব্যয়ের ভারসাম্য না থাকলে ঝগড়া বৃদ্ধি পায়।

৩. আত্মীয়দের হস্তক্ষেপ

কিছু পরিবারে অতিরিক্ত পারিবারিক হস্তক্ষেপ সম্পর্ক নষ্ট করে দেয়।

৪. সন্তান পালনে মতবিরোধ

শিক্ষা, শাসন বা ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে মতবিরোধ দেখা দিতে পারে।

৫. মানসিক দূরত্ব

ব্যস্ততা, প্রযুক্তি বা সময় না দেওয়ার কারণে সম্পর্ক দুর্বল হয়ে পড়ে।

❖ সমস্যা সমাধানে ইসলামিক পদ্ধতি

১. সংলাপ ও খোলামেলা আলোচনা

সমস্যা চেপে না রেখে শান্তভাবে আলোচনা করা প্রয়োজন।

২. ধৈর্য ও রাগ নিয়ন্ত্রণ

তাৎক্ষণিক রাগের সিদ্ধান্ত সম্পর্ক নষ্ট করতে পারে।

৩. দোয়া ও ইবাদত

যে পরিবার আল্লাহর সাহায্য চায়, সেখানে রহমত বৃদ্ধি পায়।

৪. ক্ষমাশীলতা

সব ভুলের হিসাব রাখলে সম্পর্ক দীর্ঘস্থায়ী হয় না।

৫. প্রয়োজন হলে তৃতীয় পক্ষের সহায়তা

বিশ্বাসযোগ্য, দ্বীনদার এবং নিরপেক্ষ মানুষের পরামর্শ নেওয়া যেতে পারে।

❖ আধুনিক সমাজের বাস্তবতা

বর্তমান সময়ে পরিবার ভাঙনের বড় কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে—

- অতিরিক্ত ইগো
- ডিজিটাল আসক্তি
- বিবাহকে দায়িত্ব নয়, কেবল অনুভূতির সম্পর্ক ভাবা

- তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত
- ধৈর্যের অভাব

বিশেষ করে সোশ্যাল মিডিয়ায় অন্যের জীবন দেখে নিজের সম্পর্ককে নেতিবাচকভাবে মূল্যায়ন করাও একটি সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

❖ বাস্তব উদাহরণ

ধরা যাক, একটি দম্পতির মধ্যে অর্থনৈতিক সমস্যা নিয়ে মতবিরোধ হচ্ছে। যদি তারা একে অপরকে দোষারোপ না করে বাজেট পরিকল্পনা এবং পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে সমাধান খোঁজে, তাহলে সমস্যা নিয়ন্ত্রণে আসে।

আবার যদি রাগের সময় চুপ থেকে পরে শান্তভাবে আলোচনা করা হয়, তাহলে বড় সংঘাত এড়ানো সম্ভব হয়।

❖ গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষণীয় বিষয়

- সমস্যা হওয়া মানেই সম্পর্ক শেষ নয়
- যোগাযোগ সমস্যার বড় সমাধান
- রাগের সময় সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত নয়
- ক্ষমা সম্পর্ককে দীর্ঘস্থায়ী করে
- আল্লাহভীতি পরিবারকে শক্তিশালী করে

অধ্যায় ৩০

পারিবারিক সমস্যার স্বরূপ ও বাস্তবতা

পারিবারিক সমস্যার কারণ, বাস্তবতা ও ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি

পরিবার মানুষের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আশ্রয়স্থল। এখানেই মানুষ ভালোবাসা, নিরাপত্তা, সহানুভূতি ও মানসিক প্রশান্তি খুঁজে পায়। কিন্তু বাস্তব জীবনে এমন কোনো পরিবার নেই, যেখানে কোনো ধরনের সমস্যা, মতবিরোধ বা মানসিক চাপ সৃষ্টি হয় না। কারণ পরিবার গঠিত হয় ভিন্ন ভিন্ন স্বভাব, চিন্তাধারা, আবেগ ও অভ্যাসের মানুষের সমন্বয়ে। তাই পারিবারিক জীবনে ছোট-বড় সমস্যা সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক বিষয়। ইসলাম এ বাস্তবতাকে অস্বীকার করেনি; বরং সমস্যা মোকাবিলার জন্য ধৈর্য, প্রজ্ঞা, ক্ষমাশীলতা ও সুন্দর আচরণের শিক্ষা দিয়েছে।

বর্তমান সমাজে পারিবারিক সমস্যার সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি, পারস্পরিক অবিশ্বাস, দায়িত্বহীনতা, অর্থনৈতিক চাপ, আত্মকেন্দ্রিকতা, অহংকার এবং দ্বীনি মূল্যবোধের অভাব—এসব কারণে পরিবারে অশান্তি সৃষ্টি হয়। অনেক সময় সামান্য মতবিরোধ ধীরে ধীরে বড় সংঘাতে রূপ নেয়, যার পরিণতিতে বিচ্ছেদ, মানসিক অস্থিরতা এবং সন্তানদের ভবিষ্যৎ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

ইসলাম পরিবারকে শান্তি ও ভালোবাসার কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলতে চায়। তাই কোনো সমস্যা দেখা দিলে তা ধৈর্য, আলোচনা ও ন্যায়বিচারের মাধ্যমে সমাধানের নির্দেশ দিয়েছে। ইসলাম শিখিয়েছে— পরিবারে সমস্যা আসা দোষের নয়; বরং সমস্যা সমাধানে অন্যায়, কঠোরতা ও দায়িত্বহীন আচরণই প্রকৃত ক্ষতিকর বিষয়।

❖ পবিত্র কুরআনের আলোকে

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

বাংলা অনুবাদঃ

“আর তোমরা তাদের সাথে সদ্ভাবে জীবনযাপন করো। যদি তোমরা তাদেরকে অপছন্দ করো, তবে হতে পারে তোমরা এমন কিছু অপছন্দ করছ, যাতে আল্লাহ অনেক কল্যাণ রেখেছেন।”

— সূরা আন-নিসা : ১৯

এই আয়াত পরিবারে ধৈর্য, সহনশীলতা ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির গুরুত্ব তুলে ধরে। মানুষের মাঝে দুর্বলতা থাকবেই, তাই দাম্পত্য জীবনে পরিপূর্ণতা খোঁজার পরিবর্তে পারস্পরিক সহমর্মিতা ও সমঝোতার মানসিকতা প্রয়োজন।

পারিবারিক সমস্যার অন্যতম কারণ হলো— যোগাযোগের অভাব। অনেক সময় স্বামী-স্ত্রী নিজেদের কষ্ট, চাহিদা বা অনুভূতির কথা খোলাখুলিভাবে প্রকাশ না করার কারণে ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি হয়। ইসলাম সুন্দর ভাষা, কোমল আচরণ ও পারস্পরিক পরামর্শের শিক্ষা দিয়েছে। কারণ কঠোর ভাষা ও রাগ সম্পর্ককে দুর্বল করে দেয়, আর নম্রতা সম্পর্ককে দৃঢ় করে।

❖ হাদিসের আলোকে

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ

“কোনো মুমিন পুরুষ যেন কোনো মুমিন নারীকে সম্পূর্ণ ঘৃণা না করে। তার কোনো একটি স্বভাব অপছন্দ হলে অন্য কোনো স্বভাব অবশ্যই পছন্দ হবে।”

— সহীহ মুসলিম

এই হাদিস দাম্পত্য জীবনে ভারসাম্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির শিক্ষা দেয়। মানুষের মাঝে ত্রুটি থাকবেই, কিন্তু শুধুমাত্র দুর্বলতার দিকে তাকালে সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যায়। বরং ভালো দিকগুলোকে মূল্যায়ন করলে ভালোবাসা ও সম্পর্কের বন্ধন দৃঢ় হয়।

বর্তমান যুগে সোশ্যাল মিডিয়া, অতিরিক্ত প্রযুক্তিনির্ভরতা এবং বাইরের প্রভাবও পারিবারিক সমস্যার বড় কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অনেক পরিবারে একসঙ্গে বসবাস করলেও পারস্পরিক সময়, আন্তরিকতা ও মানসিক সংযোগ কমে যাচ্ছে। ফলে একাকীত্ব, অবিশ্বাস ও মানসিক দূরত্ব তৈরি হচ্ছে। ইসলাম পরিবারে একসঙ্গে সময় কাটানো, পারস্পরিক খোঁজখবর নেওয়া এবং ভালোবাসা প্রকাশের উপর গুরুত্ব দিয়েছে।

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ

বাংলা অনুবাদঃ

“নিশ্চয়ই মুমিনরা পরস্পর ভাই ভাই। অতএব তোমরা তোমাদের দুই ভাইয়ের মধ্যে মীমাংসা করে দাও।”

— সূরা আল-হুজুরাত : ১০

এই আয়াত থেকে বোঝা যায় যে, সম্পর্ক রক্ষা ও মীমাংসা করা ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা। পরিবারে মতবিরোধ দেখা দিলে অহংকার বা প্রতিশোধ নয়; বরং সমাধান ও সম্পর্ক টিকিয়ে রাখার মানসিকতা থাকা উচিত।

সুতরাং পারিবারিক সমস্যা জীবনের একটি বাস্তবতা। কিন্তু ইসলাম শিখিয়েছে—ধৈর্য, ভালোবাসা, পারস্পরিক সম্মান, ক্ষমাশীলতা এবং আল্লাহর উপর ভরসার মাধ্যমে যেকোনো সমস্যা সমাধান করা সম্ভব। একটি পরিবার তখনই টিকে থাকে, যখন তার সদস্যরা একে অপরের দুর্বলতা সহ্য করে, সুন্দরভাবে কথা বলে এবং সম্পর্ক রক্ষাকে গুরুত্ব দেয়।

তথ্যসূত্রঃ

১. পবিত্র কুরআন শরীফ
২. সহীহ মুসলিম
৩. আদর্শ দ্বীনি পরিবার আদব ও শিষ্টাচার
৪. নবীজির সংসার
৫. আদর্শ পরিবার গঠনে ৪০ টি উপদেশ
৬. পারেন্টিং

অধ্যায় ৩১

ঝগড়া হলে করণীয় : রাগ নিয়ন্ত্রণ ও যোগাযোগ

দাম্পত্য ও পারিবারিক জীবনে রাগ নিয়ন্ত্রণ, সুন্দর আচরণ ও কার্যকর যোগাযোগের গুরুত্ব

পারিবারিক জীবনে মতবিরোধ, মনোমালিন্য কিংবা ঝগড়া হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। কারণ প্রতিটি মানুষ ভিন্ন চিন্তা, অনুভূতি ও স্বভাবের অধিকারী। একসাথে বসবাস করতে গেলে কখনো না কখনো মতের অমিল হবেই। কিন্তু সমস্যা সৃষ্টি হওয়া যতটা গুরুত্বপূর্ণ নয়, তার চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হলো— সেই সমস্যা কীভাবে মোকাবিলা করা হচ্ছে। ইসলাম পরিবারে ঝগড়া-বিবাদকে ঘৃণা করলেও মতবিরোধের বাস্তবতাকে স্বীকার করেছে এবং তা সমাধানের জন্য ধৈর্য, সংযম, সুন্দর ভাষা ও কার্যকর যোগাযোগের শিক্ষা দিয়েছে।

বর্তমান সময়ে অনেক পরিবারে ছোট ছোট বিষয় বড় ঝগড়ায় রূপ নেয় শুধুমাত্র রাগ নিয়ন্ত্রণ করতে না পারার কারণে। রাগের মুহূর্তে মানুষ এমন কথা বলে ফেলে, যা সম্পর্ককে গভীরভাবে আহত করে। কখনো কখনো একটি কঠোর বাক্য বছরের পর বছর কষ্টের কারণ হয়ে থাকে। তাই ইসলাম রাগকে নিয়ন্ত্রণ করার উপর অত্যন্ত গুরুত্বারোপ করেছে।

❖ পবিত্র কুরআনের আলোকে

وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

বাংলা অনুবাদঃ

“আর যারা নিজেদের রাগ সংবরণ করে এবং মানুষকে ক্ষমা করে দেয়; আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালোবাসেন।”

— সূরা আলে ইমরান : ১৩৪

এই আয়াত রাগ নিয়ন্ত্রণ ও ক্ষমাশীলতার গুরুত্ব স্পষ্টভাবে তুলে ধরে। পরিবারে শান্তি বজায় রাখতে হলে রাগের মুহূর্তে ধৈর্য ধারণ করা এবং অপরের ভুল ক্ষমা করার মানসিকতা গড়ে তুলতে হবে। কারণ ক্ষমা ভালোবাসাকে বৃদ্ধি করে, আর অহংকার সম্পর্ককে ধ্বংস করে।

ইসলাম শিখিয়েছে— ঝগড়ার সময় চিৎকার, অপমান, কটু কথা বা দোষারোপ না করে শান্তভাবে কথা বলতে হবে। অনেক সময় মানুষ সমস্যার সমাধান করার পরিবর্তে কে

জিতবে তা প্রমাণ করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। ফলে সম্পর্ক আরও খারাপ হয়। অথচ সুন্দর যোগাযোগ অনেক বড় সমস্যাকেও সহজে সমাধান করতে পারে।

❖ হাদিসের আলোকে

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ

"শক্তিশালী সে নয়, যে কুস্তিতে অন্যকে হারায়; বরং প্রকৃত শক্তিশালী সে, যে রাগের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।"

— সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম

এই হাদিস থেকে বোঝা যায় যে, প্রকৃত শক্তি শারীরিক ক্ষমতায় নয়; বরং নিজের আবেগ ও রাগ নিয়ন্ত্রণ করার মধ্যেই নিহিত। পারিবারিক জীবনে ধৈর্য ও সংযম একজন মানুষকে মর্যাদাবান করে তোলে।

ঝগড়ার সময় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো— কার্যকর যোগাযোগ। অনেক সমস্যা সৃষ্টি হয় ভুল বোঝাবুঝি ও না শুনার কারণে। ইসলাম পরস্পরের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতে, কোমল ভাষায় কথা বলতে এবং একে অপরকে সম্মান করতে উৎসাহ দিয়েছে।

وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا

বাংলা অনুবাদঃ

"আর মানুষের সাথে সুন্দর কথা বলো।"

— সূরা আল-বাকারা : ৮৩

এই আয়াত শুধু বাইরের মানুষের জন্য নয়; বরং পরিবারের সদস্যদের প্রতিও প্রযোজ্য। কারণ পরিবারের মানুষই সবচেয়ে বেশি সুন্দর আচরণ পাওয়ার অধিকার রাখে।

রাগের সময় ইসলাম কিছু বাস্তব নির্দেশনাও দিয়েছে। যেমন— অযু করা, স্থান পরিবর্তন করা, চুপ থাকা, বসে পড়া বা শুয়ে পড়া। কারণ রাগের মুহূর্তে তর্ক চালিয়ে গেলে শয়তান সম্পর্ক নষ্ট করার সুযোগ পায়।

বর্তমান যুগে মোবাইল ফোন, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এবং ব্যস্ত জীবনযাত্রার কারণেও পরিবারের সদস্যদের মধ্যে মানসিক দূরত্ব বাড়ছে। মানুষ একে অপরের সাথে সময় কম কাটাচ্ছে, ফলে ভুল বোঝাবুঝি সহজেই তৈরি হচ্ছে। তাই পরিবারে নিয়মিত আলোচনা, একসাথে সময় কাটানো এবং আন্তরিকভাবে একে অপরের খোঁজ নেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সুতরাং ঝগড়া বা মতবিরোধ পারিবারিক জীবনের একটি বাস্তবতা হলেও রাগ নিয়ন্ত্রণ, ধৈর্য, সুন্দর ভাষা ও কার্যকর যোগাযোগের মাধ্যমে যেকোনো সমস্যা সমাধান করা

সম্ভব। ইসলাম এমন পরিবার গড়ে তুলতে চায়, যেখানে ভালোবাসা, ক্ষমাশীলতা ও পারস্পরিক সম্মান সম্পর্ককে দৃঢ় রাখে।

অধ্যায় ৩২

ধৈর্যের (সবর) ভূমিকা

পারিবারিক জীবনে ধৈর্য, সহনশীলতা ও আল্লাহর উপর ভরসার গুরুত্ব

মানুষের জীবনে ধৈর্য বা সবর এমন একটি মহৎ গুণ, যা মানুষকে কঠিন পরিস্থিতিতেও স্থির, সংযত ও সঠিক পথে অবিচল থাকতে সাহায্য করে। বিশেষ করে পারিবারিক জীবনে ধৈর্যের গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ পরিবার এমন একটি প্রতিষ্ঠান, যেখানে ভিন্ন স্বভাব, ভিন্ন মানসিকতা, ভিন্ন চিন্তাধারা ও ভিন্ন আবেগের মানুষ একসাথে বসবাস করে। ফলে কখনো ভুল বোঝাবুঝি, মতবিরোধ, কষ্ট, হতাশা কিংবা মানসিক চাপ সৃষ্টি হওয়া খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু একটি পরিবারের প্রকৃত সৌন্দর্য তখনই প্রকাশ পায়, যখন তার সদস্যরা ধৈর্য, সহনশীলতা ও ক্ষমাশীলতার মাধ্যমে সমস্যাগুলো মোকাবিলা করে।

ইসলাম পারিবারিক জীবনে ধৈর্যকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ইবাদত হিসেবে বিবেচনা করেছে। কারণ ধৈর্য মানুষকে রাগ, অহংকার, তাড়াহুড়া ও প্রতিশোধপরায়ণতা থেকে রক্ষা করে। একজন ধৈর্যশীল ব্যক্তি পরিবারে শান্তি বজায় রাখতে সক্ষম হয় এবং সংকটের সময় বিচক্ষণতার সাথে সিদ্ধান্ত নিতে পারে। অন্যদিকে অস্থিরতা ও অধৈর্যতা পরিবারে অশান্তি, কষ্ট এবং সম্পর্কের দূরত্ব সৃষ্টি করে।

বর্তমান সমাজে পারিবারিক ভাঙনের অন্যতম বড় কারণ হলো— ধৈর্যের অভাব। মানুষ সামান্য কষ্ট, মতবিরোধ বা অপূর্ণতাও সহ্য করতে চায় না। অনেকেই মনে করে সম্পর্ক মানেই সবসময় সুখ, আনন্দ ও নিজের ইচ্ছা পূরণ হওয়া। অথচ বাস্তবতা হলো— প্রতিটি সম্পর্কেই পরীক্ষা রয়েছে। দাম্পত্য জীবনে কখনো অর্থনৈতিক সংকট আসে, কখনো মানসিক চাপ আসে, কখনো ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি হয়, আবার কখনো পরিবারের সদস্যদের আচরণ কষ্টের কারণ হয়। এসব পরিস্থিতিতে ধৈর্য হারিয়ে ফেললে সম্পর্ক দুর্বল হয়ে পড়ে। কিন্তু ধৈর্য ধারণ করলে সম্পর্ক আরও দৃঢ় হয় এবং পারস্পরিক ভালোবাসা গভীর হয়।

❖ পবিত্র কুরআনের আলোকে

وَاصْبِرُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

বাংলা অনুবাদঃ

“আর তোমরা ধৈর্য ধারণ করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।”

— সূরা আল-আনফাল : ৪৬

এই আয়াত ধৈর্যের মর্যাদা ও গুরুত্ব অত্যন্ত সুন্দরভাবে তুলে ধরে। একজন মানুষ যখন কষ্টের সময় ধৈর্য ধারণ করে, তখন সে একা থাকে না; বরং আল্লাহর সাহায্য, রহমত ও সমর্থন তার সাথে থাকে। পারিবারিক জীবনে এই ধৈর্যই মানুষকে রাগের মুহূর্তে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে শেখায় এবং সম্পর্ক রক্ষার শক্তি দেয়।

দাম্পত্য জীবনে ধৈর্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হয় একে অপরের ভুলত্রুটি সহ্য করার ক্ষেত্রে। পৃথিবীর কোনো মানুষই সম্পূর্ণ নিখুঁত নয়। প্রত্যেক মানুষের মাঝেই কিছু দুর্বলতা, সীমাবদ্ধতা ও অপূর্ণতা রয়েছে। ইসলাম শেখায়— শুধুমাত্র দুর্বলতার দিকে তাকিয়ে সম্পর্ক বিচার করা উচিত নয়; বরং ভালো দিকগুলোর মূল্যায়ন করা প্রয়োজন। কারণ ভালোবাসা তখনই টিকে থাকে, যখন মানুষ একে অপরের অপূর্ণতাকে সহ্য করতে শেখে।

অনেক সময় পরিবারে এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়, যেখানে মানুষ মনে করে তাকে বুঝার কেউ নেই। স্বামী মনে করে স্ত্রী তাকে মূল্যায়ন করছে না, আবার স্ত্রী মনে করে তার কষ্ট কেউ উপলব্ধি করছে না। সন্তানরা মনে করে বাবা-মা তাদের বুঝতে চায় না, আর বাবা-মা মনে করে সন্তানরা অবাধ্য হয়ে যাচ্ছে। এই ধরনের মানসিক দূরত্ব ধীরে ধীরে বড় সমস্যায় রূপ নেয়। কিন্তু ধৈর্য ও সুন্দর যোগাযোগ এসব সমস্যা সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

❖ হাদিসের আলোকে

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ

“যে ব্যক্তি ধৈর্য ধারণ করার চেষ্টা করে, আল্লাহ তাকে ধৈর্য দান করেন। আর ধৈর্যের চেয়ে উত্তম ও প্রশস্ত কোনো নিয়ামত কাউকে দেওয়া হয়নি।”

— সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম

এই হাদিস থেকে বোঝা যায়, ধৈর্য শুধু জন্মগত গুণ নয়; বরং এটি চর্চার মাধ্যমে অর্জন করা যায়। একজন মানুষ যখন নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে, আল্লাহ তাকে সেই শক্তি দান করেন। তাই পরিবারে শান্তি বজায় রাখতে হলে ধৈর্যকে প্রতিদিনের জীবনের অংশ বানাতে হবে।

পারিবারিক জীবনে ধৈর্যের সবচেয়ে বড় প্রকাশ ঘটে রাগের মুহূর্তে। অনেক সময় সামান্য একটি কথা বড় ঝগড়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। রাগের মাথায় বলা একটি কটু বাক্য বছরের পর বছর সম্পর্কের মধ্যে কষ্ট সৃষ্টি করতে পারে। তাই ইসলাম রাগ

নিয়ন্ত্রণের উপর অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ রাগের সময় চুপ থাকতে, অযু করতে এবং স্থান পরিবর্তনের নির্দেশ দিয়েছেন। কারণ রাগের মুহূর্তে মানুষ সঠিকভাবে চিন্তা করতে পারে না।

বর্তমান যুগে অর্থনৈতিক চাপ, সামাজিক প্রতিযোগিতা, প্রযুক্তিনির্ভর জীবন এবং ব্যস্ততার কারণে মানুষের ধৈর্য কমে যাচ্ছে। পরিবারে একসাথে সময় কাটানোর পরিমাণ কমে গেছে। ফলে ভুল বোঝাবুঝি, মানসিক দূরত্ব এবং অশান্তি বাড়ছে। অনেকেই পরিবারের মানুষদের সাথে ধৈর্যশীল আচরণ না করে বাইরের মানুষের সাথে বেশি নম্র আচরণ করে। অথচ ইসলামে পরিবারের সদস্যদের সাথে উত্তম আচরণকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ

বাংলা অনুবাদঃ

“নিশ্চয়ই ধৈর্যশীলদেরকে তাদের প্রতিদান অগণিতভাবে দেওয়া হবে।”

— সূরা আয-যুমার : ১০

এই আয়াত ধৈর্যের প্রতিদানের মহত্ত্ব তুলে ধরে। পরিবারে ধৈর্য ধারণ করা কেবল দুনিয়ার শান্তির জন্য নয়; বরং এটি আখিরাতের সফলতারও মাধ্যম। একজন মা যখন সন্তানের জন্য কষ্ট সহ্য করেন, একজন বাবা যখন পরিবারের দায়িত্ব পালনে ধৈর্য ধারণ করেন, একজন স্বামী যখন স্ত্রীর ভুল ক্ষমা করেন অথবা একজন স্ত্রী যখন কঠিন পরিস্থিতিতেও সংসার টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করেন— এসবই আল্লাহর কাছে মূল্যবান ইবাদত।

ধৈর্য মানে অন্যায়ের কাছে নীরব আত্মসমর্পণ নয়; বরং প্রজ্ঞা, সংযম ও আল্লাহর উপর ভরসা রেখে সঠিকভাবে পরিস্থিতি মোকাবিলা করা। ইসলাম এমন ধৈর্যের শিক্ষা দেয়, যা মানুষকে দুর্বল নয়; বরং আরও শক্তিশালী ও পরিণত করে তোলে।

একটি পরিবার তখনই সুন্দর ও স্থায়ী হয়, যখন সেখানে ভালোবাসার পাশাপাশি ধৈর্য, ক্ষমাশীলতা ও সহমর্মিতা থাকে। কারণ সম্পর্ক টিকিয়ে রাখার জন্য শুধু আবেগ যথেষ্ট নয়; প্রয়োজন সহনশীলতা ও আত্মত্যাগের মানসিকতা। ধৈর্য এমন একটি গুণ, যা পরিবারকে ভাঙনের হাত থেকে রক্ষা করে এবং হৃদয়ের মাঝে প্রশান্তি সৃষ্টি করে।

সুতরাং বলা যায়, পারিবারিক জীবনে ধৈর্যের ভূমিকা অত্যন্ত গভীর ও গুরুত্বপূর্ণ। ধৈর্য মানুষকে কষ্ট সহ্য করতে শেখায়, রাগ নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে, সম্পর্ককে মজবুত করে এবং পরিবারে শান্তি প্রতিষ্ঠা করে। একজন ধৈর্যশীল মানুষ শুধু পরিবারেই নয়;

বরং সমাজেও সম্মানিত হয়। আর আল্লাহ ধৈর্যশীলদেরকে ভালোবাসেন এবং তাদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে বিশেষ প্রতিদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

অধ্যায় ৩৩

কুরআন ভিত্তিক সমাধানের ধাপসমূহ

পারিবারিক সমস্যা সমাধানে কুরআনের দিকনির্দেশনা, প্রজ্ঞা ও বাস্তব পদ্ধতি

মানুষের জীবনে পারিবারিক সমস্যা একটি স্বাভাবিক বাস্তবতা। পৃথিবীর কোনো পরিবারই সম্পূর্ণ সমস্যা-মুক্ত নয়। কারণ পরিবার গঠিত হয় বিভিন্ন স্বভাব, আবেগ, চিন্তাধারা ও মানসিকতার মানুষের সমন্বয়ে। তাই কখনো ভুল বোঝাবুঝি, মতবিরোধ, অভিমান, রাগ কিংবা মানসিক দূরত্ব সৃষ্টি হওয়া অস্বাভাবিক নয়। তবে ইসলাম এমন একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা, যা শুধু সমস্যা সৃষ্টি হওয়ার আগেই সতর্কতা দেয় না; বরং সমস্যা সৃষ্টি হলে তা সুন্দরভাবে সমাধানের পথও দেখায়। বিশেষ করে পবিত্র কুরআন পারিবারিক শান্তি ও সম্পর্ক রক্ষার জন্য অসাধারণ কিছু নীতিমালা ও বাস্তবধর্মী সমাধান উপস্থাপন করেছে।

বর্তমান যুগে অধিকাংশ পারিবারিক সমস্যা আরও জটিল হয়ে উঠছে কারণ মানুষ আল্লাহর নির্দেশনা থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। অনেক পরিবারে রাগ, অহংকার, আত্মকেন্দ্রিকতা এবং দুনিয়াবি চিন্তা এত বেশি প্রভাব ফেলছে যে, সামান্য বিষয়ও বড় সংঘাতে রূপ নিচ্ছে। অথচ কুরআনের শিক্ষা অনুসরণ করলে পরিবারে শান্তি, পারস্পরিক সম্মান এবং ভালোবাসা বজায় রাখা সম্ভব।

ইসলাম শিখিয়েছে— সমস্যা দেখা দিলে প্রথমেই আবেগ নয়; বরং ধৈর্য, প্রজ্ঞা ও আল্লাহর উপর ভরসা নিয়ে পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে হবে। কারণ রাগের মুহূর্তে নেওয়া সিদ্ধান্ত অধিকাংশ সময় ক্ষতিকর হয়। কুরআন মানুষকে সংযম, ক্ষমাশীলতা এবং ন্যায়বিচারের শিক্ষা দেয়।

❖ প্রথম ধাপ : ধৈর্য ও আত্মসংযম

وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

বাংলা অনুবাদঃ

“আর যারা নিজেদের রাগ সংবরণ করে এবং মানুষকে ক্ষমা করে দেয়; আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালোবাসেন।”

— সূরা আলে ইমরান : ১৩৪

পারিবারিক সমস্যা সমাধানের প্রথম ধাপ হলো— রাগ নিয়ন্ত্রণ করা এবং ধৈর্য ধারণ করা। কারণ অধিকাংশ পারিবারিক ভাঙনের সূচনা হয় রাগের বশবর্তী হয়ে বলা কটু

কথা বা তাড়াহুড়ো করে নেওয়া সিদ্ধান্ত থেকে। ইসলাম শিক্ষা দেয়— রাগের মুহূর্তে চুপ থাকা, অযু করা এবং পরিস্থিতি শান্ত হওয়ার সুযোগ দেওয়া।

অনেক সময় স্বামী-স্ত্রী বা পরিবারের সদস্যরা নিজেদের ভুলের চেয়ে অপরের ভুলকে বেশি গুরুত্ব দেয়। ফলে সমস্যা আরও গভীর হয়। অথচ কুরআন মানুষকে আত্মসমালোচনা ও ক্ষমাশীলতার শিক্ষা দিয়েছে। একজন মানুষ যখন নিজের ভুল বুঝতে শেখে, তখন সম্পর্ক রক্ষা করা সহজ হয়ে যায়।

❖ দ্বিতীয় ধাপ : সুন্দর ভাষায় আলোচনা ও পরামর্শ

وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا

বাংলা অনুবাদঃ

“আর মানুষের সাথে সুন্দর কথা বলো।”

— সূরা আল-বাকারা : ৮৩

যোগাযোগের অভাব এবং কঠোর ভাষা পারিবারিক সমস্যাকে আরও জটিল করে তোলে। অনেক সময় মানুষ সমস্যার সমাধান না করে দোষারোপ, অপমান কিংবা চিৎকারের মাধ্যমে পরিস্থিতিকে খারাপ করে ফেলে। ইসলাম শিখিয়েছে— সমস্যা হলে শান্তভাবে কথা বলতে হবে এবং একে অপরের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে।

সুন্দর ভাষা সম্পর্ককে মজবুত করে, আর কঠোর ভাষা হৃদয়ের দূরত্ব বাড়িয়ে দেয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ সর্বদা কোমল আচরণ ও নম্র কথার শিক্ষা দিয়েছেন। পরিবারের মানুষদের সাথে সুন্দরভাবে কথা বলা শুধু সামাজিক ভদ্রতা নয়; বরং এটি ইবাদতের অংশ।

❖ তৃতীয় ধাপ : ন্যায়বিচার ও দায়িত্ববোধ

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ

বাংলা অনুবাদঃ

“নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়বিচার ও সদাচরণের নির্দেশ দেন।”

— সূরা আন-নাহল : ৯০

পারিবারিক জীবনে অনেক সমস্যা সৃষ্টি হয় অন্যায় আচরণ ও দায়িত্বহীনতার কারণে। কখনো স্বামী স্ত্রীর অধিকার নষ্ট করে, কখনো স্ত্রী স্বামীর দায়িত্বকে অবহেলা করে, আবার কখনো সন্তানরা পিতা-মাতার প্রতি অসদাচরণ করে। ইসলাম প্রত্যেককে তার দায়িত্ব পালনের নির্দেশ দিয়েছে। কারণ ন্যায়বিচার ছাড়া কোনো সম্পর্ক দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না।

কুরআন শিক্ষা দেয়— পরিবারে কাউকে ছোট করা, অপমান করা বা জুলুম করা যাবে না। বরং প্রত্যেককে সম্মান ও মর্যাদা দিতে হবে। যখন পরিবারে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন ভালোবাসা ও আস্থা বৃদ্ধি পায়।

❖ চতুর্থ ধাপ : মীমাংসা ও মধ্যস্থতা

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا

বাংলা অনুবাদঃ

"আর যদি তোমরা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিরোধের আশঙ্কা কর, তবে একজন সালিশ পুরুষের পক্ষ থেকে এবং একজন সালিশ নারীর পক্ষ থেকে নিযুক্ত করো।"

— সূরা আন-নিসা : ৩৫

এই আয়াত পরিবারে সমস্যা সমাধানের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি পদ্ধতি তুলে ধরে— মধ্যস্থতা ও মীমাংসা। যখন স্বামী-স্ত্রী নিজেরা সমস্যা সমাধান করতে ব্যর্থ হয়, তখন জ্ঞানী, ন্যায়পরায়ণ ও বিশ্বস্ত মানুষের সাহায্য নেওয়া উচিত।

বর্তমান সমাজে অনেক মানুষ সমস্যার সমাধানের পরিবর্তে অহংকারকে বড় করে দেখে। ফলে সম্পর্ক ভেঙে যায়। অথচ ইসলাম সম্পর্ক রক্ষাকে গুরুত্ব দিয়েছে এবং মীমাংসার পথ অনুসরণ করতে উৎসাহ দিয়েছে।

❖ পঞ্চম ধাপ : দোয়া ও আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা

পারিবারিক শান্তি কেবল মানুষের চেষ্টার মাধ্যমে আসে না; বরং আল্লাহর রহমতও প্রয়োজন। তাই ইসলাম পরিবারে দোয়া, সালাত ও আল্লাহর স্মরণের উপর গুরুত্ব দিয়েছে। যখন মানুষ আল্লাহর কাছে সাহায্য চায়, তখন হৃদয়ে প্রশান্তি আসে এবং সমস্যার সমাধানের পথ সহজ হয়।

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

বাংলা অনুবাদঃ

"হে আমাদের রব! আমাদের স্ত্রী ও সন্তানদের আমাদের চোখের শীতলতা বানিয়ে দিন এবং আমাদের মুত্তাকীদের নেতা বানান।"

— সূরা আল-ফুরকান : ৭৪

এই দোয়া পরিবারে শান্তি, ভালোবাসা ও নেককার পরিবেশ প্রতিষ্ঠার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বর্তমান যুগে সোশ্যাল মিডিয়া, ব্যস্ত জীবনযাপন এবং প্রযুক্তিনির্ভরতা মানুষের পারিবারিক সম্পর্ককে দুর্বল করে দিচ্ছে। মানুষ একে অপরকে সময় কম দিচ্ছে, ফলে মানসিক দূরত্ব বাড়ছে। তাই কুরআনের শিক্ষা অনুযায়ী পরিবারে একসাথে সময়

কাটানো, সালাত আদায় করা, কুরআন তিলাওয়াত করা এবং আন্তরিকভাবে খোঁজখবর নেওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন।

সুতরাং কুরআন ভিত্তিক পারিবারিক সমাধানের মূল ধাপগুলো হলো— ধৈর্য ধারণ, সুন্দর ভাষায় আলোচনা, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, মীমাংসার চেষ্টা এবং আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা। এই নীতিগুলো অনুসরণ করলে পরিবারে ভালোবাসা, শান্তি ও পারস্পরিক সম্মান প্রতিষ্ঠিত হয়। ইসলাম এমন পরিবার গঠন করতে চায়, যেখানে সমস্যা থাকলেও সম্পর্ক ভেঙে যায় না; বরং ঈমান, ধৈর্য ও ভালোবাসার মাধ্যমে আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

অধ্যায় ৩৪

সন্তানের ইসলামী শিক্ষা

সন্তান প্রতিপালনে ইসলামী শিক্ষার গুরুত্ব, দায়িত্ব ও বাস্তব দিকনির্দেশনা

সন্তান আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে মানুষের জন্য এক মহামূল্যবান নিয়ামত ও আমানত। একটি পরিবারে সন্তানের আগমন শুধু আনন্দই বয়ে আনে না; বরং এর সাথে জড়িয়ে থাকে বিশাল দায়িত্বও। ইসলাম সন্তানকে কেবল পারিবারিক উত্তরাধিকার হিসেবে দেখে না; বরং তাদেরকে ভবিষ্যৎ উম্মাহর প্রতিনিধি হিসেবে গড়ে তোলার শিক্ষা দেয়। তাই সন্তানকে শুধু দুনিয়াবি শিক্ষা দেওয়া যথেষ্ট নয়; বরং তাদের ঈমান, আকীদা, আখলাক, আদব ও ইসলামী মূল্যবোধের ভিত্তিতে গড়ে তোলা প্রত্যেক পিতা-মাতার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।

বর্তমান সমাজে অধিকাংশ পিতা-মাতা সন্তানের দুনিয়াবি সফলতার জন্য অত্যন্ত সচেতন হলেও দ্বীনি শিক্ষা ও নৈতিক চরিত্র গঠনের প্রতি তুলনামূলকভাবে কম গুরুত্ব দেন। অনেক পরিবারে সন্তানকে আধুনিক শিক্ষা, প্রযুক্তি ও ক্যারিয়ারের দিকে পরিচালিত করা হলেও আল্লাহভীতি, সত্যবাদিতা, শালীনতা, মানবিকতা ও ইসলামী আদর্শ শেখানোর ক্ষেত্রে অবহেলা দেখা যায়। ফলে সমাজে শিক্ষিত হয়েও নৈতিকভাবে দুর্বল একটি প্রজন্ম তৈরি হচ্ছে। ইসলাম এমন শিক্ষা চায়, যা মানুষের দুনিয়া ও আখিরাত—উভয় জীবনের কল্যাণ নিশ্চিত করে।

সন্তানের ইসলামী শিক্ষা শুরু হয় পরিবার থেকেই। কারণ শিশুর প্রথম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হলো তার ঘর, আর প্রথম শিক্ষক হলো তার পিতা-মাতা। শিশুরা যা দেখে, তাই শিখে। যদি পরিবারে সালাত, কুরআন তিলাওয়াত, সত্যবাদিতা, সুন্দর আচরণ ও ইসলামী পরিবেশ থাকে, তাহলে সন্তানের মনেও সেসব মূল্যবোধ গড়ে ওঠে। বিপরীতে যদি পরিবারে মিথ্যা, অশান্তি, গীবত, অশ্লীলতা বা দ্বীনের অবহেলা থাকে, তাহলে সন্তানের চরিত্রেও তার নেতিবাচক প্রভাব পড়ে।

❖ পবিত্র কুরআনের আলোকে

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

বাংলা অনুবাদঃ

“হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের এবং তোমাদের পরিবারকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করো।”

— সূরা আত-তাহরীম : ৬

এই আয়াত স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, পরিবারকে দ্বীনের পথে পরিচালিত করা প্রত্যেক অভিভাবকের দায়িত্ব। সন্তানকে শুধু খাওয়ানো, পোশাক দেওয়া বা দুনিয়াবি শিক্ষার ব্যবস্থা করাই যথেষ্ট নয়; বরং তাদের ঈমান ও চরিত্র রক্ষা করাও পিতা-মাতার গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য।

ইসলাম শিশুদের ছোটবেলা থেকেই আল্লাহর পরিচয়, নবীদের জীবন, কুরআন শিক্ষা, সালাত, দোয়া ও উত্তম চরিত্র শেখানোর নির্দেশ দিয়েছে। কারণ শিশুকালে যে শিক্ষা ও অভ্যাস গড়ে ওঠে, তা ভবিষ্যৎ জীবনে গভীর প্রভাব ফেলে।

❖ হাদিসের আলোকে

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ

“তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেককেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।”

— সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম

এই হাদিস অনুযায়ী পিতা-মাতা সন্তানের ব্যাপারে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করবে। তাই সন্তানদের ইসলামী শিক্ষা দেওয়া কেবল সামাজিক দায়িত্ব নয়; বরং এটি একটি আমানত ও ইবাদত।

রাসূলুল্লাহ ﷺ আরও বলেছেনঃ

“তোমরা তোমাদের সন্তানদের সাত বছর বয়সে সালাতের নির্দেশ দাও।”

— সুনানে আবু দাউদ

এই হাদিস থেকে বোঝা যায়, ইসলামী শিক্ষার ভিত্তি ছোটবেলা থেকেই গড়ে তুলতে হবে। সন্তানকে ধীরে ধীরে সালাত, শিষ্টাচার, সত্যবাদিতা, সম্মানবোধ ও দায়িত্বশীলতার শিক্ষা দিতে হবে। কঠোরতা নয়; বরং ভালোবাসা, প্রজ্ঞা ও সুন্দর আচরণের মাধ্যমে শিক্ষা দিতে হবে।

বর্তমান যুগে সন্তানের ইসলামী শিক্ষা সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছে প্রযুক্তি ও মিডিয়ার কারণে। মোবাইল ফোন, ইন্টারনেট, গেমস এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম শিশুদের চিন্তাভাবনা ও চরিত্রের উপর গভীর প্রভাব ফেলছে। যদি অভিভাবকরা সচেতন না হন, তাহলে সন্তান সহজেই অশ্লীলতা, মিথ্যা, সহিংসতা ও অনৈতিকতার দিকে ঝুঁকে যেতে পারে। তাই পিতা-মাতার উচিত সন্তানের অনলাইন কার্যক্রমের প্রতি নজর রাখা এবং প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার শেখানো।

সন্তানের ইসলামী শিক্ষা শুধু বই পড়ানোর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং বাস্তব জীবনে ইসলামের সৌন্দর্য দেখানোর মাধ্যমেও শিক্ষা দিতে হয়। যদি সন্তান দেখে তার পিতা-মাতা মিথ্যা বলে, ঝগড়া করে, মানুষের হক নষ্ট করে বা দ্বীনের ব্যাপারে উদাসীন থাকে, তাহলে মুখে শিক্ষা দিলেও সে প্রকৃত শিক্ষা গ্রহণ করবে না। তাই সন্তানের সামনে পিতা-মাতাকেই ইসলামী আদর্শের জীবন্ত উদাহরণ হতে হবে।

ইসলাম সন্তানদের সাথে ভালোবাসাপূর্ণ আচরণের শিক্ষা দিয়েছে। অনেক পিতা-মাতা মনে করেন কঠোরতা ছাড়া সন্তান মানুষ করা যায় না। অথচ অতিরিক্ত কঠোরতা সন্তানকে ভয়, মানসিক দূরত্ব ও বিদ্রোহের দিকে ঠেলে দিতে পারে। রাসূলুল্লাহ ﷺ শিশুদের প্রতি অত্যন্ত কোমল, স্নেহশীল ও সহানুভূতিশীল ছিলেন। তিনি শিশুদের সাথে হাসি-আনন্দ করতেন, তাদের অনুভূতির মূল্য দিতেন এবং ভালোবাসার মাধ্যমে শিক্ষা দিতেন।

وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ

বাংলা অনুবাদঃ

“আর তাদের প্রতি দয়ার সাথে নম্রতার ডানা নত করে দাও।”

— সূরা আল-ইসরা : ২৪

যদিও এই আয়াত মূলত পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের আচরণের ব্যাপারে, তবুও এটি পারিবারিক সম্পর্কের মূলনীতি শিক্ষা দেয়— সম্পর্কের ভিত্তি হওয়া উচিত দয়া, নম্রতা ও ভালোবাসা।

সন্তানের ইসলামী শিক্ষা এমন হওয়া উচিত, যা তাকে শুধু নামাজি বা ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতায় সীমাবদ্ধ রাখবে না; বরং একজন সৎ, মানবিক, দায়িত্বশীল ও চরিত্রবান মানুষ হিসেবে গড়ে তুলবে। একজন প্রকৃত মুসলিম সেই ব্যক্তি, যার আচার-আচরণ, কথাবার্তা ও চরিত্রে ইসলামের সৌন্দর্য প্রকাশ পায়।

সুতরাং সন্তানদের ইসলামী শিক্ষা একটি পবিত্র দায়িত্ব ও গুরুত্বপূর্ণ আমানত। একটি আদর্শ সমাজ গঠনের ভিত্তি শুরু হয় একটি আদর্শ পরিবার থেকে, আর আদর্শ পরিবার গড়ে ওঠে সঠিক ইসলামী শিক্ষার মাধ্যমে। পিতা-মাতা যদি সন্তানদের ঈমান, আখলাক, আদব ও ইসলামী মূল্যবোধের উপর গড়ে তোলে, তাহলে সেই সন্তান শুধু পরিবারের জন্য নয়; বরং পুরো সমাজ ও উম্মাহর জন্য কল্যাণের কারণ হবে।

অধ্যায় ৩৫

ঈমান ও আকীদা শিক্ষা

সন্তানের অন্তরে ঈমান, আল্লাহভীতি ও বিশুদ্ধ আকীদা গঠনের গুরুত্ব

ইসলামী শিক্ষার মূল ভিত্তি হলো ঈমান ও আকীদা। একজন মানুষের চরিত্র, চিন্তাভাবনা, আমল ও জীবনব্যবস্থা তার আকীদার উপর নির্ভর করে। তাই সন্তানদের ইসলামী শিক্ষার প্রথম ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হলো তাদের অন্তরে বিশুদ্ধ ঈমান ও সঠিক আকীদা প্রতিষ্ঠা করা। কারণ যার ঈমান সঠিক, তার জীবনও সঠিক পথে পরিচালিত হয়। আর যার আকীদা দুর্বল, তার চরিত্র, নৈতিকতা ও আমল ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে পড়ে।

বর্তমান যুগে ঈমান ও আকীদার শিক্ষা আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। কারণ আজকের সমাজে নাস্তিকতা, ভোগবাদ, অশ্লীলতা, বিভ্রান্তিকর মতবাদ এবং ইসলামবিরোধী চিন্তাধারা বিভিন্ন মাধ্যমে মানুষের সামনে উপস্থাপন করা হচ্ছে। বিশেষ করে শিশু ও কিশোররা মোবাইল ফোন, ইন্টারনেট এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের মাধ্যমে নানা ধরনের বিভ্রান্তিকর তথ্যের মুখোমুখি হচ্ছে। যদি ছোটবেলা থেকেই তাদের অন্তরে শক্ত ঈমান ও বিশুদ্ধ আকীদা গড়ে না তোলা হয়, তাহলে তারা সহজেই পথভ্রষ্ট হতে পারে।

ইসলামে ঈমান শিক্ষা শুধু কিছু মুখস্থ জ্ঞানের বিষয় নয়; বরং এটি মানুষের হৃদয়, চিন্তা ও জীবনের সাথে গভীরভাবে সম্পর্কিত। সন্তানকে এমনভাবে শিক্ষা দিতে হবে, যাতে সে আল্লাহকে ভালোবাসে, আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহর উপর ভরসা করতে শেখে এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহর নির্দেশনা অনুসরণ করার গুরুত্ব উপলব্ধি করে।

❖ পবিত্র কুরআনের আলোকে

يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ ۖ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

বাংলা অনুবাদঃ

“হে আমার প্রিয় সন্তান! আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করো না। নিশ্চয়ই শিরক সবচেয়ে বড় জুলুম।”

— সূরা লুকমান : ১৩

এই আয়াতে হযরত লুকমান (আ.) তার সন্তানকে সর্বপ্রথম যে শিক্ষা দিয়েছেন তা হলো— তাওহীদ বা আল্লাহর একত্ববাদ। এটি প্রমাণ করে যে, সন্তানের ইসলামী শিক্ষার

শুরু হওয়া উচিত বিশুদ্ধ আকীদা থেকে। সন্তানকে শেখাতে হবে— আল্লাহ এক, তিনি সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা, তিনি সবকিছু দেখেন ও জানেন এবং তাঁরই ইবাদত করতে হবে। শিশুদের অন্তরে ঈমান গড়ে তোলার জন্য পিতা-মাতার উচিত ছোটবেলা থেকেই আল্লাহর নেয়ামত, সৃষ্টি ও কুদরতের কথা তাদের সামনে তুলে ধরা। যেমন— আকাশ, চাঁদ, বৃষ্টি, ফুল, পাখি কিংবা মানুষের শরীরের নিখুঁত গঠন দেখে আল্লাহর মহত্ব বুঝানো। এতে শিশুর অন্তরে আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা ও বিস্ময় তৈরি হয়।

❖ হাদিসের আলোকে

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ

"প্রত্যেক শিশু ফিতরাতের উপর জন্মগ্রহণ করে। এরপর তার পিতা-মাতা তাকে ইহুদি, খ্রিস্টান বা অগ্নিপূজক বানায়।"

— সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম

এই হাদিস থেকে বোঝা যায় যে, শিশুর চরিত্র ও বিশ্বাস গঠনে পরিবার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যদি পরিবারে ইসলামী পরিবেশ থাকে, তাহলে সন্তানও ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়। আর যদি পরিবার দ্বীনের ব্যাপারে উদাসীন হয়, তাহলে সন্তানের ঈমানও দুর্বল হয়ে যেতে পারে।

ঈমান ও আকীদা শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো— আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা এবং আখিরাতের অনুভূতি সৃষ্টি করা। অনেক সময় সন্তানদেরকে শুধুমাত্র শাস্তির ভয় দেখিয়ে দ্বীনের শিক্ষা দেওয়া হয়, যা তাদের মনে দ্বীনের প্রতি ভীতি সৃষ্টি করতে পারে। অথচ ইসলাম ভালোবাসা, দয়া ও আশার ধর্ম। তাই সন্তানকে এমনভাবে শিক্ষা দিতে হবে, যাতে সে আল্লাহকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে এবং জানে যে আল্লাহ অত্যন্ত দয়ালু ও ক্ষমাশীল।

একইসাথে সন্তানকে জানাতে হবে— এই দুনিয়ার জীবন ক্ষণস্থায়ী এবং আখিরাতের জীবনই চিরস্থায়ী। মানুষকে তার প্রতিটি কাজের জন্য আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে। এই বিশ্বাস মানুষকে পাপ থেকে দূরে রাখে এবং নেক আমলের প্রতি উৎসাহিত করে।

فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۝ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

বাংলা অনুবাদঃ

"অতঃপর কেউ অণু পরিমাণ ভালো কাজ করলে তা দেখতে পাবে, আর কেউ অণু পরিমাণ মন্দ কাজ করলে তাও দেখতে পাবে।"

— সূরা আয-যিলযাল : ৭-৮

এই আয়াত সন্তানদের মাঝে দায়িত্ববোধ ও আল্লাহভীতি তৈরি করতে অত্যন্ত কার্যকর। যখন শিশু বুঝতে শেখে যে আল্লাহ সবকিছু দেখছেন, তখন তার মাঝে সততা ও নৈতিকতা গড়ে ওঠে।

বর্তমান যুগে ঈমান রক্ষার জন্য শুধু ধর্মীয় জ্ঞান যথেষ্ট নয়; বরং সন্তানের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কও প্রয়োজন। অনেক সন্তান তাদের মনে থাকা প্রশ্ন, সন্দেহ বা বিভ্রান্তি পিতা-মাতার সাথে শেয়ার করতে পারে না। ফলে তারা বাইরের ভুল উৎস থেকে উত্তর খুঁজতে গিয়ে বিভ্রান্ত হয়। তাই পিতা-মাতার উচিত সন্তানদের সাথে এমন সম্পর্ক গড়ে তোলা, যাতে তারা দ্বীন সম্পর্কিত যেকোনো প্রশ্ন নির্ভয়ে করতে পারে।

ইসলামে ঈমান শিক্ষা কেবল তাত্ত্বিক বিষয় নয়; বরং বাস্তব জীবনের সাথেও সম্পর্কিত। সন্তান যদি দেখে তার পিতা-মাতা সালাত আদায় করছে, কুরআন তিলাওয়াত করছে, সত্য কথা বলছে, মানুষের হক আদায় করছে এবং আল্লাহর উপর ভরসা করছে, তাহলে সে বাস্তবভাবে ঈমানের সৌন্দর্য উপলব্ধি করতে শিখবে।

❖ কুরআনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা

وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

বাংলা অনুবাদঃ

“আর তারা পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দেয় এবং ধৈর্যের উপদেশ দেয়।”

— সূরা আল-আসর : ৩

এই আয়াত পরিবারে ঈমানি পরিবেশ তৈরির গুরুত্ব তুলে ধরে। একটি পরিবার তখনই শক্তিশালী হয়, যখন তার সদস্যরা একে অপরকে দ্বীনের পথে উৎসাহিত করে।

সুতরাং ঈমান ও আকীদা শিক্ষা সন্তানের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি। যদি এই ভিত্তি মজবুত হয়, তাহলে সে দুনিয়ার যেকোনো ফিতনা ও বিভ্রান্তির মধ্যেও সঠিক পথে থাকতে পারবে। পিতা-মাতার উচিত সন্তানদের অন্তরে আল্লাহর ভালোবাসা, আখিরাতের অনুভূতি, ইসলামের প্রতি শ্রদ্ধা এবং বিশুদ্ধ আকীদা গড়ে তোলা। কারণ একটি ঈমানদার সন্তান শুধু পরিবারের জন্য নয়; বরং পুরো সমাজের জন্য রহমতস্বরূপ।

অধ্যায় ৩৬

আখলাক ও নৈতিক চরিত্র গঠন

সন্তানের সুন্দর চরিত্র, নৈতিকতা ও মানবিক গুণাবলি গঠনে ইসলামের দিকনির্দেশনা

মানুষের জীবনে জ্ঞান, সম্পদ, সৌন্দর্য কিংবা সামাজিক মর্যাদার চেয়েও অধিক গুরুত্বপূর্ণ হলো উত্তম চরিত্র। কারণ একজন মানুষের প্রকৃত পরিচয় তার আখলাক ও নৈতিকতার মাধ্যমেই প্রকাশ পায়। ইসলাম এমন একটি জীবনব্যবস্থা, যেখানে ইবাদতের পাশাপাশি সুন্দর চরিত্র ও মানবিক গুণাবলিকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। একজন মানুষ যত বেশি ইবাদতই করুক না কেন, যদি তার চরিত্রে অহংকার, মিথ্যা, রাগ, হিংসা, প্রতারণা বা নিষ্ঠুরতা থাকে, তাহলে তার ব্যক্তিত্ব অসম্পূর্ণ থেকে যায়। তাই সন্তানদের ইসলামী শিক্ষার অন্যতম প্রধান অংশ হলো তাদের মাঝে উত্তম আখলাক ও নৈতিক চরিত্র গড়ে তোলা।

বর্তমান সমাজে জ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতি হলেও নৈতিক অবক্ষয় ভয়াবহভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। মানুষ শিক্ষিত হচ্ছে, কিন্তু মানবিকতা হারাচ্ছে। অনেক সন্তান আধুনিক শিক্ষায় দক্ষ হলেও বড়দের সম্মান করা, সত্য কথা বলা, মানুষের প্রতি দয়া দেখানো, লজ্জাশীলতা বজায় রাখা কিংবা দায়িত্বশীল আচরণ করার শিক্ষা পাচ্ছে না। ফলে পরিবার ও সমাজে অশান্তি, স্বার্থপরতা এবং নৈতিক সংকট বাড়ছে। ইসলাম এই সংকটের সমাধান হিসেবে সুন্দর চরিত্র ও নৈতিক শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছে।

ইসলামের দৃষ্টিতে আখলাক কেবল কিছু সামাজিক ভদ্রতার নাম নয়; বরং এটি ঈমানেরই একটি অংশ। একজন মানুষের ঈমান যত শক্তিশালী হয়, তার চরিত্রও তত সুন্দর হয়। তাই সন্তানদের এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে, যাতে তাদের চরিত্রে সত্যবাদিতা, নম্রতা, দয়া, সহানুভূতি, লজ্জাশীলতা, ধৈর্য, কৃতজ্ঞতা এবং ক্ষমাশীলতা প্রকাশ পায়।

❖ পবিত্র কুরআনের আলোকে

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ

বাংলা অনুবাদঃ

“নিশ্চয়ই আপনি মহান চরিত্রের অধিকারী।”

— সূরা আল-কলম : ৪

এই আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চরিত্রের প্রশংসা করেছেন। এটি প্রমাণ করে যে, ইসলামে সুন্দর চরিত্রের মর্যাদা কত উচ্চ। নবী ﷺ ছিলেন মানবজাতির জন্য সর্বোত্তম আদর্শ। তাঁর জীবনে দয়া, ক্ষমাশীলতা, বিনয়, সত্যবাদিতা ও মানবিকতার অপূর্ব সমন্বয় ছিল। তাই সন্তানদের আখলাক গঠনের সবচেয়ে বড় আদর্শ হলো রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবন।

সন্তানের চরিত্র গঠনের কাজ ছোটবেলা থেকেই শুরু করতে হয়। কারণ শিশুর মন অত্যন্ত কোমল ও গ্রহণক্ষম। সে পরিবারে যা দেখে এবং শুনে, তাই ধীরে ধীরে তার চরিত্রের অংশ হয়ে যায়। যদি সন্তান দেখে তার পিতা-মাতা সত্য কথা বলে, মানুষের সাথে সুন্দর আচরণ করে, সালাম দেয়, ধৈর্য ধারণ করে এবং অন্যের কষ্টে সহানুভূতি প্রকাশ করে, তাহলে সেও সেসব গুণ অর্জন করতে শুরু করবে। বিপরীতে পরিবারে যদি ঝগড়া, মিথ্যা, গালিগালাজ, অহংকার বা অন্যায়ের পরিবেশ থাকে, তাহলে শিশুর চরিত্রেও নেতিবাচক প্রভাব পড়বে।

❖ হাদিসের আলোকে

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ

“তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি সর্বোত্তম, যার চরিত্র সবচেয়ে উত্তম।”

— সহীহ বুখারী

এই হাদিস স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, ইসলামে মানুষের মর্যাদা নির্ধারণের অন্যতম মাপকাঠি হলো উত্তম চরিত্র। শুধু বাহ্যিক ইবাদত নয়; বরং মানুষের সাথে আচরণও ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

রাসূলুল্লাহ ﷺ আরও বলেছেনঃ

“আমি প্রেরিত হয়েছি উত্তম চরিত্রকে পরিপূর্ণ করার জন্য।”

— মুয়াত্তা ইমাম মালিক

এই হাদিস থেকে বোঝা যায় যে, ইসলামের অন্যতম মূল উদ্দেশ্যই হলো মানুষের চরিত্রকে সুন্দর করা। তাই সন্তানদের মাঝে ইসলামী চরিত্র গড়ে তোলা মানে তাদেরকে প্রকৃত ইসলামের পথে পরিচালিত করা।

নৈতিক চরিত্র গঠনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলোর একটি হলো— সত্যবাদিতা। বর্তমানে অনেক পরিবারে শিশুরা ছোটবেলা থেকেই মিথ্যার সাথে পরিচিত হয়ে যায়। কখনো মজা করে, কখনো সুবিধার জন্য কিংবা কখনো শাস্তি এড়াতে মিথ্যা বলা শেখে।

অথচ ইসলাম সত্যবাদিতাকে জান্নাতের পথ এবং মিথ্যাকে ধ্বংসের পথ হিসেবে বর্ণনা করেছে।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

বাংলা অনুবাদঃ

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্যবাদীদের সাথে থাকো।"

— সূরা আত-তাওবা : ১১৯

সন্তানদের শেখাতে হবে যে সত্য বলা কখনো দুর্বলতা নয়; বরং এটি একজন মুমিনের পরিচয়। এমনকি ভুল করলেও সত্য স্বীকার করার সাহস থাকতে হবে।

আখলাক গঠনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো— বড়দের সম্মান ও ছোটদের প্রতি দয়া। বর্তমান সমাজে অনেক শিশু ও কিশোর অহংকার, রূঢ়তা ও অসভ্য আচরণের দিকে ঝুঁকে পড়ছে। এর অন্যতম কারণ পরিবারে আদব ও শিষ্টাচারের অভাব। ইসলাম সন্তানদেরকে পিতা-মাতা, শিক্ষক, আত্মীয়স্বজন ও বয়োজ্যেষ্ঠদের সম্মান করার শিক্ষা দিয়েছে। একইসাথে ছোটদের প্রতি দয়া ও সহানুভূতির নির্দেশ দিয়েছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ

"যে ছোটদের প্রতি দয়া করে না এবং বড়দের সম্মান করে না, সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।"

— সুনানে তিরমিযী

এই হাদিস পরিবার ও সমাজে পারস্পরিক সম্মান ও মানবিকতার গুরুত্ব তুলে ধরে।

বর্তমান যুগে সন্তানের চরিত্র গঠনের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জগুলোর একটি হলো— মিডিয়া ও প্রযুক্তির নেতিবাচক প্রভাব। অনেক শিশু অনলাইন কনটেন্ট, নাটক, সিনেমা ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম থেকে অশ্লীলতা, অসভ্যতা ও অনৈতিক আচরণ শিখছে। যদি পিতা-মাতা সচেতন না হন, তাহলে এসব ধীরে ধীরে সন্তানের চরিত্রকে দুর্বল করে দেয়। তাই সন্তান কী দেখছে, কার সাথে মিশছে এবং কী শিখছে— সেদিকে নজর রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

একইসাথে সন্তানকে আত্মমর্যাদা ও দায়িত্ববোধের শিক্ষা দিতে হবে। তাকে বুঝাতে হবে যে একজন মুসলিম কখনো অন্যের ক্ষতি করে না, কাউকে অপমান করে না এবং মানুষের হক নষ্ট করে না। ইসলামী চরিত্র এমন এক সৌন্দর্য, যা মানুষকে শুধু পরিবারে নয়; বরং পুরো সমাজে সম্মানিত করে তোলে।

❖ কুরআনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা

وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ

বাংলা অনুবাদঃ

“আর মুমিনদের প্রতি নম্রতার ডানা নত করে দাও।”

— সূরা আল-হিজর : ৮৮

এই আয়াত নম্রতা ও বিনয়ের শিক্ষা দেয়। অহংকার মানুষের চরিত্রকে ধ্বংস করে, কিন্তু বিনয় মানুষকে মহান করে তোলে। সন্তানদের মাঝে বিনয় ও মানবিকতা গড়ে তোলা অত্যন্ত প্রয়োজন।

সন্তানের আখলাক গঠনে শুধু উপদেশ দিলেই হবে না; বরং পিতা-মাতাকেই বাস্তব উদাহরণ হতে হবে। কারণ শিশুরা কথার চেয়ে কাজ থেকে বেশি শিক্ষা গ্রহণ করে। যদি পরিবারে ইসলামী পরিবেশ, সুন্দর ব্যবহার ও নৈতিকতা চর্চা করা হয়, তাহলে সন্তানরাও স্বাভাবিকভাবে সেসব গুণ অর্জন করবে।

সুতরাং আখলাক ও নৈতিক চরিত্র গঠন সন্তানের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাগুলোর একটি। একটি সুন্দর চরিত্র একজন মানুষকে দুনিয়ায় সম্মানিত করে এবং আখিরাতে সফলতার পথে পরিচালিত করে। পিতা-মাতার উচিত সন্তানদের শুধু শিক্ষিত নয়; বরং সত্যবাদী, দয়ালু, নম্র, দায়িত্বশীল ও আল্লাহভীরু মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা। কারণ একটি নৈতিক ও চরিত্রবান প্রজন্মই পারে একটি সুন্দর পরিবার, আদর্শ সমাজ এবং শান্তিময় উম্মাহ গড়ে তুলতে।

অধ্যায় ৩৭

আদব ও শিষ্টাচার শিক্ষা

সন্তানের ভদ্রতা, সামাজিক আচরণ ও ইসলামী আদর্শ গঠনে আদব শিক্ষার গুরুত্ব

ইসলামে আদব ও শিষ্টাচার মানুষের জীবনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ। কারণ একজন মানুষের জ্ঞান, ইবাদত বা সামাজিক মর্যাদার সৌন্দর্য তখনই পূর্ণতা লাভ করে, যখন তার চরিত্র ও আচরণ সুন্দর হয়। আদব মানুষের ব্যক্তিত্বকে পরিপূর্ণ করে, সম্পর্ককে মজবুত করে এবং পরিবার ও সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করে। তাই সন্তানদের ইসলামী শিক্ষার অন্যতম প্রধান অংশ হলো— আদব ও শিষ্টাচারের শিক্ষা।

বর্তমান যুগে শিক্ষার প্রসার ঘটলেও ভদ্রতা, সম্মানবোধ ও মানবিক আচরণের অভাব দিন দিন স্পষ্ট হয়ে উঠছে। অনেক সন্তান আধুনিক শিক্ষা অর্জন করলেও বড়দের সম্মান করা, নম্রভাবে কথা বলা, মানুষের অনুভূতির মূল্য দেওয়া কিংবা সামাজিক আচরণ বজায় রাখার শিক্ষা থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। এর ফলে পরিবারে অশান্তি, সমাজে বিশৃঙ্খলা এবং সম্পর্কের অবনতি বৃদ্ধি পাচ্ছে। ইসলাম এই সমস্যার সমাধান হিসেবে আদব ও উত্তম আচরণের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে।

ইসলামের দৃষ্টিতে আদব শুধু কিছু সামাজিক নিয়ম নয়; বরং এটি ঈমান ও আখলাকেরই অংশ। একজন মুমিনের কথা, আচরণ, চলাফেরা, পোশাক, খাওয়াদাওয়া, অন্যের সাথে ব্যবহার—সবকিছুর মাঝেই ইসলামী শিষ্টাচারের প্রতিফলন থাকা উচিত। তাই সন্তানদের ছোটবেলা থেকেই এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে, যাতে তাদের মাঝে সম্মানবোধ, লজ্জাশীলতা, নম্রতা, ধৈর্য এবং ভদ্র আচরণের গুণাবলি তৈরি হয়।

❖ পবিত্র কুরআনের আলোকে

وَقُل لِّعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

বাংলা অনুবাদঃ

“আর আমার বান্দাদের বলে দিন, তারা যেন উত্তম কথা বলে।”

— সূরা আল-ইসরা : ৫৩

এই আয়াত মানুষের কথাবার্তার শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়। সুন্দর ভাষা মানুষের হৃদয় জয় করে, আর কটু ভাষা সম্পর্ক নষ্ট করে দেয়। সন্তানদের শেখাতে হবে— কখনো গালি দেওয়া যাবে না, কারো সাথে রূঢ় আচরণ করা যাবে না এবং মানুষের সাথে নম্রভাবে কথা বলতে হবে।

আজকের সমাজে অনেক শিশু ও কিশোর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম, বন্ধুদের প্রভাব কিংবা অশালীন কনটেন্ট দেখে অসভ্য ভাষা ও খারাপ আচরণ শিখছে। যদি পরিবারে সঠিক আদব শিক্ষা না দেওয়া হয়, তাহলে এসব আচরণ ধীরে ধীরে তাদের স্বভাবের অংশ হয়ে যায়। তাই পিতা-মাতার উচিত ছোটবেলা থেকেই সুন্দর ভাষা ও উত্তম আচরণের চর্চা করানো।

❖ হাদিসের আলোকে

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ

"তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি সর্বোত্তম, যার আখলাক সবচেয়ে উত্তম।"

— সহীহ বুখারী

এই হাদিস প্রমাণ করে যে, ইসলামে সুন্দর আচরণের মর্যাদা অত্যন্ত উচ্চ। একজন মানুষের প্রকৃত সৌন্দর্য তার বাহ্যিক রূপে নয়; বরং তার আচরণ ও ব্যবহারে প্রকাশ পায়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ শিশুদের সাথে অত্যন্ত কোমল ও সুন্দর আচরণ করতেন। তিনি শিশুদের সালাম দিতেন, তাদের সাথে হাসি-আনন্দ করতেন এবং ভালোবাসার মাধ্যমে শিক্ষা দিতেন। এটি আমাদের শেখায় যে সন্তানদের আদব শিক্ষা কঠোরতার মাধ্যমে নয়; বরং ভালোবাসা, ধৈর্য ও বাস্তব উদাহরণের মাধ্যমে দিতে হবে।

আদব শিক্ষার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলোর একটি হলো— পিতা-মাতার প্রতি সম্মান। বর্তমান সমাজে অনেক সন্তান পিতা-মাতার সাথে রূঢ় আচরণ করে, উচ্চস্বরে কথা বলে কিংবা তাদের কষ্ট দেয়। অথচ ইসলাম পিতা-মাতার সম্মানকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছে।

فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

বাংলা অনুবাদঃ

"তাদেরকে 'উফ' পর্যন্ত বলো না, তাদেরকে ধমক দিও না এবং তাদের সাথে সম্মানজনক কথা বলো।"

— সূরা আল-ইসরা : ২৩

এই আয়াত সন্তানদেরকে পিতা-মাতার সাথে নম্র ও সম্মানজনক আচরণের শিক্ষা দেয়। সন্তানকে বুঝাতে হবে যে, পিতা-মাতার সেবা ও সম্মান করা শুধু সামাজিক দায়িত্ব নয়; বরং এটি মহান ইবাদত।

একইসাথে সন্তানদেরকে শিক্ষক, আত্মীয়স্বজন, প্রতিবেশী এবং সমাজের বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতিও সম্মান প্রদর্শনের শিক্ষা দিতে হবে। ইসলামে সালাম দেওয়া, অনুমতি নিয়ে প্রবেশ করা, কারো কথা মনোযোগ দিয়ে শোনা, অতিথির সম্মান করা এবং অন্যের কষ্ট না দেওয়া—এসবই আদবের গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

❖ খাওয়াদাওয়া ও দৈনন্দিন জীবনের আদব

ইসলাম মানুষের দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই শিষ্টাচারের শিক্ষা দিয়েছে। যেমন— খাওয়ার আগে "বিসমিল্লাহ" বলা, ডান হাতে খাওয়া, অপচয় না করা, সালাম দেওয়া, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা, হাঁচি দিলে আলহামদুলিল্লাহ বলা, কারো ঘরে প্রবেশের আগে অনুমতি নেওয়া ইত্যাদি। এসব ছোট ছোট আদব একজন মানুষের ব্যক্তিত্বকে সুন্দর করে তোলে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ

"পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অংশ।"

— সহীহ মুসলিম

এই হাদিস থেকে বোঝা যায় যে, ইসলামে পরিচ্ছন্নতা ও শৃঙ্খলাও আদবের অংশ। সন্তানদের ছোটবেলা থেকেই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা, নিজের জিনিস গুছিয়ে রাখা এবং পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখার শিক্ষা দিতে হবে।

বর্তমান যুগে প্রযুক্তির অপব্যবহার সন্তানদের আদব ও সামাজিক আচরণের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। অনেক শিশু পরিবারে সময় না দিয়ে মোবাইল ও ইন্টারনেটে ডুবে থাকে। ফলে সামাজিক আচরণ, সম্মানবোধ ও পারিবারিক সম্পর্ক দুর্বল হয়ে যাচ্ছে। তাই পিতা-মাতার উচিত সন্তানদের সাথে সময় কাটানো এবং বাস্তব জীবনে ভদ্র আচরণের চর্চা করানো।

আদব শিক্ষার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো— লজ্জাশীলতা। ইসলাম লজ্জাকে ঈমানের অংশ হিসেবে বর্ণনা করেছে। বর্তমানে অশ্লীলতা ও বেহায়াপনা সমাজে স্বাভাবিক হয়ে যাচ্ছে, যা শিশুদের চরিত্রের উপর গভীর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। তাই সন্তানদের পোশাক, কথাবার্তা, চলাফেরা ও সামাজিক আচরণে শালীনতার শিক্ষা দেওয়া অত্যন্ত জরুরি।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ

"লজ্জা ঈমানের একটি শাখা।"

— সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম

এই হাদিস প্রমাণ করে যে, লজ্জাশীলতা মানুষের চরিত্রকে সুন্দর ও মর্যাদাবান করে তোলে।

সন্তানের আদব ও শিষ্টাচার গঠনে পিতা-মাতার ভূমিকাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ শিশুরা উপদেশের চেয়ে বাস্তব আচরণ থেকে বেশি শিক্ষা গ্রহণ করে। যদি সন্তান দেখে তার পিতা-মাতা মানুষের সাথে নম্র আচরণ করছে, সালাম দিচ্ছে, সত্য কথা বলছে এবং অন্যদের সম্মান করছে, তাহলে সেও স্বাভাবিকভাবে সেই শিক্ষা গ্রহণ করবে।

সুতরাং আদব ও শিষ্টাচার শিক্ষা সন্তানের জীবনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এটি শুধু একজন মানুষকে ভদ্র করে তোলে না; বরং তার ঈমান, আখলাক ও ব্যক্তিত্বকে পরিপূর্ণ করে। একটি আদর্শ পরিবার ও সুন্দর সমাজ গঠনের জন্য সন্তানদের মাঝে ইসলামী আদব, সম্মানবোধ, নম্রতা ও মানবিক আচরণের শিক্ষা দেওয়া অপরিহার্য। কারণ সুন্দর আদবই মানুষকে প্রকৃত অর্থে সম্মানিত ও প্রিয় করে তোলে।

অধ্যায় ৩৮

ডিজিটাল যুগের চ্যালেঞ্জ

প্রযুক্তিনির্ভর আধুনিক যুগে পরিবার, সন্তান ও ইসলামী মূল্যবোধ রক্ষার বাস্তবতা

বর্তমান যুগকে ডিজিটাল যুগ বলা হয়। প্রযুক্তির দ্রুত উন্নয়ন মানুষের জীবনকে যেমন সহজ করেছে, তেমনি নতুন নতুন চ্যালেঞ্জও সৃষ্টি করেছে। মোবাইল ফোন, ইন্টারনেট, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম, ভিডিও প্ল্যাটফর্ম, অনলাইন গেমস এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক প্রযুক্তি আজ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে শিশু ও তরুণ প্রজন্মের জীবন প্রযুক্তির সাথে গভীরভাবে জড়িয়ে গেছে। এই প্রযুক্তি যেমন জ্ঞান অর্জন, যোগাযোগ এবং দক্ষতা বৃদ্ধির সুযোগ তৈরি করেছে, তেমনি নৈতিক অবক্ষয়, পারিবারিক দূরত্ব, মানসিক অস্থিরতা এবং দ্বীনি উদাসীনতার বড় কারণও হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ইসলাম প্রযুক্তির বিরোধিতা করে না। বরং এমন সব মাধ্যমকে উৎসাহিত করে, যা মানুষের উপকার, জ্ঞান বৃদ্ধি এবং কল্যাণের জন্য ব্যবহৃত হয়। কিন্তু যখন প্রযুক্তি মানুষের ঈমান, চরিত্র, সম্পর্ক এবং মানসিক প্রশান্তিকে ক্ষতিগ্রস্ত করে, তখন তা বড় ফিতনার কারণ হয়ে যায়। তাই ডিজিটাল যুগে একজন মুসলিম পরিবারের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব হলো— প্রযুক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করা, প্রযুক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হওয়া।

বর্তমান সমাজে অনেক পরিবারে একই ঘরে বসবাস করলেও সদস্যদের মধ্যে মানসিক দূরত্ব তৈরি হচ্ছে। আগে পরিবারে একসাথে বসে কথা বলা, খোঁজখবর নেওয়া, পারিবারিক সময় কাটানো এবং পারস্পরিক সম্পর্ক দৃঢ় করার যে পরিবেশ ছিল, তা ধীরে ধীরে কমে যাচ্ছে। এখন অনেক মানুষ বাস্তব সম্পর্কের চেয়ে ভার্চুয়াল জগতের প্রতি বেশি আসক্ত হয়ে পড়ছে। ফলে পরিবারে ভালোবাসা, আন্তরিকতা ও মানসিক সংযোগ দুর্বল হয়ে যাচ্ছে।

❖ পবিত্র কুরআনের আলোকে

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

বাংলা অনুবাদঃ

“হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের এবং তোমাদের পরিবারকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করো।”

— সূরা আত-তাহরীম : ৬

এই আয়াত বর্তমান ডিজিটাল যুগেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ আজ পরিবারকে রক্ষা করার দায়িত্ব শুধু শারীরিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং সন্তানদের ঈমান, চরিত্র, চিন্তাভাবনা এবং মানসিক জগতকেও সুরক্ষিত রাখতে হবে।

বর্তমানে সবচেয়ে বড় সমস্যাগুলোর একটি হলো— অশ্লীলতা ও অনৈতিক কনটেন্টের সহজলভ্যতা। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই শিশু-কিশোররা এমন সব বিষয় দেখতে পাচ্ছে, যা তাদের মানসিকতা, চরিত্র ও ঈমানকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। অশ্লীল ভিডিও, অনৈতিক সম্পর্ক, মিথ্যা গ্ল্যামার এবং বেহায়াপনা ধীরে ধীরে তাদের চিন্তাভাবনাকে পরিবর্তন করে দিচ্ছে। যদি পরিবারে দ্বীনি পরিবেশ ও সচেতনতা না থাকে, তাহলে সন্তান সহজেই এসবের প্রভাবে বিপথগামী হতে পারে।

ইসলাম দৃষ্টি সংযম, লজ্জাশীলতা এবং পবিত্রতার উপর গুরুত্ব দিয়েছে।

قُل لِّلْمُؤْ مِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ

বাংলা অনুবাদঃ

“মুমিনদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি সংযত রাখে এবং নিজেদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে।”

— সূরা আন-নূর : ৩০

এই আয়াত ডিজিটাল যুগে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। কারণ বর্তমানে দৃষ্টি সংযমের সবচেয়ে বড় পরীক্ষা হচ্ছে মোবাইল ও ইন্টারনেটের মাধ্যমে। তাই সন্তানদের ছোটবেলা থেকেই অনলাইন ব্যবহারে সতর্কতা, লজ্জাশীলতা ও আত্মনিয়ন্ত্রণের শিক্ষা দিতে হবে।

❖ সোশ্যাল মিডিয়ার প্রভাব

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম আজ মানুষের জীবনে বিশাল প্রভাব ফেলছে। মানুষ নিজের বাস্তব জীবনকে অন্যের সাথে তুলনা করতে গিয়ে হতাশা, হীনমন্যতা এবং অসন্তুষ্টিতে ভুগছে। অনেকেই শুধুমাত্র লাইক, ফলোয়ার এবং মানুষের প্রশংসা পাওয়ার জন্য জীবন পরিচালনা করছে। ফলে রিয়া (লোক দেখানো), অহংকার এবং আত্মকেন্দ্রিকতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বিশেষ করে তরুণ প্রজন্ম অনেক সময় ভার্চুয়াল সম্পর্কের প্রতি আসক্ত হয়ে বাস্তব পরিবার থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। ফলে পিতা-মাতা ও সন্তানের মাঝে মানসিক দূরত্ব তৈরি হচ্ছে। ইসলাম পরিবারকে বাস্তব ভালোবাসা, আন্তরিকতা ও দায়িত্ববোধের উপর প্রতিষ্ঠিত করতে চায়; কৃত্রিম ও সাময়িক সম্পর্কের উপর নয়।

❖ হাদিসের আলোকে

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ

"মানুষ তার বন্ধুর দ্বীনের উপর থাকে। তাই তোমাদের প্রত্যেকের উচিত সে কাদের সাথে বন্ধুত্ব করছে তা লক্ষ্য করা।"

— সুনানে আবু দাউদ, সুনানে তিরমিযী

বর্তমান যুগে এই হাদিসের গুরুত্ব আরও বেশি। কারণ এখন শুধু বাস্তব বন্ধু নয়; বরং অনলাইন বন্ধুত্ব, ফলো করা কনটেন্ট, ভিডিও এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের প্রভাবও মানুষের চিন্তাভাবনা ও চরিত্রকে প্রভাবিত করছে। তাই সন্তান কী দেখছে, কাদের অনুসরণ করছে এবং কোন ধরনের কনটেন্ট গ্রহণ করছে—সেদিকে পিতা-মাতাকে সচেতন থাকতে হবে।

❖ পরিবারে প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার

প্রযুক্তি সম্পূর্ণভাবে বর্জন করা সম্ভব নয়, প্রয়োজনও নয়। বরং প্রযুক্তিকে সঠিকভাবে ব্যবহার করাই গুরুত্বপূর্ণ। যদি প্রযুক্তি কুরআন শিক্ষা, ইসলামী জ্ঞান অর্জন, উপকারী দক্ষতা বৃদ্ধি এবং মানুষের কল্যাণে ব্যবহৃত হয়, তাহলে এটি নিয়ামত হতে পারে। কিন্তু যদি তা সময় নষ্ট, গুনাহ এবং সম্পর্ক নষ্টের কারণ হয়, তাহলে তা ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়ায়।

পিতা-মাতার উচিত সন্তানদের জন্য প্রযুক্তি ব্যবহারের সুনির্দিষ্ট নিয়ম নির্ধারণ করা। যেমন—

- নির্দিষ্ট সময়ের বেশি মোবাইল ব্যবহার না করা
- অশ্লীল বা ক্ষতিকর কনটেন্ট থেকে দূরে থাকা
- পরিবারের সাথে সময় কাটানো
- সালাত ও পড়াশোনাকে অগ্রাধিকার দেওয়া
- অনলাইনে শালীনতা বজায় রাখা

শুধু সন্তানদের নয়; পিতা-মাতাকেও প্রযুক্তি ব্যবহারে ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে। অনেক সময় দেখা যায়, পরিবারের সবাই নিজ নিজ মোবাইল নিয়ে ব্যস্ত, কিন্তু একে অপরের সাথে কোনো আন্তরিক যোগাযোগ নেই। ফলে একই ঘরে থেকেও মানুষ একাকীত্বে ভুগছে।

❖ ডিজিটাল আসক্তি ও মানসিক সমস্যা

বর্তমানে মোবাইল ও গেমসের আসক্তি শিশু ও তরুণদের মাঝে ভয়াবহভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর ফলে মনোযোগ কমে যাচ্ছে, ঘুমের সমস্যা তৈরি হচ্ছে, রাগ ও অস্থিরতা বাড়ছে এবং পড়াশোনার ক্ষতি হচ্ছে। অনেক শিশু বাস্তব খেলাধুলা, পারিবারিক সময় এবং সামাজিক সম্পর্ক থেকে দূরে সরে যাচ্ছে।

ইসলাম মানুষকে ভারসাম্যপূর্ণ জীবনযাপনের শিক্ষা দেয়। অতিরিক্ত কোনো কিছুই ইসলামে প্রশংসনীয় নয়। তাই প্রযুক্তি ব্যবহারেও সংযম প্রয়োজন।

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا

বাংলা অনুবাদঃ

“আর এভাবেই আমি তোমাদেরকে মধ্যপন্থী উম্মাহ বানিয়েছি।”

— সূরা আল-বাকারা : ১৪৩

এই আয়াত থেকে বোঝা যায় যে, ইসলামের শিক্ষা হলো ভারসাম্য ও সংযম। প্রযুক্তির ব্যবহারও সেই ভারসাম্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকা উচিত।

❖ দ্বীনি পরিবেশের গুরুত্ব

ডিজিটাল যুগের ফিতনা থেকে পরিবারকে রক্ষা করার সবচেয়ে কার্যকর উপায় হলো— ঘরে শক্তিশালী দ্বীনি পরিবেশ তৈরি করা। যদি পরিবারে সালাত, কুরআন তিলাওয়াত, ইসলামী আলোচনা, পারস্পরিক ভালোবাসা এবং আল্লাহর স্মরণ থাকে, তাহলে সন্তানদের অন্তরে ঈমান শক্তিশালী হবে এবং তারা সহজে বিভ্রান্ত হবে না।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ

“তোমাদের ঘরগুলোকে কবরস্থানে পরিণত করো না। নিশ্চয়ই যে ঘরে সূরা আল-বাকারা তিলাওয়াত করা হয়, শয়তান সেই ঘর থেকে পালিয়ে যায়।”

— সহীহ মুসলিম

এই হাদিস পরিবারে কুরআনের পরিবেশ তৈরির গুরুত্ব তুলে ধরে।

সুতরাং ডিজিটাল যুগ মানুষের জন্য যেমন সুযোগ সৃষ্টি করেছে, তেমনি বড় পরীক্ষাও নিয়ে এসেছে। একজন মুসলিম পরিবারের দায়িত্ব হলো প্রযুক্তিকে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখা, সন্তানদের ঈমান ও চরিত্র রক্ষা করা এবং পরিবারে ইসলামী মূল্যবোধের পরিবেশ তৈরি করা। কারণ প্রযুক্তি তখনই কল্যাণকর হয়, যখন তা মানুষের ঈমান, সম্পর্ক ও নৈতিকতাকে শক্তিশালী করে; আর ক্ষতিকর হয়, যখন তা মানুষকে আল্লাহ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়।

অধ্যায় ৩৯

বর্তমান সমাজে পরিবার ভাঙনের কারণ

পারিবারিক বিচ্ছিন্নতা, দাম্পত্য সংকট ও সমাজে পরিবার ভাঙনের বাস্তব কারণসমূহ পরিবার মানবসমাজের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি। একটি সুন্দর, শান্তিপূর্ণ ও আদর্শ সমাজ গড়ে ওঠে আদর্শ পরিবারের মাধ্যমে। কারণ পরিবারই মানুষের প্রথম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, ভালোবাসার আশ্রয়স্থল এবং নৈতিক চরিত্র গঠনের কেন্দ্র। কিন্তু বর্তমান সমাজে পরিবারব্যবস্থা ভয়াবহ সংকটের মুখোমুখি। দিন দিন দাম্পত্য কলহ, বিবাহবিচ্ছেদ, পারিবারিক অশান্তি এবং আত্মিক দূরত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে। অনেক পরিবার বাহ্যিকভাবে একসাথে থাকলেও তাদের মাঝে ভালোবাসা, আন্তরিকতা ও মানসিক বন্ধন দুর্বল হয়ে পড়ছে।

বর্তমান যুগে পরিবার ভাঙনের কারণ শুধু একটি নয়; বরং নৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, মানসিক ও ধর্মীয় বিভিন্ন সমস্যার সমন্বয়ে এই সংকট তৈরি হয়েছে। ইসলাম পরিবারকে ভালোবাসা, দয়া, দায়িত্ববোধ ও আল্লাহভীতির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। কিন্তু মানুষ যখন ইসলামী মূল্যবোধ থেকে দূরে সরে যায়, তখন পরিবারেও অশান্তি ও ভাঙন সৃষ্টি হয়।

বর্তমান সমাজে সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো— মানুষ সম্পর্কের চেয়ে নিজের ইচ্ছা ও অহংকারকে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে। সামান্য মতবিরোধ, অভিমান বা কষ্ট সহ্য করার ধৈর্য অনেকের মধ্যে আর দেখা যায় না। মানুষ এখন ত্যাগের চেয়ে নিজের সুখকে বেশি প্রাধান্য দেয়। ফলে সম্পর্কগুলো ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে পড়ে।

❖ পবিত্র কুরআনের আলোকে

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً

বাংলা অনুবাদঃ

“আর তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে রয়েছে—তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকেই তোমাদের সঙ্গিনী সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে প্রশান্তি লাভ করতে পারো এবং তিনি তোমাদের মাঝে সৃষ্টি করেছেন ভালোবাসা ও দয়া।”

— সূরা আর-রূম : ২১

এই আয়াত পরিবারব্যবস্থার মূল ভিত্তি তুলে ধরে— সাকীনাহ (প্রশান্তি), মাওয়াদ্দাহ (ভালোবাসা) এবং রাহমাহ (দয়া)। কিন্তু বর্তমান সমাজে এই মূল্যবোধগুলো ধীরে ধীরে

দুর্বল হয়ে যাচ্ছে। ভালোবাসার জায়গায় স্বার্থপরতা, দয়ার জায়গায় কঠোরতা এবং প্রশান্তির জায়গায় মানসিক অশান্তি তৈরি হচ্ছে।

❖ ১. দ্বীনি মূল্যবোধের অভাব

পরিবার ভাঙনের অন্যতম প্রধান কারণ হলো— আল্লাহভীতি ও দ্বীনি শিক্ষার অভাব। যখন পরিবারে সালাত, কুরআন, দোয়া এবং ইসলামী আদর্শের চর্চা কমে যায়, তখন সম্পর্কগুলো শুধু দুনিয়াবি স্বার্থের উপর দাঁড়িয়ে থাকে। ফলে সামান্য সমস্যাতেই সম্পর্ক ভেঙে পড়ে।

ইসলাম পরিবারকে ইবাদতের অংশ হিসেবে দেখেছে। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক শুধু দুনিয়াবি নয়; বরং এটি আখিরাতের সাথেও সম্পর্কিত। কিন্তু বর্তমান সমাজে অনেকেই বিবাহকে কেবল আবেগ, আকর্ষণ বা সামাজিক প্রয়োজন হিসেবে দেখে। ফলে বাস্তব জীবনের দায়িত্ব ও পরীক্ষার মুখোমুখি হলে সম্পর্ক দুর্বল হয়ে যায়।

❖ ২. অহংকার ও আত্মকেন্দ্রিকতা

বর্তমান যুগে মানুষ "আমি" কেন্দ্রিক জীবনে অভ্যস্ত হয়ে পড়ছে। স্বামী-স্ত্রী উভয়েই নিজের ইচ্ছা, মতামত ও স্বাধীনতাকে এত বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে যে পারস্পরিক সমঝোতা ও ত্যাগের মানসিকতা কমে যাচ্ছে। কেউ ভুল স্বীকার করতে চায় না, ক্ষমা করতে চায় না এবং সম্পর্ক টিকিয়ে রাখার জন্য ধৈর্য ধারণ করতে চায় না।

وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ

বাংলা অনুবাদঃ

"আর তোমরা নিজেদের মধ্যে অনুগ্রহ ও সৌজন্য ভুলে যেও না।"

— সূরা আল-বাকারা : ২৩৭

এই আয়াত শেখায় যে সম্পর্ক টিকিয়ে রাখতে উদারতা, সৌজন্য ও ক্ষমাশীলতা অত্যন্ত প্রয়োজন। কিন্তু অহংকার মানুষকে ক্ষমা করতে বাধা দেয় এবং সম্পর্ক ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়।

❖ ৩. সোশ্যাল মিডিয়া ও প্রযুক্তির অপব্যবহার

বর্তমান যুগে প্রযুক্তি ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম পরিবার ভাঙনের অন্যতম বড় কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অনেক মানুষ বাস্তব সম্পর্কের চেয়ে ভার্চুয়াল সম্পর্ককে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অবিশ্বাস, গোপন সম্পর্ক, সময় না দেওয়া এবং মানসিক দূরত্বের পেছনে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম বড় ভূমিকা রাখছে।

অনেক পরিবারে সবাই একই ঘরে থাকলেও প্রত্যেকে নিজ নিজ মোবাইলে ব্যস্ত। ফলে পারস্পরিক যোগাযোগ কমে যাচ্ছে এবং সম্পর্কের গভীরতা নষ্ট হচ্ছে।

❖ হাদিসের আলোকে

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ

"তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম, যে তার পরিবারের কাছে উত্তম।"

— জামে তিরমিযী

এই হাদিস পরিবারে সুন্দর আচরণের গুরুত্ব তুলে ধরে। কিন্তু বর্তমান সমাজে অনেক মানুষ বাইরের মানুষের সাথে ভালো আচরণ করলেও পরিবারের মানুষের সাথে রূঢ় আচরণ করে। ফলে পরিবারে মানসিক কষ্ট ও দূরত্ব বৃদ্ধি পায়।

❖ ৪. অর্থনৈতিক চাপ ও বস্তুবাদিতা

বর্তমান সমাজে অর্থ ও ভোগবিলাসকে জীবনের সবচেয়ে বড় লক্ষ্য মনে করা হচ্ছে। মানুষ পরিবারের শান্তির চেয়ে বিলাসিতা ও সামাজিক মর্যাদাকে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে। ফলে অর্থনৈতিক চাপ, অতিরিক্ত চাহিদা এবং তুলনামূলক জীবনযাপন পরিবারে অশান্তি সৃষ্টি করছে।

অনেক সময় স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ভালোবাসা ও দায়িত্বের পরিবর্তে শুধুমাত্র অর্থনৈতিক প্রত্যাশার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। ফলে আর্থিক সংকট দেখা দিলে সম্পর্কও দুর্বল হয়ে যায়। অথচ ইসলাম সন্তুষ্টি, সরলতা ও আল্লাহর উপর ভরসার শিক্ষা দেয়।

وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ

বাংলা অনুবাদঃ

"আর আকাশে রয়েছে তোমাদের রিযিক এবং যা তোমাদের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে।"

— সূরা আয-যারিয়াত : ২২

এই আয়াত মানুষকে আল্লাহর উপর ভরসা করতে শেখায়। অতিরিক্ত দুনিয়ামুখী চিন্তা অনেক সময় পরিবারে অশান্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

❖ ৫. ধৈর্য ও সহনশীলতার অভাব

বর্তমান যুগে মানুষ খুব দ্রুত হতাশ হয়ে পড়ে। সামান্য ভুল বোঝাবুঝি বা কষ্ট সহ্য করার মানসিকতা কমে গেছে। অথচ প্রতিটি সম্পর্কেই ধৈর্য, ত্যাগ ও সহনশীলতার প্রয়োজন রয়েছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ

“কোনো মুমিন পুরুষ যেন কোনো মুমিন নারীকে সম্পূর্ণ ঘৃণা না করে। তার কোনো একটি স্বভাব অপছন্দ হলে অন্য কোনো স্বভাব অবশ্যই পছন্দ হবে।”

— সহীহ মুসলিম

এই হাদিস দাম্পত্য জীবনে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির শিক্ষা দেয়। মানুষ যখন শুধু দুর্বলতার দিকে তাকায়, তখন সম্পর্ক ভেঙে যায়। কিন্তু ভালো দিকগুলোর মূল্যায়ন করলে সম্পর্ক শক্তিশালী হয়।

❖ ৬. সন্তানদের অবহেলা ও পারিবারিক বন্ধনের দুর্বলতা

অনেক পরিবারে পিতা-মাতা সন্তানের জন্য পর্যাপ্ত সময় দেয় না। সন্তানরা ভালোবাসা, দিকনির্দেশনা ও মানসিক সমর্থন থেকে বঞ্চিত হয়। ফলে তারা বাইরের প্রভাবের দিকে ঝুঁকে পড়ে এবং পরিবার থেকে দূরে সরে যায়।

ইসলাম পরিবারে পারস্পরিক সম্পর্ককে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছে। একসাথে সময় কাটানো, খোঁজখবর নেওয়া, ভালোবাসা প্রকাশ করা এবং পরিবারের সদস্যদের অনুভূতির মূল্য দেওয়া—এসবই পরিবারকে শক্তিশালী করে।

❖ পারিবারিক ভাঙনের ভয়াবহ প্রভাব

পরিবার ভেঙে গেলে শুধু স্বামী-স্ত্রী ক্ষতিগ্রস্ত হয় না; বরং সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় সন্তানরা। তারা মানসিক অস্থিরতা, নিরাপত্তাহীনতা ও হতাশায় ভুগতে শুরু করে। একইসাথে সমাজেও অপরাধ, অনৈতিকতা এবং সামাজিক বিশৃঙ্খলা বৃদ্ধি পায়। কারণ একটি দুর্বল পরিবার কখনো শক্তিশালী সমাজ গড়ে তুলতে পারে না।

❖ ইসলামের সমাধান

ইসলাম পরিবার রক্ষার জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ নীতিমালা দিয়েছে—

- আল্লাহভীতি ও দ্বীনি পরিবেশ তৈরি করা
- পারস্পরিক সম্মান ও ভালোবাসা বজায় রাখা
- ধৈর্য ও ক্ষমাশীলতা চর্চা করা
- সুন্দর ভাষায় কথা বলা
- পরিবারের জন্য সময় দেওয়া
- প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করা
- সালাত ও দোয়ার মাধ্যমে আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করা

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا

বাংলা অনুবাদঃ

“আর তোমরা সবাই আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করো এবং বিভক্ত হয়ো না।”

— সূরা আলে ইমরান : ১০৩

এই আয়াত পরিবারসহ পুরো সমাজের জন্য ঐক্য ও সম্পর্ক রক্ষার শিক্ষা দেয়।

সুতরাং বর্তমান সমাজে পরিবার ভাঙনের কারণগুলো বহুমাত্রিক হলেও এর মূল শিকড় হলো— দ্বীনি মূল্যবোধ থেকে দূরে সরে যাওয়া। পরিবারকে টিকিয়ে রাখতে হলে ভালোবাসা, দায়িত্ববোধ, ধৈর্য, ত্যাগ এবং আল্লাহভীতির পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে। কারণ একটি শক্তিশালী পরিবারই পারে একটি সুন্দর সমাজ ও কল্যাণময় জাতি গঠন করতে।

অধ্যায় ৪০

সোশ্যাল মিডিয়া ও প্রযুক্তির নেতিবাচক প্রভাব

ডিজিটাল আসক্তি, সম্পর্কের দূরত্ব ও নৈতিক অবক্ষয়ের বাস্তব চিত্র

বর্তমান যুগে প্রযুক্তি ও সোশ্যাল মিডিয়া মানুষের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠেছে। মোবাইল ফোন, ফেসবুক, ইউটিউব, টিকটক, ইনস্টাগ্রামসহ বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম মানুষের যোগাযোগব্যবস্থা সহজ করেছে, তথ্যপ্রাপ্তিকে দ্রুত করেছে এবং দুনিয়াকে মানুষের হাতের মুঠোয় এনে দিয়েছে। কিন্তু একইসাথে এসব মাধ্যম মানুষের ব্যক্তিগত জীবন, পারিবারিক সম্পর্ক, মানসিক স্বাস্থ্য, নৈতিকতা এবং ঈমানি পরিবেশের উপর গভীর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে।

বিশেষ করে মুসলিম পরিবারগুলো আজ এক নতুন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। আগে মানুষ পরিবারের সাথে সময় কাটাতো, আত্মীয়স্বজনের খোঁজখবর নিতো, পারিবারিক আলোচনায় অংশগ্রহণ করতো এবং বাস্তব সম্পর্ককে গুরুত্ব দিতো। কিন্তু এখন অনেক মানুষ বাস্তব জীবনের চেয়ে ভার্চুয়াল জগতে বেশি সময় ব্যয় করছে। ফলে পারিবারিক বন্ধন দুর্বল হয়ে যাচ্ছে এবং সম্পর্কগুলো কৃত্রিম হয়ে পড়ছে।

ইসলাম মানুষকে এমন জীবনব্যবস্থা শিক্ষা দেয়, যেখানে সময়ের সঠিক ব্যবহার, সম্পর্কের মর্যাদা, লজ্জাশীলতা, নৈতিকতা এবং আল্লাহর স্মরণ গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়ার অপব্যবহার মানুষকে ধীরে ধীরে এসব মূল্যবোধ থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে।

❖ পবিত্র কুরআনের আলোকে

وَالْعَصْرِ ۝ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ

বাংলা অনুবাদঃ

“সময়ের শপথ! নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতির মধ্যে রয়েছে।”

— সূরা আল-আসর : ১-২

এই আয়াত সময়ের গুরুত্ব তুলে ধরে। বর্তমান যুগে সবচেয়ে বেশি অপচয় হচ্ছে সময়ের। মানুষ ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপ্রয়োজনীয় ভিডিও, পোস্ট, গেমস এবং বিনোদনে ব্যস্ত থাকছে, অথচ সালাত, কুরআন, পরিবার এবং আত্মউন্নয়নের জন্য সময় বের করতে পারছে না।

সোশ্যাল মিডিয়ার সবচেয়ে বড় সমস্যাগুলোর একটি হলো— আসক্তি। অনেক মানুষ সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর থেকে রাতে ঘুমানোর আগ পর্যন্ত বারবার মোবাইল চেক করে। ধীরে ধীরে এটি মানসিক নির্ভরতায় পরিণত হয়। মানুষ বাস্তব জীবনের চেয়ে অনলাইন জগতকে বেশি গুরুত্ব দিতে শুরু করে।

এই আসক্তির কারণে—

• পারিবারিক সময় কমে যায়

• মনোযোগ ও স্মৃতিশক্তি দুর্বল হয়

• সালাত ও ইবাদতে অলসতা আসে

• মানসিক অস্থিরতা ও উদ্বেগ বৃদ্ধি পায়

• বাস্তব সম্পর্ক দুর্বল হয়ে যায়

❖ অশ্লীলতা ও বেহায়াপনার বিস্তার

বর্তমানে সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে অশ্লীলতা অত্যন্ত সহজলভ্য হয়ে গেছে। অশালীন ভিডিও, বেহায়াপনা, হারাম সম্পর্ক এবং অনৈতিক কনটেন্ট খুব সহজেই শিশু ও তরুণদের সামনে চলে আসছে। ধীরে ধীরে এসব বিষয় মানুষের লজ্জাশীলতা ও ঈমানকে দুর্বল করে দেয়।

ইসলাম মানুষের অন্তর ও দৃষ্টি পবিত্র রাখার নির্দেশ দিয়েছে।

قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ

বাংলা অনুবাদঃ

“মুমিনদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি সংযত রাখে এবং নিজেদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে। এটাই তাদের জন্য অধিক পবিত্র।”

— সূরা আন-নূর : ৩০

এই আয়াত ডিজিটাল যুগে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ বর্তমানে মোবাইল ফোন মানুষের ব্যক্তিগত ফিতনার সবচেয়ে বড় মাধ্যম হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই দৃষ্টি সংযম ও অনলাইন পবিত্রতা রক্ষা করা এখন আগের চেয়ে অনেক বেশি জরুরি।

❖ পারিবারিক সম্পর্কে দূরত্ব সৃষ্টি

প্রযুক্তির অপব্যবহার পরিবারে মানসিক দূরত্ব সৃষ্টি করছে। অনেক পরিবারে দেখা যায়— সবাই একই ঘরে আছে, কিন্তু কেউ কারো সাথে কথা বলছে না। প্রত্যেকে নিজ নিজ মোবাইল, ভিডিও বা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম নিয়ে ব্যস্ত। ফলে পারিবারিক ভালোবাসা, আন্তরিকতা এবং বাস্তব যোগাযোগ কমে যাচ্ছে।

স্বামী-স্ত্রীর মাঝেও অনেক সময় সোশ্যাল মিডিয়ার কারণে অবিশ্বাস, গোপনীয়তা এবং মানসিক দূরত্ব তৈরি হয়। অনলাইন বন্ধুত্ব, অপ্রয়োজনীয় যোগাযোগ এবং অন্যের জীবন দেখে অসন্তুষ্টি সম্পর্কের মধ্যে অশান্তি সৃষ্টি করে।

❖ হাদিসের আলোকে

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ

"মানুষের ইসলাম সুন্দর হওয়ার অন্যতম লক্ষণ হলো, সে অনর্থক বিষয় পরিত্যাগ করবে।"

— সুনানে তিরমিযী

এই হাদিস বর্তমান সোশ্যাল মিডিয়া সংস্কৃতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ আজ অধিকাংশ মানুষ এমন বিষয় নিয়ে ব্যস্ত, যা দুনিয়া ও আখিরাত—কোনোটিরই উপকারে আসে না। অর্থহীন স্ক্রলিং, গীবত, তর্ক-বিতর্ক, অহংকারপূর্ণ পোস্ট এবং সময় নষ্টকারী কনটেন্ট মানুষকে ধীরে ধীরে গাফেল বানিয়ে দিচ্ছে।

❖ তুলনা ও অসন্তুষ্টির সংস্কৃতি

সোশ্যাল মিডিয়া মানুষের মাঝে তুলনা করার প্রবণতা বাড়িয়ে দিয়েছে। মানুষ অন্যের সুখ, সম্পদ, সৌন্দর্য কিংবা বিলাসবহুল জীবন দেখে নিজের জীবনকে তুচ্ছ মনে করতে শুরু করে। ফলে হিংসা, হতাশা এবং অসন্তুষ্টি বৃদ্ধি পায়।

অনেক মানুষ শুধু মানুষের প্রশংসা পাওয়ার জন্য জীবন পরিচালনা করছে। ছবি, ভিডিও কিংবা পোস্টের মাধ্যমে নিজেকে প্রদর্শন করার প্রবণতা বাড়ছে। এতে রিয়া (লোক দেখানো) এবং অহংকারের প্রবণতা তৈরি হয়, যা ইসলামে অত্যন্ত অপছন্দনীয়।

فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ ۖ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ

বাংলা অনুবাদঃ

"তোমরা নিজেদের পবিত্র বলে দাবি করো না। কে মুত্তাকি, তা আল্লাহই ভালো জানেন।"

— সূরা আন-নাজম : ৩২

এই আয়াত অহংকার ও আত্মপ্রদর্শন থেকে সতর্ক করে।

❖ শিশু ও কিশোরদের উপর প্রভাব

সোশ্যাল মিডিয়া শিশু ও কিশোরদের চিন্তাভাবনা ও চরিত্রের উপর গভীর প্রভাব ফেলছে। অনেক শিশু পড়াশোনা, খেলাধুলা বা পারিবারিক সময়ের চেয়ে মোবাইল

গেমস ও ভিডিওতে বেশি আসক্ত হয়ে পড়ছে। ফলে তাদের মানসিক বিকাশ, সামাজিক দক্ষতা এবং নৈতিকতা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

অনেক শিশু অল্প বয়সেই সহিংসতা, অশ্লীলতা এবং অনৈতিক বিষয়গুলোর সাথে পরিচিত হয়ে যাচ্ছে, যা তাদের চরিত্রে দীর্ঘমেয়াদি নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। তাই পিতা-মাতার উচিত সন্তানদের প্রযুক্তি ব্যবহারে সচেতন নজরদারি রাখা এবং সঠিক দিকনির্দেশনা দেওয়া।

❖ গীবত, অপবাদ ও অনলাইন গুনাহ

বর্তমানে সোশ্যাল মিডিয়ায় মানুষ খুব সহজেই অন্যকে অপমান, কটূক্তি কিংবা অপবাদ দেয়। গীবত, মিথ্যা প্রচার, বিদ্রূপ এবং অনলাইন ঝগড়া সাধারণ বিষয়ে পরিণত হয়েছে। অথচ ইসলামে মানুষের সম্মান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ

"মুসলিম সেই ব্যক্তি, যার জিহ্বা ও হাত থেকে অন্য মুসলিম নিরাপদ থাকে।"

— সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম

এই হাদিস শুধু বাস্তব জীবনের জন্য নয়; বরং অনলাইন আচরণের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। একজন মুসলিম কখনো সোশ্যাল মিডিয়াকে অন্যকে কষ্ট দেওয়ার মাধ্যম বানাতে পারে না।

❖ প্রযুক্তির ইতিবাচক ব্যবহার

প্রযুক্তি নিজে খারাপ নয়; বরং এর ব্যবহারই ভালো বা মন্দ হয়। যদি প্রযুক্তি ইসলামী জ্ঞান অর্জন, কুরআন শিক্ষা, উপকারী দক্ষতা বৃদ্ধি এবং মানুষের উপকারে ব্যবহৃত হয়, তাহলে এটি নিয়ামত হতে পারে। কিন্তু যদি তা গুনাহ, সময় অপচয় এবং সম্পর্ক ধ্বংসের মাধ্যম হয়, তাহলে তা ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়ায়।

তাই পরিবারে কিছু বাস্তব নিয়ম তৈরি করা প্রয়োজন—

- খাবারের সময় মোবাইল ব্যবহার না করা
- পরিবারে নির্দিষ্ট সময় "ডিজিটাল ফ্রি" রাখা
- সন্তানদের অনলাইন কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করা
- ইসলামী ও শিক্ষামূলক কনটেন্ট দেখার অভ্যাস গড়ে তোলা
- ঘুমানোর আগে অতিরিক্ত মোবাইল ব্যবহার থেকে বিরত থাকা
- পরিবারে কুরআন তিলাওয়াত ও বাস্তব আলোচনার পরিবেশ তৈরি করা

❖ দ্বীনি পরিবেশই সবচেয়ে বড় সুরক্ষা

ডিজিটাল ফিতনা থেকে পরিবারকে রক্ষা করার সবচেয়ে কার্যকর উপায় হলো— শক্তিশালী ঈমানি পরিবেশ তৈরি করা। যদি ঘরে সালাত, কুরআন, দোয়া এবং আল্লাহর স্মরণ থাকে, তাহলে সন্তানদের অন্তরও শক্তিশালী হবে।

أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

বাংলা অনুবাদঃ

“জেনে রাখো, আল্লাহর স্মরণেই অন্তরসমূহ প্রশান্তি লাভ করে।”

— সূরা আর-রা‘দ : ২৮

সুতরাং সোশ্যাল মিডিয়া ও প্রযুক্তি মানুষের জন্য যেমন সুযোগ সৃষ্টি করেছে, তেমনি বড় পরীক্ষাও হয়ে দাঁড়িয়েছে। একজন মুসলিম পরিবারের দায়িত্ব হলো প্রযুক্তিকে এমনভাবে ব্যবহার করা, যাতে তা ঈমান, চরিত্র, পরিবার ও আখিরাতের জন্য কল্যাণকর হয়। কারণ প্রযুক্তি তখনই উপকারী, যখন তা মানুষকে আল্লাহর কাছাকাছি নিয়ে যায়; আর ক্ষতিকর, যখন তা মানুষকে গাফেল ও দ্বীন থেকে দূরে সরিয়ে দেয়।

অধ্যায় ৪১

অহংকার ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ

আত্মকেন্দ্রিকতা, সম্পর্কের ভাঙন ও ইসলামের ভারসাম্যপূর্ণ জীবনদর্শন

বর্তমান যুগে সমাজ ও পারিবারিক জীবনের সবচেয়ে বড় সংকটগুলোর একটি হলো— অহংকার ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ। মানুষ দিন দিন নিজের ইচ্ছা, স্বাধীনতা, মতামত ও ব্যক্তিগত চাওয়াকে এত বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে যে পরিবার, সম্পর্ক, দায়িত্ববোধ এবং পারস্পরিক সম্মানের মূল্য ধীরে ধীরে কমে যাচ্ছে। ফলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দ্বন্দ্ব, পিতা-মাতার সাথে সন্তানের দূরত্ব, আত্মীয়তার সম্পর্কের অবনতি এবং সমাজে বিচ্ছিন্নতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ইসলাম মানুষকে ব্যক্তিত্বহীন হতে বলে না; বরং ইসলাম এমন ভারসাম্যপূর্ণ জীবনব্যবস্থা শিক্ষা দেয়, যেখানে একজন মানুষ নিজের অধিকার ও মর্যাদা বজায় রাখার পাশাপাশি অন্যের অধিকার, অনুভূতি ও দায়িত্বকেও গুরুত্ব দেয়। কিন্তু বর্তমান সমাজে "আমি", "আমার স্বাধীনতা", "আমার ইচ্ছা" —এই চিন্তাধারা অনেক ক্ষেত্রে এত প্রবল হয়ে উঠেছে যে মানুষ সম্পর্ক রক্ষা করার জন্য ত্যাগ, ধৈর্য ও সহনশীলতা দেখাতে চায় না।

বর্তমান সংস্কৃতিতে মানুষকে এমনভাবে উপস্থাপন করা হচ্ছে যেন ব্যক্তিগত সুখই জীবনের সবচেয়ে বড় লক্ষ্য। ফলে মানুষ পরিবার, আত্মীয়তা কিংবা সামাজিক দায়িত্বের চেয়ে নিজের স্বাচ্ছন্দ্য ও আনন্দকে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে। সামান্য মতবিরোধ, কষ্ট বা সমঝোতার প্রয়োজন হলেই সম্পর্ক ভেঙে দেওয়ার প্রবণতা তৈরি হচ্ছে। অথচ ইসলাম সম্পর্ককে আল্লাহর নেয়ামত এবং আমানত হিসেবে বিবেচনা করে।

❖ পবিত্র কুরআনের আলোকে

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ

বাংলা অনুবাদঃ

"মানুষের প্রতি অহংকারবশত মুখ ফিরিয়ে নিয়ো না এবং পৃথিবীতে উদ্ধতভাবে চলাফেরা করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ কোনো অহংকারী ও গর্বকারীকে পছন্দ করেন না।"

— সূরা লুকমান : ১৮

এই আয়াত অহংকারের ভয়াবহতা তুলে ধরে। অহংকার মানুষের অন্তরকে কঠিন করে দেয়, অন্যের প্রতি সম্মান কমিয়ে দেয় এবং সম্পর্কের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি করে। একজন অহংকারী মানুষ নিজের ভুল স্বীকার করতে চায় না, ক্ষমা চাইতে চায় না এবং অন্যের অনুভূতির মূল্য দিতে পারে না। ফলে পরিবারে শান্তি নষ্ট হয়।

বর্তমান সমাজে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের কারণে অনেক মানুষ মনে করে— "আমার জীবন, আমি যা ইচ্ছা করবো।" এই মানসিকতা মানুষকে দায়িত্ববোধ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। অথচ ইসলাম মানুষকে স্বাধীনতা দিলেও তা সীমাহীন নয়। ইসলামে স্বাধীনতা মানে এমন জীবনযাপন, যা আল্লাহর বিধানের মধ্যে থেকে নিজের এবং অন্যের কল্যাণ নিশ্চিত করে।

❖ পরিবারে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের প্রভাব

বর্তমানে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্ক ভাঙনের অন্যতম কারণ হলো— উভয়ের অতিরিক্ত আত্মকেন্দ্রিকতা। কেউ কারো কথা শুনতে চায় না, কেউ ছাড় দিতে চায় না, কেউ নিজের ভুল মেনে নিতে চায় না। ফলে সামান্য মতবিরোধ বড় সংকটে পরিণত হয়।

অনেক সময় মানুষ মনে করে— সম্পর্ক মানেই শুধু নিজের সুখ পাওয়া। কিন্তু ইসলাম শেখায়, সম্পর্ক টিকিয়ে রাখতে হলে ত্যাগ, ধৈর্য, সহানুভূতি এবং পারস্পরিক সহযোগিতা প্রয়োজন। পরিবার তখনই টিকে থাকে, যখন তার সদস্যরা শুধু নিজের নয়; বরং একে অপরের শান্তি ও কল্যাণের কথাও চিন্তা করে।

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

বাংলা অনুবাদঃ

"আর তোমরা তাদের সাথে সদ্ভাবে জীবনযাপন করো।"

— সূরা আন-নিসা : ১৯

এই আয়াত দাম্পত্য জীবনের মূলনীতি শিক্ষা দেয়— সম্পর্কের ভিত্তি হতে হবে সদাচরণ ও সম্মান। কিন্তু অহংকার মানুষকে সদাচরণ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়।

❖ হাদিসের আলোকে

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ

"যার অন্তরে অণু পরিমাণ অহংকার থাকবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।"

— সহীহ মুসলিম

এই হাদিস প্রমাণ করে যে অহংকার শুধু পারিবারিক সমস্যাই সৃষ্টি করে না; বরং এটি আধ্যাত্মিক ধ্বংসের কারণও হতে পারে। অহংকার মানুষকে সত্য গ্রহণ করতে বাধা দেয় এবং অন্যকে তুচ্ছ মনে করতে শেখায়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবন ছিল বিনয়, নম্রতা ও সহমর্মিতার অনন্য উদাহরণ। তিনি কখনো নিজের মর্যাদা নিয়ে অহংকার করেননি। পরিবার, সাহাবী এবং সাধারণ মানুষের সাথে অত্যন্ত বিনয়ী আচরণ করতেন। এটি আমাদের শেখায় যে প্রকৃত মর্যাদা অহংকারে নয়; বরং বিনয়ে।

❖ আত্মকেন্দ্রিকতা ও মানসিক একাকীত্ব

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ মানুষকে ধীরে ধীরে আত্মকেন্দ্রিক করে তোলে। মানুষ যখন শুধুমাত্র নিজের সুখ, নিজের স্বার্থ এবং নিজের ইচ্ছাকে কেন্দ্র করে জীবন পরিচালনা করে, তখন বাস্তব সম্পর্কগুলো দুর্বল হয়ে যায়। এর ফলে মানসিক একাকীত্ব, হতাশা এবং অশান্তি বৃদ্ধি পায়।

বর্তমানে অনেক মানুষ সামাজিকভাবে সংযুক্ত থাকলেও অন্তরে একাকীত্ব অনুভব করে। কারণ প্রকৃত ভালোবাসা, আন্তরিকতা ও আত্মিক সম্পর্ক ধীরে ধীরে কমে যাচ্ছে। মানুষ অনলাইনে শত মানুষের সাথে যুক্ত থাকলেও পরিবারের মানুষের সাথে মানসিক সম্পর্ক হারিয়ে ফেলছে।

ইসলাম মানুষকে পারস্পরিক সহযোগিতা, ভ্রাতৃত্ব ও সম্পর্ক রক্ষার শিক্ষা দেয়।

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ

বাংলা অনুবাদঃ

“তোমরা সৎকর্ম ও তাকওয়ার কাজে একে অপরকে সহযোগিতা করো।”

— সূরা আল-মায়িদা : ২

এই আয়াত শেখায় যে মানুষ একে অপরের সহযোগিতা ও সম্পর্কের মাধ্যমেই পূর্ণতা লাভ করে।

❖ পিতা-মাতা ও সন্তানের সম্পর্কের অবনতি

অহংকার ও অতিরিক্ত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের কারণে অনেক সন্তান পিতা-মাতার পরামর্শ ও অভিজ্ঞতার মূল্য দিতে চায় না। তারা মনে করে স্বাধীনতা মানেই কারো কথা না শোনা। ফলে পরিবারে শ্রদ্ধাবোধ কমে যায় এবং প্রজন্মগত দূরত্ব তৈরি হয়।

অন্যদিকে কিছু পিতা-মাতাও সন্তানদের অনুভূতি না বুঝে শুধু কর্তৃত্ব চাপিয়ে দেন। এতে সম্পর্ক আরও দুর্বল হয়ে পড়ে। ইসলাম পরিবারে ভারসাম্যপূর্ণ সম্পর্কের শিক্ষা দেয়, যেখানে ভালোবাসা, সম্মান এবং বোঝাপড়া থাকবে।

❖ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও আত্মপ্রদর্শনের সংস্কৃতি

বর্তমানে সোশ্যাল মিডিয়া অহংকার ও আত্মকেন্দ্রিকতাকে আরও বাড়িয়ে তুলছে। মানুষ নিজের জীবনকে অন্যের সামনে নিখুঁতভাবে উপস্থাপন করতে চায়। লাইক, ফলোয়ার এবং প্রশংসা পাওয়ার জন্য অনেকেই নিজের জীবনকে প্রদর্শনের বস্তু বানিয়ে ফেলছে। এতে ধীরে ধীরে রিয়া (লোক দেখানো), আত্মঅহমিকা এবং অন্যকে ছোট মনে করার প্রবণতা তৈরি হয়। অথচ ইসলাম মানুষকে বিনয়, সরলতা ও আন্তরিকতার শিক্ষা দেয়।

فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ ۖ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ

বাংলা অনুবাদঃ

"তোমরা নিজেদের পবিত্র বলে দাবি করো না। কে বেশি মুত্তাকি, তা আল্লাহই ভালো জানেন।"

— সূরা আন-নাজম : ৩২

❖ ইসলামের সমাধান : বিনয় ও ভারসাম্য

ইসলাম অহংকারের বিপরীতে বিনয় এবং আত্মকেন্দ্রিকতার বিপরীতে দায়িত্ববোধের শিক্ষা দেয়। একজন মুসলিম জানে— সে আল্লাহর বান্দা, তাই তার জীবনের উদ্দেশ্য শুধু নিজের ইচ্ছা পূরণ নয়; বরং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা।

পরিবারে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন—

• একে অপরের কথা মনোযোগ দিয়ে শোনা

• ভুল হলে ক্ষমা চাওয়া

• ত্যাগ ও ধৈর্যের মানসিকতা রাখা

• নিজের মতের পাশাপাশি অন্যের অনুভূতিকেও গুরুত্ব দেওয়া

• আল্লাহর ভয় ও আখিরাতের জবাবদিহিতা স্মরণ রাখা

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ

"যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য বিনয় অবলম্বন করে, আল্লাহ তাকে মর্যাদা দান করেন।"

— সহীহ মুসলিম

এই হাদিস প্রমাণ করে যে প্রকৃত সম্মান অহংকারে নয়; বরং বিনয় ও নম্রতায়।

সুতরাং অহংকার ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ বর্তমান সমাজে পরিবার ও সম্পর্ক ধ্বংসের অন্যতম বড় কারণ। ইসলাম মানুষকে এমন জীবনব্যবস্থা শিক্ষা দেয়, যেখানে ব্যক্তিত্ব

ও স্বাধীনতার পাশাপাশি দায়িত্ববোধ, ভালোবাসা, বিনয় ও পারস্পরিক সম্মান বজায় থাকে। কারণ পরিবার তখনই টিকে থাকে, যখন তার সদস্যরা শুধু "আমি" নয়; বরং "আমরা" চিন্তা করতে শেখে।

অধ্যায় ৪২

দ্বীনের অভাব ও নৈতিক অবক্ষয়

ঈমানি দুর্বলতা, নৈতিক সংকট ও পরিবার-সমাজ ধ্বংসের বাস্তব কারণ

বর্তমান সমাজে পরিবার, সম্পর্ক এবং সামাজিক জীবনে যে অস্থিরতা, অবিশ্বাস, অশান্তি ও নৈতিক সংকট দেখা যাচ্ছে, তার অন্যতম প্রধান কারণ হলো— দ্বীনের অভাব এবং নৈতিক অবক্ষয়। মানুষ যত বেশি আল্লাহর স্মরণ, কুরআনের শিক্ষা এবং ইসলামী মূল্যবোধ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, তত বেশি তার অন্তরে শূন্যতা, অস্থিরতা এবং নৈতিক দুর্বলতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ইসলাম কেবল কিছু ইবাদতের নাম নয়; বরং এটি একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। মানুষের ব্যক্তিগত জীবন, পারিবারিক সম্পর্ক, সামাজিক আচরণ, অর্থনৈতিক কার্যক্রম এবং নৈতিক চরিত্র—সবকিছুর জন্য ইসলাম সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা দিয়েছে। কিন্তু যখন মানুষ দ্বীনকে শুধু মসজিদ বা আনুষ্ঠানিক ইবাদতের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে ফেলে এবং বাস্তব জীবন থেকে ইসলামের শিক্ষা দূরে সরিয়ে দেয়, তখন সমাজে অন্যায়, অবিচার, অশ্লীলতা, প্রতারণা এবং পারিবারিক ভাঙন বৃদ্ধি পায়।

বর্তমান যুগে মানুষ বাহ্যিক উন্নতির দিকে যত বেশি মনোযোগ দিচ্ছে, আত্মিক উন্নতির দিকে তত কম গুরুত্ব দিচ্ছে। মানুষ উচ্চশিক্ষিত হচ্ছে, প্রযুক্তিতে উন্নত হচ্ছে, অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী হচ্ছে; কিন্তু নৈতিকতা, মানবিকতা এবং আল্লাহভীতি হারিয়ে ফেলছে। ফলে সমাজে শিক্ষিত মানুষের সংখ্যা বাড়লেও শান্তি ও নিরাপত্তা কমে যাচ্ছে।

❖ পবিত্র কুরআনের আলোকে

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ

বাংলা অনুবাদঃ

“মানুষের কৃতকর্মের কারণে স্থলে ও জলে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে।”

— সূরা আর-রূম : ৪১

এই আয়াত অত্যন্ত গভীর বাস্তবতা তুলে ধরে। মানুষের পাপ, অন্যায় ও আল্লাহর অবাধ্যতার ফলেই সমাজে নৈতিক অবক্ষয় ও অশান্তি বৃদ্ধি পায়। পরিবারে অশান্তি, সম্পর্কের ভাঙন, প্রতারণা, হিংসা, জুলুম, অশ্লীলতা এবং মানসিক অস্থিরতা—এসবই মানুষের দ্বীন থেকে দূরে সরে যাওয়ার ফল।

❖ দ্বীনি শিক্ষার অভাব ও পরিবারের সংকট

বর্তমানে অনেক পরিবারে সন্তানদের দুনিয়াবি শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হলেও ইসলামী শিক্ষা ও নৈতিক চরিত্র গঠনের দিকে তুলনামূলক কম মনোযোগ দেওয়া হয়। ফলে সন্তান বড় হয়ে শিক্ষিত হলেও আল্লাহভীতি, দায়িত্ববোধ এবং নৈতিকতা থেকে দূরে সরে যায়।

যখন পরিবারে সালাত, কুরআন, দোয়া এবং ইসলামী পরিবেশ অনুপস্থিত থাকে, তখন ধীরে ধীরে পরিবারে বরকত কমে যায়। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক দুর্বল হয়, সন্তানদের চরিত্রে অবক্ষয় দেখা দেয় এবং পরিবারের সদস্যদের মধ্যে ভালোবাসা ও সম্মান কমে যায়। ইসলাম পরিবারকে শুধু একসাথে বসবাসের জায়গা হিসেবে নয়; বরং ঈমান ও নৈতিকতার কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলতে চায়।

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا

বাংলা অনুবাদঃ

“আপনি আপনার পরিবারকে সালাতের নির্দেশ দিন এবং এর উপর দৃঢ় থাকুন।”

— সূরা ত্ব-হা : ১৩২

এই আয়াত পরিবারে দ্বীনি পরিবেশ গঠনের গুরুত্ব তুলে ধরে। পরিবারে সালাত প্রতিষ্ঠিত হলে মানুষের অন্তরে আল্লাহভীতি ও আত্মশুদ্ধির অনুভূতি সৃষ্টি হয়।

❖ হাদিসের আলোকে

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ

“যখন কোনো ব্যক্তি গুনাহ করে, তখন তার অন্তরে একটি কালো দাগ পড়ে। যদি সে তওবা করে, তাহলে তা মুছে যায়; আর যদি গুনাহ বাড়তে থাকে, তাহলে পুরো অন্তর কালো হয়ে যায়।”

— সুনানে তিরমিযী

এই হাদিস প্রমাণ করে যে পাপ মানুষের অন্তরকে ধীরে ধীরে কঠিন ও অন্ধকার করে দেয়। যখন মানুষ গুনাহকে স্বাভাবিক মনে করতে শুরু করে, তখন তার নৈতিকতা ও ঈমান দুর্বল হয়ে পড়ে।

বর্তমানে অনেক গুনাহ সমাজে স্বাভাবিক সংস্কৃতিতে পরিণত হয়েছে। মিথ্যা, সুদ, প্রতারণা, অশ্লীলতা, বেহায়াপনা, গীবত এবং হারাম সম্পর্ককে অনেকেই আর গুরুতর অপরাধ মনে করে না। ফলে সমাজে নৈতিক অবক্ষয় দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে।

❖ অশ্লীলতা ও বেহায়াপনার বিস্তার

বর্তমান যুগে মিডিয়া, সিনেমা, নাটক এবং সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে অশ্লীলতা ভয়াবহভাবে ছড়িয়ে পড়ছে। মানুষ ধীরে ধীরে লজ্জাশীলতা হারিয়ে ফেলছে। হারাম সম্পর্ক, বেহায়াপনা এবং অশালীন সংস্কৃতি "স্বাভাবিক" হিসেবে উপস্থাপন করা হচ্ছে। অথচ ইসলাম লজ্জাশীলতাকে ঈমানের অংশ হিসেবে বর্ণনা করেছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ

"লজ্জা ঈমানের একটি শাখা।"

— সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম

যখন সমাজ থেকে লজ্জাশীলতা উঠে যায়, তখন নৈতিক অবক্ষয় দ্রুত বৃদ্ধি পায়। পরিবার ভাঙন, ব্যভিচার এবং সম্পর্কের অস্থিরতার অন্যতম কারণ হলো এই বেহায়াপনার সংস্কৃতি।

❖ আল্লাহভীতির অভাব

নৈতিক অবক্ষয়ের অন্যতম বড় কারণ হলো— মানুষের অন্তর থেকে আল্লাহভীতি কমে যাওয়া। যখন মানুষ বিশ্বাস করে যে তার প্রতিটি কাজের হিসাব আল্লাহর কাছে দিতে হবে, তখন সে অন্যায় থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করে। কিন্তু যখন এই জবাবদিহিতার অনুভূতি দুর্বল হয়ে যায়, তখন মানুষ গুনাহকে সহজভাবে নিতে শুরু করে।

فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۝ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

বাংলা অনুবাদঃ

"কেউ অণু পরিমাণ ভালো কাজ করলে তা দেখতে পাবে, আর কেউ অণু পরিমাণ মন্দ কাজ করলে তাও দেখতে পাবে।"

— সূরা আয-যিলযাল : ৭-৮

এই আয়াত মানুষের মাঝে জবাবদিহিতার অনুভূতি সৃষ্টি করে। একজন মুমিন জানে যে পৃথিবীর কোনো কাজই আল্লাহর দৃষ্টির বাইরে নয়।

❖ নৈতিক অবক্ষয়ের সামাজিক প্রভাব

নৈতিক অবক্ষয় শুধু ব্যক্তিগত সমস্যাই সৃষ্টি করে না; বরং পুরো সমাজকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়। যখন মানুষ সত্যবাদিতা হারায়, তখন প্রতারণা বৃদ্ধি পায়। যখন লজ্জাশীলতা উঠে যায়, তখন অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়ে। যখন আল্লাহভীতি কমে যায়, তখন অন্যায় ও জুলুম বৃদ্ধি পায়।

ফলে সমাজে—

• বিবাহবিচ্ছেদ বৃদ্ধি পায়
• সন্তানদের চরিত্র দুর্বল হয়
• অপরাধ ও সহিংসতা বাড়ে
• আত্মহত্যা ও মানসিক অস্থিরতা বৃদ্ধি পায়
• মানুষ পারস্পরিক বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে

বর্তমানে মানুষ বাহ্যিকভাবে উন্নত হলেও অন্তরে শান্তি পাচ্ছে না। কারণ প্রকৃত শান্তি শুধু দুনিয়াবি উন্নতিতে নয়; বরং আল্লাহর স্মরণ ও দ্বীনি জীবনে রয়েছে।

أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

বাংলা অনুবাদঃ

"জেনে রাখো, আল্লাহর স্মরণেই অন্তরসমূহ প্রশান্তি লাভ করে।"

— সূরা আর-রা'দ : ২৮

❖ ইসলামের সমাধান

দ্বীনের অভাব ও নৈতিক অবক্ষয় থেকে পরিবার ও সমাজকে রক্ষা করার জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ প্রয়োজন—

• পরিবারে সালাত ও কুরআনের পরিবেশ তৈরি করা
• সন্তানদের ছোটবেলা থেকেই ইসলামী শিক্ষা দেওয়া
• অশ্লীলতা ও গুনাহ থেকে পরিবারকে রক্ষা করা
• সত্যবাদিতা ও নৈতিক চরিত্র চর্চা করা
• সোশ্যাল মিডিয়া ও প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করা
• পরিবারে ভালোবাসা, দয়া ও পারস্পরিক সম্মান বজায় রাখা
• আল্লাহভীতি ও আখিরাতের জবাবদিহিতা স্মরণ রাখা

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ

"তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি সেই, যার চরিত্র সবচেয়ে উত্তম।"

— সহীহ বুখারী

এই হাদিস প্রমাণ করে যে ইসলামের প্রকৃত সৌন্দর্য মানুষের চরিত্র ও নৈতিকতার মাধ্যমে প্রকাশ পায়।

সুতরাং দ্বীনের অভাব ও নৈতিক অবক্ষয় বর্তমান সমাজের অন্যতম বড় সংকট। পরিবার ও সমাজকে রক্ষা করতে হলে ইসলামী শিক্ষা, আল্লাহভীতি, নৈতিক চরিত্র

এবং দ্বীনি পরিবেশের দিকে ফিরে আসতে হবে। কারণ মানুষ যখন আল্লাহর সাথে সম্পর্ক ঠিক করে, তখন তার পরিবার, সমাজ এবং জীবনও সুন্দর ও শান্তিময় হয়ে ওঠে।

অধ্যায় ৪৩

ইসলামিক পরিবার গঠনের বাস্তব গাইডলাইন

আদর্শ মুসলিম পরিবার প্রতিষ্ঠার কার্যকর উপায় ও বাস্তব করণীয়

একটি ইসলামিক পরিবার কেবল স্বামী-স্ত্রী ও সন্তানদের একসাথে বসবাসের নাম নয়; বরং এটি এমন একটি ঈমানি পরিবেশ, যেখানে ভালোবাসা, দয়া, দায়িত্ববোধ, নৈতিকতা এবং আল্লাহর আনুগত্যের ভিত্তিতে জীবন পরিচালিত হয়। ইসলাম পরিবারকে সমাজের মূল ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করেছে। কারণ একটি আদর্শ পরিবার থেকেই আদর্শ ব্যক্তি তৈরি হয়, আর আদর্শ ব্যক্তিদের মাধ্যমেই একটি শান্তিপূর্ণ ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়।

বর্তমান যুগে পরিবারব্যবস্থা নানা সংকটের মুখোমুখি। প্রযুক্তির অপব্যবহার, দ্বীনি শিক্ষার অভাব, অহংকার, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ, অশ্লীলতা এবং দুনিয়ামুখী জীবনধারা পরিবারকে দুর্বল করে দিচ্ছে। তাই আজ সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন এমন কিছু বাস্তব গাইডলাইন, যা অনুসরণ করে একটি পরিবার ইসলামী আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

ইসলামিক পরিবার গঠন হঠাৎ করে সম্ভব হয় না; বরং এটি ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে সঠিক চিন্তাভাবনা, দ্বীনি পরিবেশ, পারস্পরিক সহযোগিতা এবং ধারাবাহিক আমলের মাধ্যমে।

❖ পবিত্র কুরআনের আলোকে

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا

বাংলা অনুবাদঃ

“আর আল্লাহ তোমাদের ঘরগুলোকে তোমাদের জন্য শান্তির স্থান বানিয়েছেন।”

— সূরা আন-নাহল : ৮০

এই আয়াত পরিবার ও ঘরের মূল উদ্দেশ্য তুলে ধরে— প্রশান্তি। একটি ইসলামিক পরিবার এমন হওয়া উচিত, যেখানে মানুষ মানসিক শান্তি, নিরাপত্তা এবং ভালোবাসা অনুভব করে।

❖ ১. পরিবার গঠনের ভিত্তি হতে হবে ঈমান ও তাকওয়া

একটি আদর্শ পরিবারের মূল ভিত্তি হলো আল্লাহভীতি ও দ্বীনি পরিবেশ। যদি পরিবারে ঈমান শক্তিশালী হয়, তাহলে সম্পর্কেও বরকত আসে। কারণ তখন পরিবারের সদস্যরা শুধু একে অপরের সন্তুষ্টির জন্য নয়; বরং আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যও দায়িত্ব পালন করে। স্বামী-স্ত্রী উভয়ের উচিত পরিবারকে দ্বীনের উপর পরিচালনা করার মানসিকতা রাখা। শুধু দুনিয়াবি সফলতা নয়; বরং আখিরাতের সফলতাকেও পরিবারের লক্ষ্য বানাতে হবে।

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ

বাংলা অনুবাদঃ

"নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি অধিক সম্মানিত, যে অধিক মুত্তাকি।"

— সূরা আল-হুজুরাত : ১৩

এই আয়াত শেখায় যে পরিবারের প্রকৃত সৌন্দর্য সম্পদ বা বাহ্যিক চাকচিক্যে নয়; বরং তাকওয়া ও নৈতিকতায়।

❖ ২. পরিবারে সালাত ও কুরআনের পরিবেশ তৈরি করা

যে ঘরে সালাত ও কুরআনের চর্চা থাকে, সেই ঘরে রহমত ও বরকত নাজিল হয়। পরিবারে নিয়মিত জামাতে সালাত আদায়, কুরআন তিলাওয়াত, দোয়া এবং ইসলামী আলোচনা চালু রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বর্তমানে অনেক পরিবারে টেলিভিশন, মোবাইল ও বিনোদনের জন্য সময় থাকলেও কুরআন বা দ্বীনি আলোচনার জন্য সময় থাকে না। ফলে ধীরে ধীরে ঘর থেকে দ্বীনি পরিবেশ হারিয়ে যায়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ

"তোমাদের ঘরগুলোকে কবরস্থানে পরিণত করো না।"

— সহীহ মুসলিম

অর্থাৎ ঘরে ইবাদত, কুরআন এবং আল্লাহর স্মরণ থাকতে হবে।

❖ ৩. স্বামী-স্ত্রীর মাঝে ভালোবাসা ও সম্মান বজায় রাখা

পরিবারের শান্তির সবচেয়ে বড় ভিত্তি হলো— স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সম্মান ও সুন্দর আচরণ। অনেক সময় মানুষ বাইরের মানুষের সাথে ভালো ব্যবহার করলেও পরিবারের সদস্যদের সাথে রূঢ় আচরণ করে। অথচ ইসলাম পরিবারের মানুষের সাথে উত্তম আচরণের উপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছে।

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

বাংলা অনুবাদঃ

“আর তোমরা তাদের সাথে সদ্ভাবে জীবনযাপন করো।”

— সূরা আন-নিসা : ১৯

স্বামী-স্ত্রীর উচিত—

• একে অপরকে সম্মান করা

• রাগের সময়ও কটু কথা না বলা

• ভুল হলে ক্ষমা করা

• সময় দেওয়া ও অনুভূতির মূল্য দেওয়া

• পারস্পরিক সহযোগিতা করা

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ

“তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম, যে তার পরিবারের কাছে উত্তম।”

— জামে তিরমিযী

❖ ৪. সন্তানদের ইসলামী শিক্ষা নিশ্চিত করা

সন্তান শুধু দুনিয়াবি সফলতার জন্য নয়; বরং ঈমানদার ও চরিত্রবান মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠার জন্যও শিক্ষা প্রয়োজন। পরিবারে ছোটবেলা থেকেই সন্তানদের সালাত, কুরআন, আদব, নৈতিকতা এবং ইসলামী মূল্যবোধের শিক্ষা দিতে হবে।

বর্তমানে অনেক পিতা-মাতা সন্তানের স্কুল ও ক্যারিয়ারের প্রতি যতটা মনোযোগ দেন, দ্বীনি শিক্ষার প্রতি ততটা দেন না। ফলে সন্তান বড় হয়ে দুনিয়াবি সফল হলেও নৈতিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

বাংলা অনুবাদঃ

“হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের এবং তোমাদের পরিবারকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করো।”

— সূরা আত-তাহরীম : ৬

❖ ৫. প্রযুক্তি ব্যবহারে ভারসাম্য বজায় রাখা

বর্তমান যুগে প্রযুক্তি পরিবারে যেমন উপকার বয়ে আনছে, তেমনি সম্পর্কের দূরত্বও তৈরি করছে। তাই পরিবারে প্রযুক্তি ব্যবহারের সুনির্দিষ্ট নিয়ম থাকা প্রয়োজন।

যেমন—

• খাবারের সময় মোবাইল ব্যবহার না করা

• পরিবারের সাথে নির্দিষ্ট সময় কাটানো
• সন্তানদের অনলাইন কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করা
• অশ্লীল কনটেন্ট থেকে দূরে থাকা
• ইসলামী ও শিক্ষামূলক কনটেন্ট দেখার অভ্যাস গড়ে তোলা

প্রযুক্তিকে এমনভাবে ব্যবহার করতে হবে, যাতে তা পরিবারকে কাছাকাছি আনে; দূরে সরিয়ে না দেয়।

❖ ৬. পরিবারে সুন্দর যোগাযোগ গড়ে তোলা

অনেক পরিবারে সমস্যা তৈরি হয় শুধুমাত্র যোগাযোগের অভাবে। কেউ কারো কথা মনোযোগ দিয়ে শোনে না, অনুভূতির মূল্য দেয় না এবং কষ্ট জমিয়ে রাখে। ফলে ছোট সমস্যা বড় সংকটে পরিণত হয়।

ইসলাম সুন্দর ভাষায় কথা বলা এবং মানুষের অনুভূতির মূল্য দেওয়ার শিক্ষা দিয়েছে।

وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا

বাংলা অনুবাদঃ

"মানুষের সাথে সুন্দর কথা বলো।"

— সূরা আল-বাকারা : ৮৩

পরিবারে নিয়মিত আলোচনা, একসাথে সময় কাটানো এবং ভালোবাসা প্রকাশ করা সম্পর্ককে দৃঢ় করে।

❖ ৭. ধৈর্য ও ক্ষমাশীলতার চর্চা করা

কোনো পরিবারই সমস্যামুক্ত নয়। মতবিরোধ, ভুল বোঝাবুঝি এবং কষ্ট থাকতেই পারে। কিন্তু সম্পর্ক টিকিয়ে রাখার জন্য ধৈর্য ও ক্ষমাশীলতা অত্যন্ত জরুরি।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ

"কোনো মুমিন পুরুষ যেন কোনো মুমিন নারীকে সম্পূর্ণ ঘৃণা না করে। তার কোনো একটি স্বভাব অপছন্দ হলে অন্য কোনো স্বভাব অবশ্যই পছন্দ হবে।"

— সহীহ মুসলিম

এই হাদিস শেখায়— সম্পর্কের ভালো দিকগুলোর মূল্যায়ন করতে হবে।

❖ ৮. আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা

ইসলাম আত্মীয়তার সম্পর্ককে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছে। বর্তমানে মানুষ ব্যস্ততা ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের কারণে আত্মীয়দের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। অথচ আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা রিজিক বৃদ্ধি এবং বরকতের কারণ।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ

“যে ব্যক্তি চায় তার রিজিক বৃদ্ধি পাক এবং আয়ুতে বরকত হোক, সে যেন আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখে।”

— সহীহ বুখারী

❖ ৯. পরিবারে দোয়া ও আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা

একটি আদর্শ পরিবার গঠনে আল্লাহর সাহায্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই পরিবারের জন্য নিয়মিত দোয়া করা উচিত।

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

বাংলা অনুবাদঃ

“হে আমাদের রব! আমাদের স্ত্রী ও সন্তানদের আমাদের চোখের শীতলতা বানিয়ে দিন এবং আমাদের মুত্তাকিদের জন্য আদর্শ বানিয়ে দিন।”

— সূরা আল-ফুরকান : ৭৪

❖ ইসলামের বাস্তব শিক্ষা

ইসলাম এমন পরিবার গঠনের শিক্ষা দেয়, যেখানে—

- ভালোবাসা থাকবে
- দায়িত্ববোধ থাকবে
- আল্লাহভীতি থাকবে
- পারস্পরিক সম্মান থাকবে
- সন্তানদের সঠিক শিক্ষা থাকবে
- ধৈর্য ও ক্ষমাশীলতা থাকবে
- দ্বীনি পরিবেশ থাকবে

সুতরাং ইসলামিক পরিবার গঠন কেবল একটি তাত্ত্বিক বিষয় নয়; বরং এটি দৈনন্দিন জীবনের বাস্তব আমল ও চর্চার বিষয়। পরিবারকে সুন্দর করতে হলে শুধু উপদেশ নয়; বরং নিজের জীবনেও ইসলামের শিক্ষা বাস্তবায়ন করতে হবে। কারণ একটি আদর্শ পরিবারই পারে একটি আদর্শ সমাজ এবং শান্তিময় উম্মাহ গড়ে তুলতে।

অধ্যায় ৪৪

প্রতিদিনের আদর্শ রুটিন

একটি ইসলামিক পরিবারের দৈনন্দিন জীবনব্যবস্থা ও বরকতময় সময় পরিচালনা
একটি আদর্শ ইসলামিক পরিবার হঠাৎ করে গড়ে ওঠে না; বরং প্রতিদিনের ছোট ছোট আমল, শৃঙ্খলা, দায়িত্ববোধ এবং আল্লাহর স্মরণের মাধ্যমে ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে। একজন মুসলিমের প্রতিটি দিন শুধু দুনিয়াবি কাজের জন্য নয়; বরং ইবাদত, আত্মশুদ্ধি, পরিবার গঠন এবং আখিরাতের সফলতার প্রস্তুতির অংশ। তাই একটি ইসলামিক পরিবারের জন্য সঠিক দৈনন্দিন রুটিন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বর্তমান যুগে অনেক মানুষ ব্যস্ততা, প্রযুক্তির আসক্তি এবং অনিয়মিত জীবনের কারণে মানসিক অস্থিরতা, পারিবারিক দূরত্ব এবং ইবাদতে দুর্বলতার শিকার হচ্ছে। অথচ ইসলাম মানুষের জীবনকে এমনভাবে সাজাতে শিক্ষা দেয়, যেখানে দুনিয়া ও আখিরাতের মাঝে সুন্দর ভারসাম্য বজায় থাকে।

একটি আদর্শ রুটিন শুধু সময় ভাগ করার বিষয় নয়; বরং এটি এমন একটি জীবনধারা, যা পরিবারে শান্তি, শৃঙ্খলা, বরকত এবং মানসিক প্রশান্তি নিয়ে আসে। যখন পরিবারের সদস্যরা নিয়মিত সালাত, কুরআন, পারস্পরিক সময় এবং দায়িত্বশীল জীবনযাপনের অভ্যাস গড়ে তোলে, তখন সেই পরিবার ধীরে ধীরে রহমতপূর্ণ পরিবারে পরিণত হয়।

❖ পবিত্র কুরআনের আলোকে

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا

বাংলা অনুবাদঃ

“নিশ্চয়ই সালাত মুমিনদের উপর নির্ধারিত সময়ে ফরজ করা হয়েছে।”

— সূরা আন-নিসা : ১০৩

এই আয়াত সময়ানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলার গুরুত্ব তুলে ধরে। ইসলামে দিনের মূল কাঠামোই সালাতের সময়কে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। তাই একটি আদর্শ ইসলামিক রুটিনের কেন্দ্রবিন্দু হওয়া উচিত সালাত।

❖ দিনের শুরু : ফজর ও বরকতময় সকাল

একজন মুসলিমের দিনের শুরু হওয়া উচিত ফজরের সালাত ও আল্লাহর স্মরণের মাধ্যমে। ভোরের সময় আল্লাহর বিশেষ রহমত ও বরকতের সময়। যারা সকালে

তাড়াতাড়ি জাগে, তারা মানসিকভাবে বেশি প্রশান্ত থাকে এবং তাদের কাজেও বরকত আসে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ

"হে আল্লাহ! আমার উম্মতের সকালবেলার সময়ের মধ্যে বরকত দান করুন।"

— সুনানে তিরমিযী

ফজরের পর পরিবারের সদস্যরা কিছু সময় কুরআন তিলাওয়াত, যিকির এবং দোয়ার জন্য ব্যয় করতে পারে। এতে দিনের শুরুই হয় আত্মিক প্রশান্তির মাধ্যমে।

সকালের আদর্শ রুটিন হতে পারে—

• ফজরের সালাত জামাতে আদায়

• সকালবেলার মাসনূন দোয়া ও যিকির

• কুরআন তিলাওয়াত

• হালকা শরীরচর্চা বা হাঁটা

• দিনের কাজের পরিকল্পনা করা

❖ পরিবারে সকালের পরিবেশ

বর্তমানে অনেক পরিবারে সকাল শুরু হয় তাড়াহুড়া, অস্থিরতা এবং মোবাইল ব্যবহারের মাধ্যমে। অথচ একটি ইসলামিক পরিবারে সকাল হওয়া উচিত শান্ত, পরিচ্ছন্ন এবং ইতিবাচক পরিবেশে।

স্বামী-স্ত্রীর উচিত একে অপরকে সালাত ও ভালো কাজে উৎসাহ দেওয়া। সন্তানদেরও ছোটবেলা থেকেই সকালে ওঠার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। কারণ অনিয়মিত জীবন মানুষকে অলস ও দায়িত্বহীন করে তোলে।

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا

বাংলা অনুবাদঃ

"আপনি আপনার পরিবারকে সালাতের নির্দেশ দিন এবং এর উপর দৃঢ় থাকুন।"

— সূরা ত্ব-হা : ১৩২

❖ দিনের কর্মব্যস্ততা ও ভারসাম্যপূর্ণ জীবন

ইসলাম দুনিয়াবি কাজকে নিষিদ্ধ করেনি; বরং হালাল উপার্জনকে ইবাদতের অংশ হিসেবে বিবেচনা করেছে। তাই দিনের বেলায় কাজ, ব্যবসা, পড়াশোনা এবং দায়িত্ব পালনও ইসলামের দৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ।

কিন্তু সমস্যা তখনই হয়, যখন মানুষ দুনিয়ার ব্যস্ততায় এতটাই ডুবে যায় যে সালাত, পরিবার এবং আত্মিক উন্নয়নকে ভুলে যায়। তাই একজন মুসলিমের উচিত কাজের মাঝেও আল্লাহর স্মরণ বজায় রাখা।

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ

বাংলা অনুবাদঃ

"সালাত শেষ হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ো এবং আল্লাহর অনুগ্রহ অনুসন্ধান করো।"

— সূরা আল-জুমু'আহ : ১০

এই আয়াত দুনিয়াবি কাজ ও ইবাদতের মাঝে ভারসাম্যের শিক্ষা দেয়।

❖ পরিবারকে সময় দেওয়া

বর্তমান যুগে সবচেয়ে বড় সংকটগুলোর একটি হলো— পরিবারকে সময় না দেওয়া। মানুষ কাজ, ব্যবসা, মোবাইল এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এত ব্যস্ত হয়ে পড়ে যে পরিবারের সাথে আন্তরিক সময় কাটানোর সুযোগ পায় না। ফলে ধীরে ধীরে মানসিক দূরত্ব তৈরি হয়।

একটি আদর্শ ইসলামিক পরিবারে প্রতিদিন কিছু সময় পরিবারের জন্য নির্ধারিত থাকা উচিত। যেমন—

• একসাথে খাবার খাওয়া
• পারিবারিক আলোচনা করা
• সন্তানদের খোঁজখবর নেওয়া
• ইসলামী গল্প বা শিক্ষা আলোচনা করা
• একসাথে সালাত আদায় করা

রাসূলুল্লাহ ﷺ পরিবারের সাথে সময় কাটাতেন, হাস্যরস করতেন এবং তাদের অনুভূতির মূল্য দিতেন।

❖ হাদিসের আলোকে

রাসূলullah ﷺ বলেছেনঃ

"তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম, যে তার পরিবারের কাছে উত্তম।"

— জামে তিরমিযী

এই হাদিস পরিবারকে সময় দেওয়া এবং সুন্দর আচরণের গুরুত্ব তুলে ধরে।

❖ প্রযুক্তি ব্যবহারে সময় নিয়ন্ত্রণ

বর্তমানে মানুষের অনেক সময় মোবাইল ও সোশ্যাল মিডিয়ায় নষ্ট হয়ে যায়। ফলে ইবাদত, পড়াশোনা এবং পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই প্রতিদিন প্রযুক্তি ব্যবহারের জন্য নির্দিষ্ট সীমা নির্ধারণ করা প্রয়োজন।

বিশেষ করে—

• ঘুমানোর আগে অতিরিক্ত মোবাইল ব্যবহার না করা

• খাবারের সময় মোবাইল দূরে রাখা

• পরিবারের সাথে "ডিজিটাল ফ্রি" সময় রাখা

• সন্তানদের অনলাইন কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করা

সময় হলো আল্লাহর বড় নিয়ামত। একজন মুমিন সময়কে মূল্যবান আমানত হিসেবে দেখে।

❖ বিকেল ও সন্ধ্যার সময়

বিকেল ও মাগরিবের সময় পরিবারকে একত্রিত করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ সময় হতে পারে। এই সময় সন্তানদের সাথে কথা বলা, কুরআন শিক্ষা দেওয়া এবং পারিবারিক আলোচনা করা উচিত।

মাগরিবের পর পরিবারে ইসলামী পরিবেশ তৈরি করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। টেলিভিশন বা অপ্রয়োজনীয় বিনোদনের পরিবর্তে কুরআন, ইসলামী আলোচনা এবং দোয়ার পরিবেশ পরিবারে রহমত নিয়ে আসে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ

"তোমরা তোমাদের সন্তানদের সন্ধ্যার সময় বাইরে ছড়িয়ে পড়তে দিও না; কারণ তখন শয়তানরা ছড়িয়ে পড়ে।"

— সহীহ বুখারী

❖ রাতের সময় ও ঘুমের আদব

রাত মানুষের বিশ্রাম ও আত্মিক প্রশান্তির সময়। বর্তমানে অনেক মানুষ গভীর রাত পর্যন্ত মোবাইল, সিনেমা বা অপ্রয়োজনীয় কাজে ব্যস্ত থাকে। ফলে ফজর মিস হয়, শরীর দুর্বল হয় এবং মানসিক অস্থিরতা বৃদ্ধি পায়।

ইসলাম দ্রুত ঘুমানোর এবং তাহাজ্জুদ ও ফজরের জন্য জাগার উৎসাহ দেয়। ঘুমানোর আগে ওযু করা, দোয়া পড়া এবং সূরা ইখলাস, ফালাক ও নাস পড়া সুন্নাহ।

وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا

বাংলা অনুবাদঃ

“আর আমি তোমাদের ঘুমকে করেছি বিশ্রামের মাধ্যম।”

— সূরা আন-নাবা : ৯

❖ একটি আদর্শ ইসলামিক রুটিনের বৈশিষ্ট্য

একটি আদর্শ ইসলামিক পরিবারের রুটিন এমন হওয়া উচিত, যেখানে—

• পাঁচ ওয়াক্ত সালাত গুরুত্ব পায়
• কুরআন ও যিকিরের সময় থাকে
• পরিবারকে সময় দেওয়া হয়
• প্রযুক্তির ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত থাকে
• হালাল উপার্জনের চেষ্টা থাকে
• সন্তানদের শিক্ষা ও চরিত্র গঠনে মনোযোগ দেওয়া হয়
• সময়ানুবর্তিতা ও পরিচ্ছন্নতা বজায় থাকে
• দুনিয়া ও আখিরাতের মাঝে ভারসাম্য থাকে

❖ ইসলামের শিক্ষা

ইসলাম মানুষকে এমন জীবনযাপনের শিক্ষা দেয়, যেখানে প্রতিটি মুহূর্ত অর্থবহ ও বরকতময় হয়। একজন মুসলিমের প্রতিটি দিনই ইবাদতের সুযোগ। যদি মানুষ সঠিক নিয়ত ও শৃঙ্খলার সাথে জীবন পরিচালনা করে, তাহলে তার দুনিয়াবি কাজও ইবাদতে পরিণত হয়।

সুতরাং প্রতিদিনের আদর্শ রুটিন একটি ইসলামিক পরিবারকে শৃঙ্খলাবদ্ধ, প্রশান্তিময় ও বরকতময় করে তোলে। কারণ সময়কে সঠিকভাবে ব্যবহার করা মানে জীবনকে সঠিক পথে পরিচালিত করা। আর যে পরিবার আল্লাহর স্মরণ, সালাত ও পারস্পরিক ভালোবাসার মাধ্যমে দিন পরিচালনা করে, সেই পরিবারই প্রকৃত অর্থে সফল ও শান্তিময় পরিবারে পরিণত হয়।

অধ্যায় ৪৫

পারিবারিক উন্নতির জন্য দোয়া

পরিবারে শান্তি, ভালোবাসা, ঈমান ও বরকত অর্জনের গুরুত্বপূর্ণ দোয়াসমূহ

একটি পরিবার কেবল অর্থ, সুন্দর ঘর বা বাহ্যিক স্বাচ্ছন্দ্যের মাধ্যমে সুখী হয় না; বরং প্রকৃত শান্তি আসে আল্লাহর রহমত, ভালোবাসা, পারস্পরিক বোঝাপড়া এবং ঈমানি পরিবেশের মাধ্যমে। মানুষ যতই পরিকল্পনা করুক না কেন, আল্লাহর সাহায্য ছাড়া কোনো পরিবার দীর্ঘস্থায়ী শান্তি ও সফলতা অর্জন করতে পারে না। তাই ইসলামে পরিবার গঠনের পাশাপাশি পরিবারের জন্য নিয়মিত দোয়া করার উপর অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

দোয়া হলো মুমিনের সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্র এবং আল্লাহর সাথে সম্পর্কের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। যখন একজন মানুষ নিজের পরিবার, সন্তান, স্বামী-স্ত্রী এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য আন্তরিকভাবে আল্লাহর কাছে দোয়া করে, তখন সেই দোয়া পরিবারে রহমত, বরকত এবং নিরাপত্তা নিয়ে আসে।

বর্তমান যুগে পরিবার নানা ফিতনা, অশান্তি, মানসিক সংকট এবং নৈতিক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। তাই একজন মুসলিম পরিবারের উচিত নিয়মিত আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করা, যেন তিনি তাদের পরিবারকে হেদায়েত, ভালোবাসা এবং শান্তির উপর প্রতিষ্ঠিত রাখেন।

❖ পবিত্র কুরআনের আলোকে

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ

বাংলা অনুবাদঃ

“তোমাদের রব বলেছেন, তোমরা আমাকে ডাকো; আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব।”

— সূরা গাফির : ৬০

এই আয়াত প্রমাণ করে যে আল্লাহ তাঁর বান্দাদের দোয়া শুনেন এবং দোয়ার মাধ্যমে মানুষের জীবনে পরিবর্তন আনেন। তাই পরিবারের কল্যাণের জন্য দোয়া করা একজন মুমিনের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।

❖ ১. নেককার পরিবার ও সন্তান লাভের দোয়া

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

বাংলা অনুবাদঃ

“হে আমাদের রব! আমাদের স্ত্রী ও সন্তানদের আমাদের চোখের শীতলতা বানিয়ে দিন এবং আমাদের মুত্তাকিদের জন্য আদর্শ বানিয়ে দিন।”

— সূরা আল-ফুরকান : ৭৪

এটি কুরআনের অন্যতম সুন্দর পারিবারিক দোয়া। এই দোয়ায় শুধু দুনিয়াবি সুখ নয়; বরং এমন পরিবার চাওয়া হয়েছে, যারা ঈমান, তাকওয়া এবং নৈতিকতায় পরিপূর্ণ হবে।

❖ ২. সন্তানদের দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখার দোয়া

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي ۚ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ

বাংলা অনুবাদঃ

“হে আমার রব! আমাকে সালাত প্রতিষ্ঠাকারী বানান এবং আমার সন্তানদের মধ্য থেকেও। হে আমাদের রব! আমার দোয়া কবুল করুন।”

— সূরা ইবরাহীম : ৪০

বর্তমান যুগে সন্তানদের ঈমান ও চরিত্র রক্ষা করা বড় চ্যালেঞ্জ। তাই পিতা-মাতার উচিত নিয়মিত সন্তানদের হেদায়েত ও দ্বীনের উপর অটল থাকার জন্য দোয়া করা।

❖ ৩. স্বামী-স্ত্রীর ভালোবাসা ও শান্তির জন্য দোয়া

وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ

বাংলা অনুবাদঃ

“আর তিনি তাদের অন্তরসমূহের মাঝে ভালোবাসা সৃষ্টি করেছেন।”

— সূরা আল-আনফাল : ৬৩

মানুষের অন্তরে প্রকৃত ভালোবাসা সৃষ্টি করার ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর। তাই স্বামী-স্ত্রীর উচিত একে অপরের জন্য দোয়া করা, যেন আল্লাহ তাদের সম্পর্ককে ভালোবাসা, দয়া ও বোঝাপড়ার মাধ্যমে দৃঢ় করে দেন।

❖ ৪. পরিবারকে ফিতনা ও গুনাহ থেকে রক্ষার দোয়া

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ

বাংলা অনুবাদঃ

“হে আমাদের রব! আপনি আমাদের হেদায়েত দেওয়ার পর আমাদের অন্তরকে বক্র করবেন না এবং আমাদেরকে আপনার পক্ষ থেকে রহমত দান করুন। নিশ্চয়ই আপনিই মহান দানশীল।”

— সূরা আলে ইমরান : ৮

বর্তমান যুগে ঈমান রক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়েছে। তাই পরিবারকে গুনাহ, অশ্লীলতা এবং বিভ্রান্তি থেকে রক্ষা করার জন্য নিয়মিত এই দোয়া পড়া গুরুত্বপূর্ণ।

❖ ৫. পিতা-মাতার জন্য দোয়া

رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

বাংলা অনুবাদঃ

“হে আমার রব! তাদের প্রতি দয়া করুন, যেমন তারা শৈশবে আমাকে লালন-পালন করেছেন।”

— সূরা আল-ইসরা : ২৪

ইসলাম পিতা-মাতার মর্যাদাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছে। পরিবারে বরকত ও রহমত পাওয়ার অন্যতম উপায় হলো পিতা-মাতার জন্য আন্তরিকভাবে দোয়া করা।

❖ হাদিসের আলোকে

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ

“তিন ব্যক্তির দোয়া প্রত্যাখ্যান করা হয় না— পিতার দোয়া সন্তানের জন্য, রোজাদারের দোয়া এবং মুসাফিরের দোয়া।”

— সুনানে তিরমিযী

এই হাদিস পিতা-মাতার দোয়ার গুরুত্ব তুলে ধরে। তাই সন্তানদের কল্যাণের জন্য দোয়া করা পিতা-মাতার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।

❖ ৬. ঘরে বরকত ও রহমতের জন্য আমল

পরিবারে শুধু দোয়া করাই যথেষ্ট নয়; বরং এমন কিছু আমলও করতে হবে, যা ঘরে রহমত ও বরকত নিয়ে আসে। যেমন—

• নিয়মিত সালাত আদায় করা
• ঘরে কুরআন তিলাওয়াত করা
• সূরা আল-বাকারা পড়া
• সকালে ও সন্ধ্যায় মাসনূন যিকির করা
• খাবারের আগে “বিসমিল্লাহ” বলা
• ঘরে সালাম প্রচলন করা
• পরিবারের জন্য দোয়া করা

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ

“তোমরা যখন ঘরে প্রবেশ করবে, তখন সালাম দেবে। এতে তোমার ও তোমার পরিবারের জন্য বরকত হবে।”

— জামে তিরমিযী

❖ ৭. বিপদ-আপদ ও অশান্তি থেকে রক্ষার দোয়া

حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ

বাংলা অনুবাদঃ

“আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট, আর তিনিই উত্তম কর্মবিধায়ক।”

— সূরা আলে ইমরান : ১৭৩

এই দোয়া মানুষের অন্তরে আল্লাহর উপর ভরসা সৃষ্টি করে। যখন পরিবারে সংকট, দুশ্চিন্তা বা অশান্তি আসে, তখন আল্লাহর উপর ভরসা ও দোয়া মানুষকে শক্তি ও প্রশান্তি দেয়।

❖ ৮. সন্তানদের নিরাপত্তার জন্য দোয়া

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর নাতি হাসান ও হুসাইন (রা.)-এর জন্য এই দোয়া পড়তেন—

“أُعِيذُكُمَا بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ”

বাংলা অর্থঃ

“আমি তোমাদেরকে আল্লাহর পূর্ণাঙ্গ কালিমাসমূহের মাধ্যমে প্রত্যেক শয়তান, ক্ষতিকর প্রাণী এবং কুদৃষ্টির অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।”

— সহীহ বুখারী

বর্তমানে সন্তানদের জন্য দোয়া করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ চারপাশের ফিতনা ও অনৈতিকতার প্রভাব থেকে সন্তানদের রক্ষা করা সহজ নয়।

❖ পরিবারে দোয়ার পরিবেশ তৈরি করা

একটি আদর্শ ইসলামিক পরিবারে শুধু ব্যক্তিগত দোয়া নয়; বরং পারিবারিকভাবেও দোয়ার পরিবেশ থাকা উচিত। যেমন—

• একসাথে দোয়া করা
• সন্তানদের দোয়া শেখানো
• খাবারের আগে ও পরে দোয়া পড়া
• ঘুমানোর আগে মাসনূন দোয়া পড়া
• কষ্টের সময় আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়া

যখন পরিবারের সদস্যরা আল্লাহর সাথে সম্পর্ক দৃঢ় করে, তখন তাদের পারস্পরিক সম্পর্কও দৃঢ় হয়।

❖ আল্লাহর স্মরণেই প্রশান্তি

أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

বাংলা অনুবাদঃ

“জেনে রাখো, আল্লাহর স্মরণেই অন্তরসমূহ প্রশান্তি লাভ করে।”

— সূরা আর-রা‘দ : ২৮

এই আয়াত পরিবারিক জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বাস্তবতা তুলে ধরে। প্রকৃত শান্তি সম্পদ, বিলাসিতা বা বাহ্যিক সুখে নয়; বরং আল্লাহর স্মরণ ও রহমতে রয়েছে।

সুতরাং পারিবারিক উন্নতির জন্য দোয়া একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। দোয়া মানুষের অন্তরকে আল্লাহর সাথে যুক্ত করে এবং পরিবারে রহমত, ভালোবাসা ও বরকত নিয়ে আসে। যে পরিবার আল্লাহর কাছে নিয়মিত দোয়া করে এবং তাঁর উপর ভরসা রাখে, সেই পরিবারই প্রকৃত অর্থে শান্তি, সফলতা ও কল্যাণ লাভ করে।

অধ্যায় ৪৬

নিয়মিত পারিবারিক আমল

পরিবারে বরকত, শান্তি ও ঈমানি পরিবেশ তৈরির দৈনন্দিন ইসলামী চর্চা

একটি ইসলামিক পরিবার শুধু নামের মাধ্যমে গড়ে ওঠে না; বরং তা গড়ে ওঠে প্রতিদিনের আমল, ইবাদত, নৈতিকতা এবং আল্লাহর স্মরণের মাধ্যমে। যে পরিবারে নিয়মিত ইসলামী আমল চর্চা করা হয়, সেই পরিবারে রহমত, বরকত, ভালোবাসা এবং মানসিক প্রশান্তি নাজিল হয়। পক্ষান্তরে যে পরিবার আল্লাহর স্মরণ ও দ্বীনি পরিবেশ থেকে দূরে সরে যায়, সেখানে ধীরে ধীরে অশান্তি, মানসিক দূরত্ব এবং নৈতিক দুর্বলতা বৃদ্ধি পায়।

বর্তমান যুগে পরিবারগুলো নানা ফিতনা, ব্যস্ততা এবং প্রযুক্তির প্রভাবে আক্রান্ত। মানুষ দুনিয়াবি কাজ নিয়ে এত ব্যস্ত হয়ে পড়েছে যে পরিবারে ইসলামী পরিবেশ ও ইবাদতের চর্চা অনেক ক্ষেত্রেই দুর্বল হয়ে গেছে। অথচ একটি পরিবারকে টিকিয়ে রাখার সবচেয়ে বড় শক্তি হলো— আল্লাহর সাথে সম্পর্ক দৃঢ় রাখা।

ইসলাম পরিবারকে এমন একটি পরিবেশে পরিণত করতে চায়, যেখানে প্রতিদিনের জীবনযাপনই ইবাদতে পরিণত হয়। সালাত, কুরআন, যিকির, দোয়া, সুন্দর আচরণ এবং পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে একটি পরিবার ধীরে ধীরে জান্নাতের বাগানের মতো শান্তিময় হয়ে ওঠে।

❖ পবিত্র কুরআনের আলোকে

وَاذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً

বাংলা অনুবাদঃ

“আর তুমি তোমার রবকে স্মরণ করো বিনয়ের সাথে ও ভীত অন্তরে।”

— সূরা আল-আ‘রাফ : ২০৫

এই আয়াত প্রমাণ করে যে আল্লাহর স্মরণ মানুষের অন্তরকে জীবিত রাখে। যখন একটি পরিবার আল্লাহকে বেশি স্মরণ করে, তখন তাদের অন্তরেও প্রশান্তি ও ভালোবাসা বৃদ্ধি পায়।

❖ ১. পাঁচ ওয়াক্ত সালাত প্রতিষ্ঠা করা

একটি ইসলামিক পরিবারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আমল হলো— নিয়মিত সালাত আদায় করা। সালাত শুধু ইবাদত নয়; বরং এটি পরিবারের আত্মিক শক্তি ও

শৃঙ্খলার কেন্দ্র। যে ঘরে সালাত কায়েম হয়, সেই ঘরে রহমত নাজিল হয় এবং শয়তানের প্রভাব কমে যায়।

পরিবারের সদস্যদের উচিত—

• সময়মতো সালাত আদায় করা

• সম্ভব হলে জামাতে সালাত পড়া

• সন্তানদের ছোটবেলা থেকেই সালাতের অভ্যাস গড়ে তোলা

• সালাতকে জীবনের সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ

বাংলা অনুবাদঃ

"নিশ্চয়ই সালাত অশ্লীলতা ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে।"

— সূরা আল-আনকাবূত : ৪৫

এই আয়াত দেখায় যে সালাত শুধু ইবাদত নয়; বরং এটি চরিত্র ও নৈতিকতা রক্ষার মাধ্যমও।

❖ ২. প্রতিদিন কুরআন তিলাওয়াত করা

যে ঘরে কুরআন তিলাওয়াত হয়, সেই ঘরে বরকত বৃদ্ধি পায়। কুরআন শুধু পড়ার জন্য নয়; বরং বোঝা, আমল করা এবং পরিবারের মাঝে এর শিক্ষা ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য নাজিল হয়েছে।

পরিবারে প্রতিদিন অল্প হলেও কুরআন তিলাওয়াতের অভ্যাস থাকা উচিত। বিশেষ করে ফজরের পর বা মাগরিবের পরে পারিবারিকভাবে কুরআন পড়া ও আলোচনা করা পরিবারকে ঈমানি পরিবেশে গড়ে তোলে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ

"তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি সেই, যে কুরআন শিক্ষা করে এবং অন্যকে শিক্ষা দেয়।"

— সহীহ বুখারী

❖ ৩. সকাল-সন্ধ্যার যিকির ও দোয়া

মুমিনের জীবন আল্লাহর স্মরণ ছাড়া পূর্ণ হয় না। সকাল-সন্ধ্যার মাসনূন যিকির মানুষের অন্তরকে শক্তিশালী করে এবং শয়তানের অনিষ্ট থেকে হেফাজত করে।

পরিবারে প্রতিদিন—

• সকালে ও সন্ধ্যায় যিকির করা

• আয়াতুল কুরসি পড়া
• সূরা ইখলাস, ফালাক ও নাস পড়া
• ঘুমানোর আগে মাসনূন দোয়া পড়া
• খাবারের আগে ও পরে দোয়া পড়া
এসব আমল সন্তানদের ছোটবেলা থেকেই শেখানো উচিত।
❖ হাদিসের আলোকে
রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ
“যে ব্যক্তি সকালে ও সন্ধ্যায় আয়াতুল কুরসি পড়ে, সে আল্লাহর হেফাজতে থাকে।”
— সহীহ হাদিসের বর্ণনাসমূহের সারমর্ম
❖ ৪. ঘরে সালাম প্রচলন করা
ইসলামে সালাম শুধু সম্ভাষণ নয়; বরং এটি শান্তি, ভালোবাসা ও রহমতের দোয়া। যে পরিবারে সালাম প্রচলিত থাকে, সেই পরিবারে আন্তরিকতা ও ভালোবাসা বৃদ্ধি পায়।
রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ
“তোমরা নিজেদের মাঝে সালামের প্রসার ঘটাও।”
— সহীহ মুসলিম
পরিবারে ঘরে প্রবেশের সময় সালাম দেওয়া, সন্তানদের সালাম শেখানো এবং আন্তরিকতার সাথে একে অপরকে অভিবাদন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আমল।
❖ ৫. একসাথে খাবার খাওয়া
বর্তমান যুগে অনেক পরিবারে একসাথে বসে খাবার খাওয়ার অভ্যাস কমে গেছে। অথচ একসাথে খাবার খাওয়া ভালোবাসা ও পারিবারিক বন্ধনকে দৃঢ় করে।
খাবারের সময়—
• “বিসমিল্লাহ” বলা
• ডান হাতে খাওয়া
• অপচয় না করা
• খাবারের পরে আলহামদুলিল্লাহ বলা
• পরিবারের সাথে আন্তরিক আলোচনা করা
এসব ছোট ছোট আমল পরিবারে বরকত নিয়ে আসে।
রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ
“তোমরা একসাথে খাবার খাও; এতে তোমাদের জন্য বরকত হবে।”

— সুনানে আবু দাউদ

❖ ৬. পারিবারিক ইসলামী আলোচনা

পরিবারে সপ্তাহে বা প্রতিদিন কিছু সময় ইসলামী আলোচনা, হাদিস পাঠ বা নৈতিক শিক্ষার জন্য নির্ধারণ করা অত্যন্ত উপকারী। এতে সন্তানরা ইসলামের প্রতি আগ্রহী হয় এবং পরিবারে দ্বীনি পরিবেশ তৈরি হয়।

বর্তমানে অনেক পরিবারে ঘণ্টার পর ঘণ্টা মোবাইল বা টেলিভিশনের জন্য সময় থাকে, কিন্তু দ্বীনি আলোচনার জন্য সময় থাকে না। ফলে সন্তানরা ইসলামী জ্ঞান থেকে দূরে সরে যায়।

❖ ৭. আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা

আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ আমল। আত্মীয়দের খোঁজখবর নেওয়া, অসুস্থ হলে দেখতে যাওয়া এবং পারস্পরিক সহযোগিতা পরিবারে বরকত নিয়ে আসে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ

“যে ব্যক্তি চায় তার রিজিক বৃদ্ধি পাক এবং আয়ুতে বরকত হোক, সে যেন আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখে।”

— সহীহ বুখারী

❖ ৮. দান-সদকা ও মানুষের উপকার করা

পরিবারের সদস্যদের মাঝে দান ও মানুষের উপকার করার অভ্যাস গড়ে তোলা উচিত। এতে সন্তানদের অন্তরে দয়া, মানবিকতা এবং দায়িত্ববোধ তৈরি হয়।

وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ

বাংলা অনুবাদঃ

“তোমরা নিজেদের জন্য যে কল্যাণ অগ্রে পাঠাবে, তা আল্লাহর কাছে পাবে।”

— সূরা আল-বাকারা : ১১০

❖ ৯. প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার

পরিবারে প্রযুক্তি ব্যবহারে ইসলামী শৃঙ্খলা বজায় রাখা জরুরি।

যেমন—

• অশ্লীল ও অনৈতিক কনটেন্ট থেকে দূরে থাকা

• পরিবারের সাথে সময় কাটানো

• ইসলামী কনটেন্ট দেখার অভ্যাস তৈরি করা

• মোবাইল ব্যবহারের নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করা

প্রযুক্তি যেন পরিবারকে দূরে না সরিয়ে বরং উপকারে আসে, সে বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে।

❖ ১০. ঘরে রহমতের পরিবেশ তৈরি করা

একটি ইসলামিক পরিবারের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো— সেখানে ভালোবাসা, ক্ষমাশীলতা, দয়া এবং সম্মান থাকে।

স্বামী-স্ত্রীর উচিত—

• সুন্দর ভাষায় কথা বলা

• ভুল হলে ক্ষমা করা

• একে অপরের কষ্ট বোঝার চেষ্টা করা

• সন্তানদের ভালোবাসা ও সময় দেওয়া

রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন পরিবারের প্রতি সবচেয়ে দয়ালু ও উত্তম আচরণকারী। তাঁর জীবনই একটি আদর্শ পরিবার গঠনের সর্বোত্তম উদাহরণ।

❖ আল্লাহর স্মরণেই পরিবারের প্রশান্তি

أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

বাংলা অনুবাদঃ

“জেনে রাখো, আল্লাহর স্মরণেই অন্তরসমূহ প্রশান্তি লাভ করে।”

— সূরা আর-রা‘দ : ২৮

এই আয়াত পরিবারিক জীবনের মূল বাস্তবতা তুলে ধরে। প্রকৃত শান্তি শুধু দুনিয়াবি স্বাচ্ছন্দ্যে নয়; বরং আল্লাহর স্মরণ ও দ্বীনি জীবনে রয়েছে।

সুতরাং নিয়মিত পারিবারিক আমল একটি পরিবারকে রহমতপূর্ণ, বরকতময় এবং শান্তিময় করে তোলে। ছোট ছোট ইসলামী চর্চা ধীরে ধীরে পরিবারের প্রতিটি সদস্যের অন্তরে ঈমান, নৈতিকতা এবং ভালোবাসা সৃষ্টি করে। যে পরিবার আল্লাহর স্মরণ, সালাত, কুরআন এবং সুন্দর আচরণকে জীবনের অংশ বানায়, সেই পরিবারই দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতার পথে এগিয়ে যায়।

সমাপনী

ইসলামি জীবনব্যবস্থায় পরিবার কেবল একটি সামাজিক বন্ধন নয়; বরং এটি ভালোবাসা, দয়া, দায়িত্ববোধ এবং আল্লাহভীতির ভিত্তিতে গড়ে ওঠা একটি পবিত্র প্রতিষ্ঠান। একটি আদর্শ পরিবার গঠনে স্বামী-স্ত্রী উভয়েরই রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ও কর্তব্য। পারস্পরিক সম্মান, সহমর্মিতা, ধৈর্য এবং দ্বীনি মূল্যবোধের মাধ্যমেই পরিবারে শান্তি ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠিত হয়।

সন্তানদের উত্তম চরিত্র, ঈমান ও নৈতিকতায় গড়ে তোলা মা-বাবার অন্যতম শ্রেষ্ঠ দায়িত্ব। বর্তমান সময়ের নানা চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে পরিচালিত পরিবারই পারে দুনিয়াতে প্রশান্তি এবং আখিরাতে মুক্তির পথ সুগম করতে।

অতএব, আমাদের প্রত্যেকের উচিত ইসলামি আদর্শ অনুযায়ী পরিবার গঠন করা এবং ভালোবাসা, রহমত ও সাকীনাহপূর্ণ একটি সমাজ প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখা।

যে কথা না বললেই নয়

বর্তমান সমাজে পারিবারিক অস্থিরতা, দাম্পত্য কলহ, বিচ্ছেদ এবং নৈতিক অবক্ষয়ের অন্যতম প্রধান কারণ হলো ইসলামি পারিবারিক শিক্ষার অভাব। অথচ ইসলাম পরিবারকে কেবল একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে দেখেনি; বরং এটিকে একটি পবিত্র আমানত ও ইবাদতের অংশ হিসেবে গণ্য করেছে। একটি আদর্শ পরিবার গড়ে ওঠে তখনই, যখন স্বামী ও স্ত্রী উভয়েই নিজেদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন থাকে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে তা পালন করে।

“ইসলামি পরিবার গঠনে স্বামী-স্ত্রীর দায়িত্ব” শীর্ষক এই গ্রন্থে কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে একটি আদর্শ পরিবারের মূলনীতি, স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক অধিকার, দায়িত্ব, সন্তান প্রতিপালন, পারিবারিক সমস্যা ও তার সমাধানসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সংক্ষিপ্ত অথচ প্রাঞ্জলভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

এই বইয়ের উদ্দেশ্য কাউকে ছোট করা নয় কিংবা একপাক্ষিকভাবে কোনো দায়িত্ব চাপিয়ে দেওয়া নয়; বরং ইসলাম যে ভারসাম্যপূর্ণ ও সৌন্দর্যমণ্ডিত পারিবারিক ব্যবস্থা শিক্ষা দেয়, তা সহজভাবে উপস্থাপন করা। কারণ ইসলামি পরিবারব্যবস্থায় স্বামী ও স্ত্রী একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী নয়, বরং তারা একে অপরের পরিপূরক, সহযাত্রী এবং জান্নাতের পথে সহযোগী।

বর্তমান সময়ে সোশ্যাল মিডিয়ার প্রভাব, অহংকার, ধৈর্যের অভাব এবং দ্বীন থেকে দূরে সরে যাওয়ার কারণে বহু পরিবার ভেঙে যাচ্ছে। তাই অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়েছে পরিবারকে পুনরায় কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে গড়ে তোলা। একটি নেককার পরিবারই পারে একটি সুন্দর সমাজ, আদর্শ জাতি এবং কল্যাণময় ভবিষ্যৎ নির্মাণ করতে।

এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা যদি কোনো পরিবারে ভালোবাসা, সহমর্মিতা, দ্বীনি পরিবেশ ও পারস্পরিক দায়িত্ববোধ জাগ্রত করতে সামান্যও ভূমিকা রাখে, তবে সেটাই হবে এই কাজের সবচেয়ে বড় সার্থকতা।

আল্লাহ তাআলার দরবারে দোয়া, তিনি যেন আমাদের সকলকে আদর্শ মুসলিম পরিবার গঠনের তাওফিক দান করেন এবং আমাদের দাম্পত্য জীবনকে ভালোবাসা, রহমত ও সাকীনাহ দ্বারা পরিপূর্ণ করে দেন। আমীন।